কন্যাদায়ের প্রতিকার।

বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ অবলম্বনে

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগ্রাহক ও প্রকাশিত।

৪নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

সন সাল।

২৭ নং হরিতকী বাগান লেন, কালেডোনিয়ান [illegible] প্রেসে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ একটাকা।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণ ওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এবং কে, এম্, দাস এণ্ড কোং ৪নং তেলিপাড়া, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকারের নিবেদন

কেহ কেহ বলেন অভিগমন অতি লজ্জাজনক ও গোপনীয় কার্য্য, সুতরাং পুস্তকে তাহার গুণাগুণ বিবৃত করা [illegible]ত। কিন্তু যখন প্রকৃত স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে ইহার অতি নি[illegible] তখন উহা পুস্তকে সন্নিবেশিত না করিলে, [illegible]করা বিশেষতঃ নবদম্পতিরা কি প্রকারে অবগত হইবেন। [illegible]মরা এই সকল বিষয় যত লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় মনে করি, [illegible] শাস্ত্রকারগণ ইহার ইষ্টানিষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা তত ঘৃণিত ব্যাপার মনে করিতেন না; আমাদের শাস্ত্রে এ বিষয়ের ভূয়ঃ ২ উল্লেখ আছে। স্বয়ং মনু এ বিষয়ে অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা যাহাকে সামান্য কার্য্য মনে করিয়া উপেক্ষা করি, তাহা সামান্য কার্য্য নহে : তাহার ফল বহুদূর ব্যাপী। সন্তানের জীবনের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার দাম্পত্য ধর্ম্ম নিয়মিতরূপে পালনের উপর নির্ভর করিতেছে। ইহার উপর আমাদের সন্তানসন্ততির এমন কি সমস্ত মানবজাতির সুখ দুঃখ জড়িত রহিয়াছে। সন্তান অঙ্গহীন, কদাকার, চিররুগ্ন, মানসিক শক্তিবিহীন ও মূর্খ হইলে কি পিতামাতার প্রাণে বড় কষ্ট হয় না, এবং সমাজের ক্ষতি হয় না? কিন্তু যে সকল উপায় দ্বারা ঐ সকল অমঙ্গল-ঘটনা নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা কি প্রত্যেক পিতামাতার অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নহে?

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকল অবগত হওয়া অশ্লীলতা নহে, ইন্দ্রিয় ব্যাপারে মনকে সর্ব্বদা বা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মত্ত রাখাই অশ্লীলতা। সহবাস কালে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দোষে তুমি কালা বা কাণা, পঙ্গু বা চিররুগ্ন, মূর্খ বা বাক্‌শক্তিশূন্য, শান্ত বা কোপন স্বভাব, হিংস্রক বা উন্মত্ত হইয়াছ। যখন সহবাসের উপর মানবজাতির মঙ্গলামঙ্গল, উন্নতি ও অবনতি, জীবন ও মরণ নির্ভর করিতেছে, তখন ইহাকে লজ্জার বা ঘৃণার বিষয় মনে করা যে কতদূর অন্যায় তাহা বলা যায় না। যাহার উপর আমাদের সুখ দুঃখ নির্ভর করিতেছে, তাহার বিষয় জানিতে চাওয়া কি গর্হিত কর্ম্ম? স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ ঐশ্বরিক অভিপ্রায়, কিন্তু তাহার কতকগুলি নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলি পালন করিলে লোকে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে; লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট হয়। সুতরাং সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত বালক বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া না দিলে তাহারা কি প্রকারে অনিষ্টকারিতা অবগত হইয়া সতর্ক হইবে? একজন সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী ইংরাজ চিকিৎসক লিখিয়াছেন :—

"It has been my painful professional duty to investigate the history, and to prescribe for thousands of ruined young men, and not a few equally ruined young women, whose errors and infirmities, would in all human probability, never have occurred, had their parents or some intelligent friend, in early life, instructed them in that

which every child should know, as soon as it is able to understand the uses of the sexual organs." [Knowledge a Young Wife Should Have, by Dr. A. A. Philip, M B.,C.M.]

তাৎপর্য্যার্থ ঃ—আমি চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক যুবতী স্ত্রীলোক এবং হাজার হাজার যুবকদিগের জননেন্দ্রিয় বিষয়ক দুর্ব্বলতা ও রোগের চিকিৎসা করিয়াছি ; তাহাদিগের এই সকল রোগ খুব সম্ভবতঃ কখনই হইত না, যদি যৌবনের প্রারম্ভে তাহাদিগের পিতামাতা অথবা বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইত।

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে প্রায় সাত শত পুস্তক নিঃশেষ হওয়ায় এবং এই সামান্য পুস্তক সমাজের মহোপকার করিয়াছে বলিয়া বহুসংখ্যক অপরিচিত ভদ্রলোক স্বইচ্ছায় আগ্রহের সহিত ধন্যবাদ এবং উৎসাহ প্রদান করিয়া পত্র লেখায়, অতীব আনন্দ, আগ্রহ ও যত্নের সহিত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ লিখিতে আরম্ভ করি, কিন্তু লেখা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রথম সংস্করণ (সহস্র খণ্ড) একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। ব্রহ্ম প্রদেশের অন্তর্গত বেসিনের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ দাস, বি. এ., বি. এল.; মহাশয় আমাদের অপরিচিত। তিনি পুস্তক পড়িয়া যে সুবৃহৎ পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

I am very glad to hear that all the copies of the first edition of your valuable book are out. This is as it should be. This fact shows more than any other that lots of our countrymen are suffering from over-fecundity and hitherto they felt helpless to prevent an evil which they thought was not to be prevented. You have shewn them, for the first time, in the simplest manner, imaginable that what they so long thought inevitable was after all preventible, and hence this greedy and extensive demand for your valuable, to them God-sent remedy. * * God bless you. You have earned the blessings of many and will continue earning more.

দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ধনী বা নির্ধনী, স্ত্রীলোক বা পুরুষ, রোগী বা নিরোগী, বন্ধ্যা বা সন্তানবহুল পিতামাতা অথবা মৃতবৎসা প্রত্যেক লোকেরই উপকারে আসিবে। যাহাতে পুস্তকখানি প্রত্যেক রমণীর আদরের বস্তু হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। ইহাতে ১০খানি অত্যাবশ্যকীয় চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা।
অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সূচী-পত্র।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

১০ম অধ্যায়।

১১শ অধ্যায়।

১২শ অধ্যায়।

১৩শ অধ্যায়।

১৪শ অধ্যায়।

১৫শ অধ্যায়।

১৬শ অধ্যায়।

কন্যাদায়ের প্রতিকার

প্রথম অধ্যায়।

কন্যাদায়ের যথার্থ কারণ।

পুত্রের বিবাহে পণ প্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য সভা, সমিতি, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতেছে, কিন্তু এই প্রথা কখনও কৃত্রিম উপায়ে নিবারিত হইবে না। সভা, সমিতির দ্বারা সমাজের কতক উপকার হইবে সত্য, কিন্তু এই উপকার চির-স্থায়ী হইবে না এবং অর্থলোভী পুত্রের পিতা তাঁহার লোভ একেবারে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। চিরকাল বরপক্ষের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিলে, কখনই কন্যাপক্ষের দুর্দ্দশা দূর হইবে না বরং বৃদ্ধি হইবে।

যদি কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তান কম জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলেই কন্যাপক্ষের মধ্যে পাত্রের জন্য বিশেষ অভাব হইবে। অভাব হইলেই প্রতিযোগীতা হইবে, সুতরাং কিছুদিন কন্যা সন্তান না হইয়া যদি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলেই পাত্রীর অভাব হইবে, তখনই কন্যাদায় দূর হইবে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, সেই ইচ্ছাময় পরমেশ্বরের যখন যেমন ইচ্ছা হয় সেইমত গর্ভস্থ ভ্রূণ শিশুকে স্ত্রী অথবা পুরুষ দেহ

প্রদান করেন। এ কথা বিশ্বাস করিলে আমাদিগের এ বিষয় কোন রূপ আলোচনা করিবার আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, এই পুস্তকের মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, প্রকৃতির অন্য সকল কার্য্যের ন্যায় ঐ কার্য্যও পরমেশ্বরের কৃত কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য তিনি কত আশ্চর্য্য নিয়ম করিয়াছেন, কিন্তু কেবল পুত্র কন্যা সন্তানোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নিয়ম না করিয়া, স্বেচ্ছামত নিজ হস্তে রাখিয়া দিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। যেমন জোয়ার, ভাঁটা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণ বিশেষের দ্বারা নিয়মিত হয়, সেইরূপ পুত্র বা কন্যা সন্তানোৎপত্তি ও যে প্রাকৃতিক নিয়ম বিশেষের অধীন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিধাতা তাঁহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম কখনই হয় না। কিন্তু এই ঐশ্বরিক নিয়ম যে কি, তাহা অনেকে জানেন না; জানিলে এত কন্যা সন্তান হইত না। স্ত্রীলোকের আধিক্য যে দেশের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যা সন্তানোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান এবং সেই কারণ দূর করিবার কোন উপায় আবিষ্কৃত হইলে, তাহার প্রকাশ যে যুক্তি সঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিষয়টী এরূপ যে অপরের নিকট হইতে ইহার জ্ঞান লাভ এবং তদ্দারা কার্য্যতঃ ইহার নিশ্চয়তা প্রতিপাদন অথবা ভ্রম সংশোধন এক রূপ আশাতীত। ইহার আলোচনা সমাজে অতি লজ্জাস্কর কার্য্য

বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলেই জন সাধারণ দ্বারা ইহার উত্তম রূপে পরীক্ষা হইতে পারে। গাভী প্রভৃতি গৃহ পালিত পশু যে দিন গর্ভিনী হয়, লিখিয়া রাখিয়া পরীক্ষা করিলে, আমাদের মতের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুত্র ও কন্যাসন্তান হইবার প্রাকৃতিক নিয়ম।

শুক্লপক্ষে স্ত্রীগমন করিলে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। ঋতু কৃষ্ণপক্ষে বা শুক্লপক্ষে হউক না কেন, সহবাস শুক্লপক্ষে হইলেই যদি সন্তান হয়, পুত্র সন্তানই হইবে। কৃষ্ণপক্ষে স্ত্রীগমন করিলে যদি সন্তান হয়, কন্যা সন্তানই হইবে। সুতরাং কৃষ্ণপক্ষে সংযমী হইয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা কৃষ্ণপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে অক্ষম, তাঁহাদের পক্ষে যে সকল উপায়ে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রমণীরা ইচ্ছামত গর্ভ নিবারণ করেন, সেই পক্ষে সেই সকল উপায় অবলম্বন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এ বিষয় পরে চিত্র দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।

কেহ কেহ বলেন শেষ রাত্রিতে সহবাস করিলে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আমেরিকা দেশের এক গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—"পুত্র সন্তান লাভার্থ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধ্রুব উপায় আর নাই।" এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, শেষরাত্রে সহবাস

করিলে যে শরীর ভাল থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষরাত্রি বলাতে কেহ যেন প্রত্যূষকাল মনে না করেন। "আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগের কারণের মধ্যে একটী কারণ এই—"ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে মৈথুন করণ।" দুর্ভাগ্য বশতঃ এ দেশে আহারাদির অব্যবহিত পরেই অনেকে মৈথুন করিয়া থাকেন; সুতরাং আমাদের মধ্যে অনেকেই যে নানাবিধ পীড়ার তাড়নায় আজীবন দিন যাপন করিবেন আশ্চর্য্য কি? কত শত নারী বিবাহিতাবস্থায় সুখ সচ্ছন্দে পরিবৃতা বলিয়া বোধ হইলেও অসুখের জন্য দুর্ব্বল, সর্ব্বদা ক্রোধ পরবশ ও অসন্তুষ্ট থাকেন। ইংরাজ চিকিৎসকদিগের মতে দম্পতীর মধ্যে এক জনের মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা থাকিলে, কিম্বা গুরুতর পরিশ্রমের পর, অথবা রাত্রিতে আহারের অব্যবহিত পরে কখনই সহবাস করিবে না। তাঁহারা বলেন যে শেষরাত্রে যখন শরীর ক্লান্তি ও গ্লানি শূন্য এবং সুস্থ হয়; মন উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা ও বিষাদ শূন্য থাকে, তখনই সহবাসের উপযুক্ত কাল।* যদি কোন কারণ বশতঃ

* Sexual intercourse should never, under any circumstances, be indulged in, when either party is in a condition of great mental excitement or depression, nor when in a condition of great bodily fatigue, nor soon after a full meal, nor when the mind is intensely pre-occupied; but always when the whole system is in its best condition, and most free from all disturbing influences. [*Sexual Physiology, by R. T. Trall, M.D.*].

The marital relation should never be indulged in, at night; when both parties are in their worst bodily and

প্রথম রাত্রেই সহবাস করিবার নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা তাহার অব্যবহিত পরে আহার করাই শ্রেয়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

উভলিঙ্গ বা হিজড়া হইবার কারণ

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের সংযোগ সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইলে, সন্তান উভলিঙ্গ (হিজড়া) হয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় সহবাস নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু কারণ বুঝাইয়া দেন নাই। মনু বলিয়াছেন ঃ—

"ঋতুকাল ভিন্ন অন্য কালেও ভার্য্যার তৃপ্ত্যর্থ রতি কামনায় স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে, কিন্তু কি ঋতুকালে কি অন্য সময়ে অমাবস্যাদি পর্ব্বদিন বর্জ্জন করিবে।" [৩ অঃ ৪৫]

অন্যান্য শাস্ত্রকারগণের উপদেশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"অমাবস্যা দিবসে অথবা পূর্ণিমা তিথিতে কদাচ নারীগমন করিবে না। শাস্ত্রে এইরূপ বিধিই নিরূপিত আছে।" [রতি-শাস্ত্র।]

mental conditions, tired after a hard day's work, in the act of digesting a heavy supper; at the very best, the magnetic forces and the nervous system can hardly be in such a high state of functional activity, as in the morning when the whole system has been refreshed by sleep. [*Dr. A. A. Philip, M.B., C.M.*].

"পূর্ণিমা বা আমাবস্যা তিথিতে নারীগমন করিলে সন্তানের গাত্রে রসাধিক্য হয়, এবং সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয় না (অর্থাৎ বিকলাঙ্গ হয়)।" [রতিশাস্ত্র।]

উভলিঙ্গকে ইংরাজিতে হার্মোফ্রোডাইট্ (Hermophrodite) বলে। যদি এক ব্যক্তিতে সম্পূর্ণ ডিম্বকোষ (৫ম অধ্যায়ে ডিম্বকোষ কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেওয়া আছে) এবং সম্পূর্ণ অণ্ডকোষ উভয়ই বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই তাহাকে প্রকৃত উভলিঙ্গ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ অবস্থা প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় না, তবে এক ব্যক্তির এক দিকে * একটী ডিম্বকোষ এবং অপর দিকে একটী অণ্ডকোষ (এক জোড়া নহে) থাকে,† অথবা কাহারও বা ২টী সাধারণ ডিম্বকোষ থাকে কিন্তু অণ্ডকোষ দুইটী অতি ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ; সুতরাং উভলিঙ্গ (Hermaphrodite) বলিলে, পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের লিঙ্গ সম্পূর্ণ অবস্থায় এক ব্যক্তিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন। উভলিঙ্গ ব্যক্তির স্ত্রী বা পুং এই দুইটীর মধ্যে কোন্ লিঙ্গ অধিক পুষ্ট এবং প্রবলতর, যৌবনাবস্থা না আসিলে বুঝিতে পারা যায় না। কোন কোন ব্যক্তির বাহ্যিক যন্ত্রাদি পুরুষের মতন কিন্তু ভিতরের যন্ত্রাদি স্ত্রীলোকের মতন। উভলিঙ্গের মধ্যে অধিকাংশই অধিকতর পুরুষ প্রকৃতি বিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সন্তানোৎপাদনে

* See Atlas and Epitome of Gynecology by Dr. Oskar Schaeffer.

† Encyclopœdia Britanica.

সক্ষম। যাহারা সন্তানোৎপাদনে সক্ষম তাহাদের ইন্দ্রিয় যৌবনাবস্থা অথবা প্রৌঢ়াবস্থায় সম্যক পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল উভলিঙ্গ অধিকতর স্ত্রী প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাহাদের সকলেরই স্ত্রী অঙ্গের মধ্যে অবরোধ থাকে, সুতরাং তাহারা দাম্পত্য অবস্থায় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ পুরুষ সহবাস করিতে পারে না। এই প্রকার উভলিঙ্গ যে মনুষ্যের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহা নহে, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির মধ্যেও আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সহবাস করিলে যখন হিজড়া সন্তান হইবার সম্ভাবনা, তখন শাস্ত্রকারদিগের বিধানানুসারে ঐ দিনে সংযত থাকাই যুক্তিসিদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংযম অভ্যাস।

অনেকে বলিতে পারেন, এক সঙ্গে বাস করিয়া এক পক্ষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা কি সম্ভব? যদি স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন ঘরে শয়ন করিয়া সংযম অভ্যাস করেন, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক তেজ বৃদ্ধি হইবে, কোন অপকার হইবে না। শুক্রই মনুষ্য জীবনের মূলাধার, সুতরাং উহা রক্ষা করিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে। সংযমের পর সম্ভোগ বড়ই তৃপ্তিকর হয়, সে তৃপ্তি ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরা অনুভব করিতে পারে না। জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয় সেবায় দুর্ব্বল হয়, মন নিস্তেজ হয়, অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় শীঘ্র শিথিল হইয়া পড়ে, সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়, গভীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না, চক্ষুর জ্যোতিঃ ও স্মরণ শক্তির হ্রাস হয়। অতিরিক্ত সহবাসে জ্বর, শূল, কাশ, শ্বাস, কৃশতা, পাণ্ডু, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি নানা প্রকার দেহ নাশক রোগ জন্মে। আমি এ বিষয়ে একটি পৌরাণিক কথা উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্ম্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দশ হস্তির বল ধারণ করিতেন এবং নিজ ভুজবলে সসাগরা ধরা জয় করিয়াছিলেন। পরে এক পরম রূপবতী রাজতনয়া তাঁহার মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য গুণে রাজা অল্পদিনেই তাঁহার একান্ত বশীভূত হইলেন এবং দিন রাত্রি সেই কামিনীর সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিতে লাগিলেন। অপরিমিত ইন্দ্রিয়াসক্তি বশতঃ অল্পকাল মধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। [মহাভারত, আদি পর্ব্ব, ১২১ অধ্যায় দেখুন] রাজার অসাধারণ বল সত্ত্বেও, ইন্দ্রিয়সেবায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যেমন অগ্নিতে যতই ঘৃত দেওয়া যায়, ততই জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ অধিক ইন্দ্রিয় সেবায় ইন্দ্রিয় লিপ্সা অধিকতর বলবতী হয়। সুতরাং দাম্পত্য জীবনেও সংযম অভ্যাস করিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। তবে যাঁহারা সংযমী হইয়া থাকিতে অক্ষম, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বংশ বৃদ্ধি নিবারাণার্থ যে সকল উপায়ে রমণীরা ইচ্ছামত গর্ভ ধারণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই সকল উপায় অবলম্বন

করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইলেও সংযম শিক্ষার আবশ্যক।

পরিণীত দম্পতির মধ্যে অতিরিক্ত শৃঙ্গারে পাপ নাই বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন, কিন্তু অপর স্ত্রী কি পুরুষের সঙ্গে তদ্রূপ করাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটে, ইহাতেও যদি প্রায় সেই সকল পীড়া জন্মে, তাহা হইলে, তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট নিষ্পাপ কার্য্য কি করিয়া মনে করিতে পারা যায়? ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য যখন তখন স্ত্রী সহবাসে রত হওয়া, আর ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বে কেবল আস্বাদনের অনুরোধে আহার করা, দুই প্রায় তুল্য। অতিরিক্ত রমনে স্ত্রীলোকদেরও ঋতু সম্বন্ধীয় নানা প্রকার পীড়া হয়, যথা শ্বেতপ্রদর, রক্তপ্রদর, জরায়ু বৃদ্ধি (বাহিরে ঝুলিয়া পড়া) হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি। যেমন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের উদরকে আহার না দিলে চলে না বলিয়াই উদরকে আহার দেয়, তেমনি ইন্দ্রিয় পরিচালন যখন নিতান্ত না করিলে চলিবে না, তখনই চালনা করা উচিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

গর্ভ প্রকরণ।

কেহ ২ মনে করেন যে গর্ভ নিবারণ করা এবং ভ্রূণহত্যা করা একই কথা। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কি প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হয় জানিলে, এ প্রকার ভ্রমে পড়িতে হয় না।

কি প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হয়, আমাদের মধ্যেই অনেকেই জানেন না। এরূপ গুরুতর বিষয় প্রত্যেক স্ত্রীলোক এবং প্রত্যেক পুরুষের জানা থাকিলে অনেক রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন, এবং জরায়ু সংক্রান্ত কোন রোগ হইলে নিজেই তাহার চিকিৎসা করিতে পারেন, অথবা চিকিৎসককে রোগেব বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। তজ্জন্য এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ এই গুরুতর বিষয় সংক্ষেপে যতদূর সম্ভব, ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। জরায়ু প্রভৃতির একটী মোটামুটী চিত্র দিলে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া নিম্নে একটী চিত্র দিলাম। জরায়ু সম্বন্ধীয় সকল যন্ত্রের অবিকল চিত্র দিলে, অনেক বিষয় বুঝাইতে হয় তজ্জন্য দিলাম না।
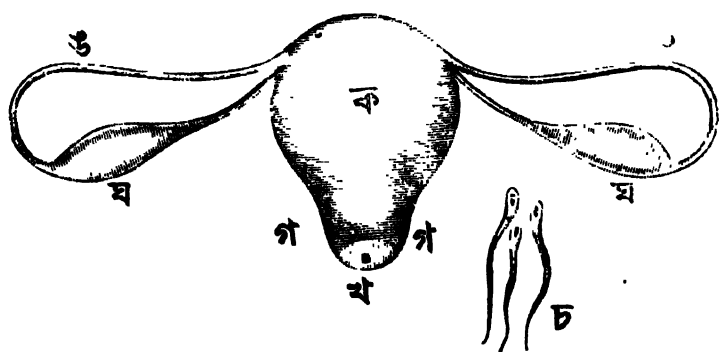
ক—জরায়ু বা গর্ভাশয়। খ—জরায়ু মুখ (স্ত্রীলোকেরা ইহাকে নাড়ীর মুখ বলে)। গ—জরায়ু গ্রীবা। ঘ—ডিম্বকোষ বা বীজকোষ। ঙ—ফ্যালোপিয়ান নলী বা বীজনলী। চ—শুক্রকীট।

জরায়ু বা গর্ভাশয়ে সন্তান থাকে। ইহার আকার কতকটা উপুড় করা কলসীর মতন, অথবা লাটিমের মতন অথবা লম্বা পেয়ারার মতন। যোনীর মধ্যে আঙ্গুল দিলে একটী ছুঁচাল পুরুষাঙ্গের মতন জিনিষ হাতে ঠেকে, তাহাকেই জরায়ু মুখ বলে। জরায়ুর যে ভাগ বাহিরের দিকে থাকে অর্থাৎ যে ভাগ আঙ্গুল কিম্বা অন্য জিনিষের দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়, তাহাকে জরায়ু গ্রীবা বলিলাম। ঘ—যাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের বীজ মাসে ২ উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়, তাহাকে বীজকোষ বা ডিম্বকোষ বলে। ঙ—যে নলীর মধ্য দিয়া বীজ জরায়ু মধ্যে আসে তাহাকে বীজ নলী অথবা ফ্যালোপিয়ান নলী বলে। চ—শুক্রকীট। পুরুষের রেতের ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র ২ পদার্থ হয়, উহাদিগকে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের ভ্রমণ শক্তি ও নড়িবার শক্তি আছে। উহারা রেতের ভিতর নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে আমরা শুক্রকীট বলিব। স্ত্রীলোকদিগেরও রেত অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, কিন্তু তাহার দ্বারা সন্তানোৎপত্তির কোন সাহায্য হয় কি না, তৎসম্বন্ধে মত ভেদ আছে।

গর্ভ সঞ্চার দুই প্রকারে হয়। যে প্রকারেই গর্ভ হউক, পুরুষের শুক্রকীট অথবা শুক্রজীবাণু (যাহাই বলুন) স্ত্রীলোকের ডিম্বের সহিত মিলিত না হইলে গর্ভ হয় না। স্ত্রীলোকের ডিম্ব বলিলে, অনেকেই হয়ত বলিবেন, এ আবার কি কথা? মৎস্য, পক্ষী, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতিরই ডিম্ব হয়, মানুষের ডিম হয় কখনত শুনি নাই, তবে মানুষ কি অণ্ডজ? শাস্ত্রে, মনুষ্য ও পশু প্রভৃতি জীবগণকে জরায়ুজ বলে, কারণ ইহারা জরায়ু

অর্থাৎ গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষী, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি জীব অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহাদিগকে অণ্ডজ বলে।

স্ত্রীলোকের বীজকোষকে ইংরাজিতে ডিম্বকোষ বলে, এবং বীজকে ডিম্ব বলে, সুতরাং আমরাও তাহাই বলিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহারা ডিম্ব নহে. অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মতন আকৃতি। মাছের যেমন ডিম্ব হয়, তদপেক্ষা অনেক ছোট ছোট বীজ (অথবা ডিম কিম্বা বুদ্বুদ যাহাই বলুন) স্ত্রীলোকের বীজকোষ (ঘ চিহ্নিত স্থান) মধ্যে জন্মায়, এবং ঋতুর সময় বীজকোষ ফাটিয়া যাইলে তাহারা ক্রমে ২ বীজনলী (ঙ চিহ্নিত স্থান) দিয়া জরায়ুতে (ক চিহ্নিত স্থানে) আসে। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু আরম্ভ হওয়া অবধি বীজ জরায়ু মধ্যে আসিতে আরম্ভ করে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীলোকের প্রত্যেক ঋতুর সঙ্গেই যে এরূপ হয় তাহা নহে, ঋতুর পূর্ব্বে ও পরে সকল সময়েই বীজ বাহির হইয়া স্ত্রীলোককে গর্ভবতী করিতে পারে। তবে ঋতু আরম্ভ হইবার পর ১৬ দিবস প্রশস্ত কাল। স্ত্রীলোকের তলপেটের প্রত্যেক ধারে ১টী করিয়া বীজকোষ (ঘ চিহ্নিতস্থান) আছে। বীজকোষের আকৃতি অনেকটা বাদামের মতন। এক একটী বীজকোষে প্রায় ৭২০০০ বীজ থাকে, এক একটী বীজ এত ছোট যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ভিন্ন তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। বীজগুলি ক্রমে ২ বীজকোষ হইতে বাহির হইয়া, বীজনলীর (ঙ চিহ্নিত স্থানের) মধ্য দিয়া জরায়ুতে (ক চিহ্নিত স্থানে) আসিয়া জরায়ু মুখ (খ চিহ্নিত স্থান) দিয়া বাহির হইয়া যায়।

শুক্রকীটগুলি সজীব এবং স্বাভাবিক গতি বিশিষ্ঠ। দেখিতে ব্যাঙাচির মত, লেজ আছে। ব্যাঙাচির মাথা মোটা, শুক্রকীটের মাথা অপেক্ষাকৃত সরু। শুক্রকীট যোনী মধ্যে পতিত হইয়া লেজ নাড়িয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। চলিতে ২ জরায়ু মুখের মধ্য দিয়া, জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজের সহিত মিলিত হইলে, তাহার পরিপোষণে নিযুক্ত হয়, তাহাকেই গর্ভ হওয়া বলে। গর্ভ হইলেই সাধারণতঃ জরায়ু মুখ বন্ধ হইয়া যায়, আবার কাহার কাহার বন্ধ না হইয়া পুনরায় ঋতু হয়। কাহারও বা গর্ভাবস্থায় নিয়মিত রূপ ঋতু হয়। কোন ২ স্ত্রীলোককে ডিম্বকোষ বিহীন দেখা যায়। তাহাদের প্রায়ই পুরুষের মতন আকৃতি হইয়া থাকে, কাহারও বা গোঁফ দাড়ি পর্য্যন্ত হয়। তাহাদের ঋতু হইতে পারে, কিন্তু গর্ভ হইতে পারে না। বীজকোষ না থাকিলে কি প্রকারে গর্ভ হইবে ?

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে সঙ্গমের অব্যবহিত পরেই কি গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে ? জরায়ুর সুস্থাবস্থা থাকিলে অনেক সময় সঙ্গম ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই গর্ভ হইতে পারে। সঙ্গম কালে যদি স্ত্রীর উত্তেজনা প্রেখর হয়, যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের রেতঃপাত এক সময় হয়, এবং যদি সেই সময়ে পুরুষাঙ্গের মুখ স্ত্রীলোকের জরায়ুর (নাড়ীর) মুখের (খ চিহ্নিত স্থানের) সহিত একত্রিত থাকে, তাহা হইলে পুরুষের শুক্র স্ত্রীলোকের জরায়ু মধ্যে সেই সময়ে একেবারে প্রবেশ করে, এবং প্রবেশ করিয়া বীজের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ হয়। ঐরূপ রেতঃপাতের সময় স্ত্রীলোকের জরায়ু মুখ ক্ষণকালের জন্য বিস্তৃত হয়,

তজ্জন্যই পুরুষের শুক্রপাত হইবার সময় শুক্র একেবারে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু যদি শুক্র উক্ত প্রকারে জরায়ু মধ্যে একেবারে প্রবেশ না করিয়া যোনী মধ্যে পতিত থাকে, তাহা হইলে শুক্রকীটগুলি নিজ নিজ লেজের সাহায্যে নড়িতে ২ জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, এবং অনেক সময়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। জরায়ু মুখের ছিদ্র এত ছোট এবং স্ত্রীলোকের রেতঃপাতের পর আরও এত ছোট হইয়া যায়, যে একটী সরিষা যাইবারও পথ থাকে না; সুতরাং শুক্রকীটগুলি অতি শীঘ্র এবং অতি সহজে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না বটে, তবে আদৌ যাইতে পারে না, তাহা নহে। লেজের সাহায্যে যোনী মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, হয় মরিয়া যায়, নতুবা জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ উৎপাদন করে। তাহারা যোনী মধ্যে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, কাহার ২ যোনী মধ্যে তাহাদিগকে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। এ ছাড়া স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর প্রভৃতি রোগ থাকিলে শুক্রকীট অতি শীঘ্র মরিয়া যায়। অম্ল, কষায়, প্রভৃতি রসে শুক্রকীট জীবিত থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সঙ্গমের পর কুইনাইন, ফটকিরী প্রভৃতির জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলে শুক্রকীট মরিয়া যায়, এবং সহজে গর্ভ হয় না।

এখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যদি পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীলোকের বীজের সহিত মিলিত হয়, তবেই ভ্রূণশিশু উৎপন্ন হইতে পারে, নতুবা নয়। পুস্তকে যে কন্যা এবং পুত্রোৎ-

পত্তি সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং তাহার কার্য্য প্রণালী বর্ণিত হইল পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধ হয় এখন ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। এ গুরুতর বিষয়ে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু ভাল করিয়া বর্ণণা করিতে হইলে পুস্তক বৃহৎ হইয়া পড়ে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, একটী মাত্র শুক্রকীট একটী ডিম্বের সহিত মিলিত হইলেই কি গর্ভ হয়? অনেকের মতে একটী শুক্রকীট একটী ডিম্বের সহিত মিলিত হইলেই গর্ভ হয়, আবার অনেকের এবিষয়ে ভিন্ন মত আছে, তাঁহারা বলেন কয়েকটী শুক্রকীট একটী ডিম্বের সহিত মিলিত না হইলে গর্ভ হয় না। যতদূর পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কয়েকটী শুক্রকীট একটী ডিম্বের সহিত মিলিত হইয়া গর্ভ হয়। এক ফোটা শুক্রের মধ্যে হাজার হাজার শুক্রকীট থাকে, তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র গর্ভ উৎপন্ন হইবার জন্য আবশ্যক হয়, বাকি মরিয়া যায়। *

*It is not known how few spermatozoa will impreguate an ovum. Some have held that a single one is sufficient; otheis, that several are required. So far as observations have been made, there have always been a number of them seen in an ova after impregnation. * * In a single drop of the spermatic fluid there must exist many thousand spermatozoa; of these only a few are ever required; the remainder die. [*Sexual Physiology by R. T. Trall, M.D.*].

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কি উপায়ে জর্ম্মণদেশীয় একজন চিকিৎসক ইতর জন্তুদিগের মধ্যে ইচ্ছমত পুংশাবক অথবা স্ত্রীশাবক উৎপন্ন করাইতেন।

শ্রীযুক্ত হরনাথ রায়, এল, এম, এস্, তাঁহার "ধাত্রীশিক্ষা সংগ্রহ" নামক পুস্তকে "সিক্সট্" নামক জর্ম্মণ দেশীয় একজন চিকিৎসকের মত উল্লেখ করিয়াছেন। সেই মতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"তাঁহার মতে দক্ষিণদিকের অণ্ড ও ডিম্বকোষ হইতে পুত্র সন্তান ও বামদিকের ঐ দুই যন্ত্র হইতে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয়; দক্ষিণ অণ্ডঃনিসৃত শুক্র কেবল দক্ষিণ ডিম্বকোষস্থ ডিম্বকেই ফলবান করে, এবং বাম অণ্ডঃনিসৃত শুক্র কেবল বাম ডিম্বকোষস্থ ডিম্বকেই ফলবান করে, এবং সঙ্গম কালে কেবল একদিকের অণ্ড হইতে রেতঃস্খলন হয় ও রেতঃপাতের পূর্ব্বে ঐ অণ্ডটী উপর দিকে উঠিয়া যায়। তিনি এই মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইতর জন্তুদিগকে লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন, এবং উহার প্রত্যেক স্থলেই তাঁহার মত সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। যে সকল জন্তুর বাম অণ্ডকোষ খসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের বীর্য্যে কেবল পুংশাবক এবং যাহাদের দক্ষিণ অণ্ডকোষ খসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের বীর্য্যে কেবল স্ত্রীশাবক জন্মিতে দেখা গিয়াছে। স্ত্রীপশুগণের বাম বা দক্ষিণদিকের ডিম্বকোষ নষ্ট করিয়া দেওয়াতেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছে।"

এই মতটী সত্য হইবার খুব সম্ভাবনা। সম্ভবতঃ শুক্লপক্ষে দক্ষিণ বীজকোষ হইতে বীজ এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ হইতে শুক্র নির্গত হয়; এবং কৃষ্ণপক্ষে বাম বীজকোষ হইতে বীজ এবং বাম অণ্ডকোষ হইতে শুক্র নির্গত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

গর্ভ নির্ণয় কারবার উপায়।

গর্ভসঞ্চার হইলে নারী সাধারণতঃ দুর্ব্বলতা, শ্রমবিমুখতা ও পিপাসা অনুভব করে, যোনিদেশে স্পন্দনবৎ অসুখ বোধ হয়। তৎপরে ইহা নিরূপণ করিবার কোন একটী বিশেষ লক্ষণ নাই; কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা ইহা জানিতে পারা যায়। কয়েকটী প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি:—

১ম। ঋতু বন্ধ হওয়া। যখন গর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহার পর হইতেই ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কোন কোন স্থলে এরূপ না হইয়া আরও ২।১ বার ঋতু হয় এবং কাহারও বা গর্ভের শেষ পর্য্যন্ত ইহা বন্ধ হয় না।

২য়। প্রাতঃকালে বমন হওয়া। এই লক্ষণটী সকল স্ত্রীলোকের সমভাবে লক্ষিত হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোকের ইহা আদৌ হয় না, কাহারও বা ২।১ মিনিটের জন্য হয়, কাহারও বা সমস্ত দিন থাকে, কাহারও বা গর্ভের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকে, কাহারও বা রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া বমন হইয়া থাকে; ইত্যাদি। যে স্ত্রীলোকের এই রকম বমন হইয়াছে, দ্বিতীয় বার

গর্ভধারণ কালে বমন আরম্ভ হইবামাত্র অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে ইহা কোন রোগ নহে, পুনরায় গর্ভ হইয়াছে। এই-রূপ বমনে সাধারণতঃ কেবল থুথুই উঠে, ভাত প্রভৃতি উঠে না। কোন কোন পোয়াতি যা খান সমস্তই উঠিয়া যায়, এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, কিন্তু এটাকে রোগের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

৩য়। অরুচি আর অখাদ্যে রুচি। সচরাচর গর্ভিনীদিগের ভাল খাদ্যে রুচি থাকে না, কিন্তু পোড়া মাটি, পাতখোলা প্রভৃতি অখাদ্যে রুচি হয়।

৪র্থ। থুথু উঠা। সর্ব্বদা মুখে থুথু উঠে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ইহা এত প্রচুর পরিমাণে উঠে, যে তাহাতে বড়ই কষ্ট হয়।

৫ম। স্তনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ও টাটান। ২ মাসের মধ্যেই স্তন বৃদ্ধি ও ভারি বোধ হয়, টন্ টন্ করে, দপ্ দপ্ করে, টিপিলে ব্যথা বোধ হয়, চুচুকের (বোঁটার) চারিধারে ভেলা পড়ে, বোঁটা ও শিরা উঁচু হয়।

৬ষ্ঠ। তলপেট এবং জরায়ুর পরিবর্ত্তন। গর্ভ হইবার পর হইতেই জরায়ু বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং ৩য় মাসের শেষে অথবা ৪র্থ মাসে তলপেট স্ফীত, বড়, ও শক্ত হইয়াছে, বেশ অনুভব করিতে পারা যায়।

৭ম। গর্ভে ভ্রূণ সঞ্চালন (ছেলে নড়া)। ইহা একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ভ্রূণ নড়িবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; কাহারও বা ৩য় মাসের শেষে, কাহারও বা ৪র্থ মাসে,

কাহারও বা ৫ম মাসে নড়ে, এবং কদাচিৎ কাহারও বা আদৌ নড়ে না।*

কয়েকটী লক্ষণ না থাকিলে নিশ্চয় জানা যায় না যে গর্ভ হইয়াছে।

মিথ্যা গর্ভ। উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও কখন কখন গর্ভ মিথ্যা প্রমাণ হয়। ইহাতে প্রকৃত গর্ভের মতন পেট বড় হয়, স্তন বড় হয়, স্তনে ভেলা পড়ে, ঋতু বন্ধ হয়, পেটে ছেলে নড়ার মতন অনুভব হয়, এমন কি প্রসব বেদনার মতন বেদনাও আসিতে পারে, কিন্তু অবশেষে প্রমাণ হয়, গর্ভ প্রকৃত নহে, মিথ্যা। ডাক্তারেরা স্ত্রীঅঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন, গর্ভ সত্য কি মিথ্যা। প্রকৃত গর্ভ হইলে, জরায়ু গ্রীবা নরম হয়; গর্ভিণীকে ক্লোরফর্ম্ম শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিলে, যদি মিথ্যা গর্ভ হয়, পেট একেবারে ছোট হইয়া যায়, আবার জ্ঞান হইলে পেট পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

* Quickening takes place usually at the end of the fourth calendar month, although there is with this symptom often a difference as to the time it arises, some women quickening at the end of the third month, while others do not quicken till the fifth, while again in some rare cases the feeling of quickening is absent altogether. [*The Young Wife's Own Book, by Lionel Weatherly, M.D., C.M.*]

অষ্টম অধ্যায়।

প্রসব কাল নিরূপণ।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে ভ্রূণ গর্ভ মধ্যে ১০ মাস ১০ দিন থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। এ ধারণা ভুল। ভ্রূণ গর্ভ মধ্যে জন্মিবার পর ২৭০ দিন হইতে ২৭৫ দিনের মধ্যে সাধরণতঃ ভূমিষ্ঠ হয়; ভূমিষ্ঠ হইতে কখন কখন ২৮০ দিনও অর্থাৎ ৯মাস ১০ দিনও লাগিয়া যায়। মনে করুন যদি কোন স্ত্রীলোকের ১৩২১ সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে ঋতু-স্নান করিবার পর গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাঘ মাসের ২০শে তারিখের পূর্ব্বেই প্রসব হইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে; কারণ বৈশাখ মাস ৩১শে হওয়ায়

বৈশাখ মাসের	...	...	১১ দিন
জ্যৈষ্ঠ মাসের	...	...	৩১ "
আষাঢ় মাসের	...	...	৩২ "
শ্রাবণ মাসের	...	...	৩২ "
ভাদ্র মাসের	...	...	৩১ "
আশ্বিন মাসের	...	...	৩০ "
কার্ত্তিক মাসের	...	...	৩০ "
অগ্রহায়ণ মাসের	...	...	২৯ "
পৌষ মাসের	...	...	৩০ "
মাঘ মাসের	...	...	২০ "
		মোট	২৭৬ দিন

সুতরাং ২০শে মাঘ তারিখের পূর্ব্বেই প্রসব হইবার খুব সম্ভাবনা।

যদি কোন স্ত্রীলোকের ঋতু না হইয়া গর্ভ সঞ্চার হয়, অথবা কোন কারণ বশতঃ কবে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে তাহার স্থিরতা না থাকে, তাহা হইলে যে তারিখে ভ্রূণের গর্ভ মধ্যে প্রথম নড়া অনুভব করেন, মোটামুটি সেই তারিখ হইতে ১৫০ দিন অর্থাৎ ৫মাস পরে প্রসব হইবার সম্ভাবনা ধরিতে হইবে।

নবম অধ্যায়।

কি চিহ্ন দ্বারা গর্ভে পুত্র অথবা কন্যা হইয়াছে জানিতে পারা যায়।

ডাক্তারেরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলিতে পারেন না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে নিম্নলিখিত চিহ্ন দ্বারা পুত্র অথবা কন্যা নির্ণয় করিতে পারা যায়ঃ—

"গর্ভিণীর তলপেটের বাম পার্শ্বে রোমরাজি উত্থিত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উত্থিত হইলে পুত্র জন্মে।" [আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ।]

দশম অধ্যায়।

ঋতুকালে কি কি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু আরম্ভ হইবার পর বীজ জরায়ু মধ্যে আসিতে আরম্ভ করে। ইহাই

সাধারণ নিয়ম, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ও হয়। রজঃস্রাব না হইলেও বীজ বহির্গত হইতে পারে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ ঘটনাও দৃষ্ট হইয়াছে। কোন কোন স্ত্রীলোকের জন্মাবধি ঋতু হয় নাই, তথাপি অনেকবার গর্ভ হইয়াছে এবং সুস্থ সন্তানাদি জন্মিয়াছে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঋতু ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবার অনেক দিন পরেও গর্ভ হইয়াছে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ক্রোড়স্থ শিশুর স্তন্যপায়ী অবস্থায় ঋতু বন্ধ হইয়া থাকিলেও পুনর্ব্বার গর্ভ হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ঋতু না হইলেও ডিম্বকোষ হইতে বীজ নির্গত হয়। এরূপ ঘটনা বিরল, তথাপি স্ত্রীলোকদিগের জানিয়া রাখা ভাল।

* বিলাতের কোন সম্ভ্রান্ত কুমারীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরও রজোদর্শন হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে ইহার বিবাহ হয়,

---

* A young woman may never have menstruated and yet conceive ; a mother may conceive while she is nursing and not menstruating ; occasionally conception takes place late in life, when menstruation ceased to exist. * * * I was acquainted with a maiden of a noble family who married before menstruation took place, though the menses had been expected for some years ; nevertheless she became exceedingly fruitful. We were the less surprised at this circumstance, because the same thing had happened to her mother. Another instance is recorded in the Philosophical Transactions for 1817, of a young woman who bore two children successively without any previons menstruation

এবং অনেকগুলি সন্তান হয়। তাঁহার মাতারও কখন ঋতু হয় নাই।

একজন স্ত্রীলোক কখনও ঋতুমতী না হইয়া, দুই বারে ২টী সন্তান প্রসব করেন। তৃতীয়বার গর্ভ হইবার পর, গর্ভস্রাব হইয়া যায়। তখন হইতে রীতিমত ঋতু হইতে আরম্ভ হয়।

কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় রজোদর্শন হয়, গর্ভের পূর্ব্বে ঋতুমতী হয় না। কোন ২ স্ত্রীলোক গর্ভ হইবার পর প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত মাসে মাসে ঋতুমতী হয়। *

which function did not commence till after the third pregnancy, which ended in a miscarriage. Frank attended a patient who gave birth to three children without ever having been unwell. Capuran, also, refers to several cases of this description. [*Hints to Mothers, by Thomas Bull, M.D.*]

A lady is more likely to conceive if she be "regular" although there are cases on record, where women have conceived who have never had their periods, but such cases are extremely rare. [*Chavasse's Advice to a Wife.*]

* Many cases are on record in which women are said to have conceived without menstruating. Some women are said to menstruate during pregnancy, and Dr. Good, in his *Study of Medicine*, relates the case of a woman, who menstruated only during pregnancy, thus acting by the rule of contrary. [*Sexual Physiology, by R. T. Trall, M.D.*].

ছোট ছোট বালিকাদিগকেও কখন কখন ঋতুমতী হইতে দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

যখন ঋতুর বিষয় উল্লেখ করিলাম, তখন এ সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিতেছি। ঋতুকালে যদি দাহ ও বেদনা না থাকে, রক্ত ২ হইতে ৪ ছটাকের অধিক নির্গত না হয়, অর্থাৎ পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, যে বস্ত্রে রক্ত লাগিয়াছে তাহা জলে ধুইলে যদি দাগ উঠিয়া যায়, এবং যদি রক্ত ৫।৬ দিনের অধিক না থাকে, তাহা হইলে অনুমান করিতে পারা যায়, যে জরায়ু সুস্থ ও নীরোগ। জরায়ু নীরোগ থাকিলে স্ত্রীলোক-দিগের শরীর ভাল থাকে এবং বন্ধ্যা হইবার বড় ভয় থাকে না। উক্ত রক্তস্রাব কোন কোন স্ত্রীলোকের ৩ দিন, কাহারও ৪ দিন কাহারও বা ৫ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। এই কয়েক-দিনে অর্দ্ধ পোয়া হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত রক্ত নির্গত হয়। যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা পাতলা, জলীয় ঘোর লোহিত বর্ণের হইলে এবং জমিয়া না যাইলে, স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি জমিয়া যায়, তবে কোন রোগ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সে এবং ইংলণ্ডে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে ঋতু আরম্ভ হয়। ঋতুর সময় স্তন টাটায়, কখনও বা স্তনে ডেলা ডেলা হয়, গা ভারি ভারি হয়, সমস্ত শরীর গরম বোধ যয়। ইহার অধিক উপসর্গ হইলেই, কোন রোগ হইয়াছে, অনুমান করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

* ঋতু ২৭।২৮ দিন অন্তর সাধারণতঃ হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোকের ঠিক ২৮ দিন অন্তর ঋতু হয়। এমন কি ঠিক একই সময়ে প্রত্যেক মাসে আরম্ভ হয়। কাহারও বা ৩ সপ্তাহ অন্তর হয়, কাহারও বা ৩০।৩২ দিন অন্তর হইয়া থাকে। মেরুসন্নিহিত দেশের যুবতীরা বৎসরে ২।৩ বার এবং লাঁপলাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ডের যুবতীরা ৪ বার ঋতুমতী হন। যদি কোন স্ত্রীলোকের যক্ষ্মারোগ অথবা অন্য কোন কঠিন রোগ হয়, অথবা শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে, তাহা যইলে ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, অথবা জলের মতন পাতলা বর্ণহীন রক্ত নির্গত হয়।

ঋতুস্রাবের সহিত স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং যাহাতে ইহার কোন বিকার না হয়, সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। নিম্নে এ সম্বন্ধে গুটিকতক প্রধান নিয়মের উল্লেখ করা গেল। ইহা পালন করিলে সহজেই রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে :—

১। ঠাণ্ডা জলে স্নান বা গাত্র ধৌত নিষেধ। শীতকালে ঠাণ্ডা জলে পা না ধুইলেও ভাল হয়। তাই বলিয়া অপরিষ্কার থাকিবে না। এই সকল নিয়ম অগ্রাহ্য করায়, অনেক স্ত্রীলোকের জরায়ু পাকিয়াছে, এবং তজ্জন্য অস্ত্র করিতে হইয়াছে। ঋতু বন্ধ, পেট ব্যথা, বাধক প্রভৃতিও এই সকল নিয়ম পালন না করার ফল।

* Menstruation generally comes on once every month that is to say, every twenty-eight days; usually to the day, and frequently to the very hour. Some ladies instead of being "regular" every month, are "regular" every three weeks. [*Chavasse's Advice to a Wife*].

২। ঠাণ্ডা সেঁৎসেতে মেজেতে অনেক স্ত্রীলোকের শয়ন করা অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

৩। বরফ জল অথবা অন্য কোন শীতল দ্রব্য পান ভোজন নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত উষ্ণ বস্তুও পান বা আহার নিষিদ্ধ।

৪। যত দিন রক্ত থাকে ততদিন স্বামীর সহিত এক বিছানায় শুইবে না, অন্যথা রক্তভাঙ্গা (রক্তপ্রদর,) বাধক প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগ হইবে, এবং জন্মের মতন রুগ্ন হইয়া থাকিবে। পৃথক ঘরে শুইবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। ঋতুর প্রথম চারি রাত্রি স্বামী সহবাস নিতান্ত গর্হিত; ইহা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। তাহার পরও যদি রজঃ বন্ধ না হয়, তাহা হইলেও দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করা উচিত নহে। যাঁহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন অধিক সন্তান সন্ততি প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা মনে করেন, যে স্ত্রীধর্ম্মের সময় সঙ্গম করিলে গর্ভ হইবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। ঋতুর প্রথম দিবসে সঙ্গম করাতে একজন স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছিল, এবং ঋতুজনিত রক্তস্রাব তন্মুহূর্ত্তেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঋতুর তৃতীয় দিবসে সঙ্গম করাতেও একজন স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ করাতে, কোনও উপকার নাই, বরঞ্চ অপকারেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ঋতুস্রাব বন্ধ হইবার পূর্ব্বে গর্ভ হইলে সন্তান বিকলাঙ্গ হইতে পারে।

৫। যাহাতে অজীর্ণ, অম্বল প্রভৃতি উৎপন্ন না হয়, এরূপ লঘু ও সুপাচ্য আহার করিবে।

৬। এই সময়ে নিমন্ত্রণ, থিয়েটার, অধিক দূর রেলে অথবা গাড়ীতে ভ্রমণ, প্রবল পরিশ্রম প্রভৃতি নিষিদ্ধ।*

ঋতুকালীন অনিয়ম জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগের প্রধান কারণ। কোন কোন স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইয়া অজ্ঞতাবশত' বা ইচ্ছা করিয়া পাতলা কাপড় পরিয়া শীতল স্থানে বা রাত্রে বাহিরে গিয়া বসেন। ইহা অত্যন্ত অপকারী। ইহাতে কষ্টরজঃ ও জরায়ুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহাদি রোগ জন্মিয়া থাকে। ক্রমশঃ উহা এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও আরোগ্য করিতে সক্ষম হন না। জরায়ু বা ডিম্বাধরে রক্তাধিক্য হইলে, ডিম্ব নির্গমন কালে মোটা বস্ত্র দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত রাখা আবশ্যক। ঠাণ্ডা বা হিম কোন মতেই লাগান উচিত নহে; ঠাণ্ডা লাগাইলেই জরায়ুর শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা, এবং একবার এই রোগ জন্মিলে তাহা বহুকাল স্থায়ী

---

* During the monthly periods, violent exercise is injurious; iced drinks are improper; and bathing in the sea and bathing the feet in cold water, and cold baths are to be avoided, but there is no harm in taking a moderately hot bath; indeed at such times as these, no risks should be run, and no experiment should for one moment, be permitted, otherwise serious consequences ensue. "The monthly periods" are times not to be trifled with or woe betide the unfortunate trifler. [*Dr. Chavasse's Advice to a Wife.*]

হইয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন কষ্টরজঃ, বন্ধ্যাতা, তলপেটে বেদনা এবং অজির্ণাদি রোগ উপস্থিত হইয়া রোগীর কষ্টের সীমা থাকে না।

রোগ যন্ত্রণা, বিষম যন্ত্রণা; কি ধনী, কি দরিদ্র, যাঁহারা এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না চাহেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত নিয়মগুলি পালন করেন। রোগ থাকিলে সংসারের শত ঐশ্বর্য্য, ও সম্পদ, কিছুই সুখকর হয় না। ধনী অর্থব্যয়ে রোগের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিয়াও সকল সময়ে সফল হয়েন না, কিন্তু দরিদ্র সম্বল বিনা, কিছুই করিতে পারেন না, যদিও বা কোন প্রকারে হয়ত ডাক্তারের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিলেন কিন্তু অর্থাভাবে ঔষধ সংগ্রহ জুটিয়া উঠিল না। সুতরাং কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যদি জীবন, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং ইহকালের সুখ স্ত্রীলোকের পক্ষে মূল্যবান হয়, যদি তাঁহার সন্তানদিগের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রার্থণীয় হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মগুলি অতি যত্নের সহিত পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

একাদশ অধ্যায়।

যমজ সন্তান হইবার কারণ।

গর্ভাবস্থায় ঋতু হইবার বিষয় পূর্ব্বে (২৩ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছি। গর্ভ হইবার পর পুনরায় ঋতু হইলে, দ্বিতীয় বার গর্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং এই কারণে যমজ সন্তান

উৎপন্ন হয় ; সুতরাং যমজ সন্তানের মধ্যে একটী বড় এবং একটী ছোট হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; কারণ দুইটা প্রায় ১ মাসের ছোট বড় হয়। একটা ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে এক সময়ে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয় না। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়েলস্ প্রদেশে মণ্টগমারী জেলার অন্তর্গত এক কৃষিক্ষেত্রে একটী অবিবাহিতা ইউরোপীয় স্ত্রীলোক কর্ম্ম করিত। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য লোকের মধ্যে একটী সাহেব এবং ১টী কাফ্রিও কর্ম্ম করিত। এই ২জনের সহিত স্ত্রীলোক-টীর অবৈধ প্রণয় ঘটিয়াছিল। যখন তাহার গর্ভ হইল, উভয়েই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে সে যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিল—১টী সাহেবদিগের সন্তানের ন্যায় অন্যটী কাফ্রিদিগের সন্তানের ন্যায়। যে কাফ্রি ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিত, দ্বিতীয় সন্তানটী দেখিতে প্রায় তাহার মতন হইয়াছিল।*

---

* A white woman servant to Mr. H., of Abington township, Montgomery county, was delivered about five and twenty years since of twins, one of which was perfectly white, the other perfectly black. When I resided in that neighbourhood, I was in the habit of seeing them almost daily, and also had frequent conversations with Mrs. H. respecting them. She was present at their birth, so that no possible deception could have been practised respecting them. The white girl is delicate, fair-skinned, light-haired and blue-eyed, and is said very much to resemble the mother, the other has all the characteristic

যাঁহারা ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধাত্রী-শিক্ষা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে চারিটী সন্তান ও এক সময়ে গর্ভে থাকে। কোন কোন প্রসূতির একটী সন্তান প্রসব হইবার পর, ১ দিন পরে দ্বিতীয়টী প্রসব হয়; কখন কখন দুই সপ্তাহ পরে, কখন বা ৩ সপ্তাহ পরেও দ্বিতীয়টী প্রসব হয়। কখনও বা ২টী সন্তান এক দিন প্রসব করিয়া পরদিন আরও দুইটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। এ রকম ঘটনা কদাচিৎ হইয়া থাকে। এককালে ৫টী সন্তান হইবারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। * একজন স্ত্রীলোকের ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৬টী সন্তান হইয়াছিল। তৎপরে তাহার পুনরায় গর্ভ হয়। সপ্তম মাসে

marks of the African; short of stature, flat, broad-nosed, thick-lipped, woolly headed, flat-footed, and projecting heels; she is said to resemble a negro they had on the farm, but with whom the woman never, would acknowledge an intimacy; but of this there was no doubt, as both he and the white man with whom her connection was detected, ran from the neighbourhood so soon as it was known the girl was with child. [Dewees' Essay on Superfœtation.]

* A remarkable case is on record: A woman aged thirty, the wife of a labourer, and already the mother of six children, was taken in labour at the seventh month of her pregnancy. Five children were given birth to—three boys and two girls—and all were alive. Four children survived for one hour, and the fifth lived six hours. [*Husband's and Wife's Handbook by Dr. Oster Manne.*]

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া, পাঁচটী সন্তান প্রসব করে—৩টী পুত্র এবং ২টী কন্যা। সকল গুলিই জীবিতাবস্থায় জন্ম হয়. কিন্তু ৪টীর জন্মিবার ১ঘণ্টা পরে এবং ৫মটীর ৬ঘণ্টা পরে মৃত্যু হয়। এতগুলি সন্তান শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই হয়, ধনাঢ্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হয় না। আরও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।* এক শ্রমজীবীর ২স্ত্রী ছিল। প্রথম স্ত্রী ২১ বারে ৫৭টী সন্তান ও দ্বিতীয় স্ত্রী ১৭ বারে ৩৩টী সন্তান প্রসব করিয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক বারে ২টী, ৩টী, অথবা ৪টী সন্তান প্রসব করিয়াছিল। ইংলণ্ডে ১ শ্রমজীবী স্ত্রীলোকের এক বারে ৫টী সন্তান হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তিনটী করিয়া ২ বারে ৬টী সন্তান ঐ স্ত্রীলোক প্রসব করিয়াছিল, এবং উহারা জীবিত ছিল। এই স্ত্রীলোকের সর্ব্বসুদ্ধ ২২টী সন্তান হইয়াছিল।†

* An instance is recorded of a countryman who was presented to the Empress of Russia, who had two wives. The first had fifty seven children in twenty-one confinements. The second wife thirty-three in seventeen. All the confinements had been quad-ruple, triple, or double. [*Dr. Oster Manne.*]

† While the poor have usually an abundance of children, the rich have, as a rule, but few children. How very seldom we hear of a rich lady having three at a birth? It occasionally happens that a woman has even four or five at a birth. A case of this latter kind occurred in Wales :—A woman living on the property of Sir Watkins

এদেশে এবং ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের মধ্যে একটী বিশ্বাস আছে যে, যদি যমজ সন্তানের মধ্যে একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা বন্ধ্যা হয়। এ বিশ্বাসটী ভ্রান্তি-মূলক। কোন ২ গাভীর যমজ বৎস হইলে, স্ত্রীশাবকটী বন্ধ্যা হয়। ইহা হইতেই উক্ত বিশ্বাসটী উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এডিন-বরা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিম্সন্ এ বিষয়ে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যে এরূপ যমজ জাত ১২৩ কন্যার মধ্যে ১১২টী সন্তান প্রসব করিয়াছে, কেবলমাত্র ১১টীর সন্তান হয় নাই।

১৫৮৫ সালে মহাকবি সেক্সপিয়ারের যমজ সন্তান হইয়াছিল—১টী পুত্র এবং ১টী কন্যা। এই কন্যাটীর ৩টী সন্তান হইয়াছিল। *

† গর্ভাবস্থায় ঋতু হইলে, খুব সাবধানে এবং নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা গর্ভস্রাব হইতে পারে। ইংলণ্ডে এক রমণীর ১মাস ঋতু না হওয়ায় মনে করিয়াছিলেন

W. Wynn presented her husband, a labourer, with five children at a birth. The Queen sent her £ 7. Twice she has had three at a birth, all of whom have lived. A Welsh correspondent tells us, the poor woman has twenty-two children. [*Dr. Chavasse's Advice to a Wife.*]

* Encyclopœdia Britanica.

† A woman may be pregnant and yet be unwell for one period or more whilst in that condition. Indeed, it may take place every month to the time of quickening, and has even continued in some rare cases up to the time

যে গর্ভ হওয়াতেই ঋতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরবর্ত্তী মাসে পুনরায় ঋতু হওয়াতে স্থির করিলেন যে গর্ভ হয় নাই, কোন কারণ বশতঃ ঋতু ১মাস বন্ধ ছিল। ঋতুর ২য় দিনে কোন কার্য্যোপলক্ষে ৫০।৬০ ক্রোশ রেলপথে ভ্রমণ করিয়া

---

of delivery. Now, although this can scarcely be called one of the diseases of pregnancy—for it ordinarily in no way interferes with the health—still, while the discharge is actually present, as it predisposes to miscarriage, it is necessary to give one or two cautions. Any one thus circumstanced should manage herself with great care immediately the existence and directly after the cessation of the discharge. She should observe the most perfect quiet of body, and mind—keeping upon the sofa while it lasts, and carefully abstaining from any stimulating or indigestible article of food ; and if any symptoms of pain, uneasiness, or such as threaten miscarriage come on, immediately seek medical advice. The following case, showing the necessity of carefulness under such circumstances, occurred to me some time since :—A lady, resident in Gloucestershire, missed one period ; suspected herself to be pregnant, but, being unwell on the following month supposed herself to be mistaken. She had occasion, however, to come to London on the second day of her being unwell—Monday. On the Wednesday following she suffered considerable uneasiness from the exertion attendant, upon the journey, and on Friday, whilst from her hotel, was obliged to return home in haste, and before night miscarried. [*Hints to Mothers, by Thomas Bull, M.D.*]

লণ্ডন নগরে আসিয়াছিলেন। ঋতুর চতুর্থ দিবসে শরীর অসুস্থ হইয়াছিল এবং ৬ষ্ঠ দিবসে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সেই দিন রাত্রিতে গর্ভস্রাব হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গর্ভস্রাবের কারণ, নিবারণের উপায় এবং উহার প্রধান চিকিৎসা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে গর্ভাবস্থায় ঋতু হইলে অতি সাবধানে এবং নিয়ম রক্ষা করিয়া না থাকিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। কি কারণে গর্ভস্রাব হয় এবং ইহার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, চিকিৎসক উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত কি কি প্রধান বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

গর্ভস্রাবের কারণ। প্রবল জ্বর, উদরাময়, আমাশয়, বসন্ত, হাম, প্রভৃতি রোগের আক্রমণ, গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম, অধিক ভারি বস্তু উত্তোলন, প্রহার, বলপ্রয়োগ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর শকটে অথবা পদব্রজে অধিকদূর ভ্রমণ, রাত্রি জাগরণ, কীল, চড়, ঘুসি, লাথি প্রভৃতির দ্বারা উদরে আঘাত লাগন, অথবা দুরন্ত শিশুকর্ত্তৃক গর্ভবতী মাতার উদরে ঝম্পপ্রদান প্রভৃতি, গর্ভস্রাবের এক কারণ। আকস্মিক রাগ, আহ্লাদ, দুঃখ, নৈরাশ্য, অথবা

আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা, ইহার অন্য কারণ। কামোত্তেজনা বা বিশেষ কারণ বশতঃ অনিয়মিতরূপে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া ও বিরেচক ঔষধাদি সেবন, ইহার আর এক কারণ।

এ দেশের জন সাধারণের এরূপ বিশ্বাস যে গর্ভাবস্থায় কোন প্রকার ঔষধ সেবন করা নিষিদ্ধ; কিন্তু ঔষধ মাত্রেই যে গর্ভস্রাব করায় তাহার কোন অর্থ নাই; বরঞ্চ জ্বর, উদরাময়, আমাশয়, প্রভৃতি রোগে ঔষধ সেবন দ্বারা উহাদিগকে নিবারণ করিতে না পারিলে, অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমাদের বড়লোকের ঘরের মেয়েরা গৃহ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া, সর্ব্বদা শয়ন, নাটক, নভেল প্রভৃতি অধ্যয়ন, এবং অন্যান্য অনেক কারণে আলস্যে কাল যাপন করিয়া শরীর ও জরায়ুকে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিয়া ফেলেন। এরূপ ক্ষীণাঙ্গীদিগের গর্ভস্রাব সামান্য কারণেই হইবার সম্ভাবনা।

গর্ভস্রাব স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গের এক প্রধান কারণ। পুনঃ পুনঃ এই অশুভ ঘটনা হইতে আরম্ভ হইলে, যে কেবল শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এমত নহে, অনেক স্থলে ইহা হইতে কোন না কোন সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হইয়া গর্ভিণীর অকালে মৃত্যু হয়। *

* And let me here tell you that a miscarriage is very weakening indeed, in most cases more so than an ordinary confinement; and this fact cannot be too strongly impressed upon all; for I find the greatest ignorance prevails on this point, the majority of women thinking far

গর্ভের প্রথম তিন মাস ভ্রূণের সহিত গর্ভিণীর সংযোগ অতি সূক্ষ্মভাবে থাকে, সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই প্রায় গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। গর্ভসঞ্চার হইবার পর চতুর্থ মাসের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উহাকে গর্ভস্রাব, চতুর্থ ও সপ্তম মাসের মধ্যে হইলে উহাকে গর্ভপাত বলা যায়। অষ্টম মাসের সন্তান অনেক স্থলে জীবিত ও পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। আমাদের মহরাণী ভিক্টোরিয়া ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

গর্ভস্রাবের পূর্ব্বলক্ষণ সকল দেখা দিতে আরম্ভ হইলে কেবল ঔষধ সেবন বা অন্য কোনরূপ উপায় দ্বারা উহা নিবারণ করা অনেক স্থলে সহজ নহে। সুতরাং উহার প্রকৃত কারণ সকল যত্ন পূর্ব্বক অবগত হইয়া উহার প্রতীকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এবং যুক্তি সিদ্ধ।

যদি গর্ভাবস্থায় কোন স্ত্রীলোক কোন বিশেষ কারণ ব্যতিত শারীরিক কিম্বা মানসিক দুর্ব্বলতা অনুভব করেন এবং এই ঘটনার সহিত মূর্চ্ছা যান, বা দাঁড়াইলে মস্তক ঘূর্ণন এবং পেটের উপরিভাগে কোমরে, ও উরু দেশে মধ্যে ২ বেদনা বোধ করেন তাহা হইলে গর্ভস্রাব হইবার খুব সম্ভাবনা। আবার যদি এই সকল লক্ষণের সহিত একটু একটু রক্ত

---

too lightly of the immediate effects of a miscarriage, and entirely forgetting the probable after ones. [*The Wife's Own Book*, *by Lionel Weatherly, M.D., C. M.*]

বা রক্তমিশ্রিত ক্লেদ নির্গত হয়, তাহা হইলে সন্তান গর্ভ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। যদি ক্রমে ২ কোমর ও উরুর বেদনা বৃদ্ধি হইয়া রক্ত বাহির হইতে থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থার কিছুক্ষণ পরেই সন্তান বহির্গত হইতে পারে। যদি না হয় এবং ক্লেদ অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত হয়, স্তনদ্বয় শিথিল, মধ্যে ২ বমন, বমনোদ্রেক প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে গর্ভ মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে অনুমান করিয়া সত্বর চিকিৎসক আহ্বান করিবেন।

গর্ভস্রাবের প্রধান চিকিৎসা,—কোমল শয্যার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কঠিন শয্যায় (যেমন পাটি, মাদুর প্রভৃতির) উপর স্থির ভাবে শুইয়া থাকা, এবং এমন কি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন না করিয়া মল. মূত্রাদিত্যাগও বিছানায় শুইয়া করা উচিত। ঘরে যেন কোনরূপ গোলমাল না হয়। আহার লঘু হওয়া আবশ্যক, যেমন দুধসাগু জলসাগু ইত্যাদি। সমস্ত আহার সামগ্রী যেন ঠাণ্ডা হয়। গরম দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ। রক্তস্রাব এবং পেটের বেদনা নিবারণ হইলে প্রথমতঃ আস্তে ২ বিছানায় উঠিয়া বসিবেন। ক্ষুধা হইলে বিছানায় বসিয়াই লঘু আহার করা কর্ত্তব্য।

গর্ভস্রাবের পর অন্ততঃ তিন চারি মাসের মধ্যে যেন পুনরায় গর্ভ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্ত্রী পুরুষের শয়ন।

স্ত্রী পুরুষের এক শয্যায় শয়ন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। কেহ বলেন পৃথক ঘরে, কেহ বলেন এক ঘরে পৃথক শয্যায়, এবং কেহ বলেন একই শয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। দম্পতীর এক শয্যায় শয়ন অহিতকর। উহাতে অযথা কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় এবং এক ব্যক্তির ফুস ফুস নির্গত দূষিত বায়ু অপর ব্যক্তির ফুস ফুসে বারবার প্রবেশ করিয়া শরীরের অসুস্থতা সম্পাদন করে। একান্ত পক্ষে যদি এক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের পৃথক বালিস আবশ্যক, তাহা হইলে ঐ দূষিত প্রশ্বাস বায়ু এক জনের ফুস ফুস হইতে বহির্গত হইয়া অপরের ফুস ফুসে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারে না। বিবাহের পর দম্পতীর এক শয্যায় সমস্ত রাত্রি শয়ন করা কখনও উচিত নহে; পিতা-মাতা বা অভিভাবকেরা এ বিষয়ে একটু সতর্ক থাকিলে পুত্র ও পুত্রবধুর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ভাল থাকিবে। এ সম্বন্ধে একখানি ইংরাজী পুস্তক হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

And now we come to a point to which every couple married or about to marry ought to give serious attention. It is the almost universal custom, except among the wealthier classes in this country and in America, for husband and wife to

sleep together in the same bed. Such a system is not only conducive to sexual over-indulgence... it has been described as "the most ingenious of all possible devices to stimulate and inflame the carnal passion"—it is extremely unhealthy. [*Knowledge a Young Wife should have, by A.A. Philip, M.B., C.M.*]

ইংরাজদিগের মধ্যে বিবাহ অধিক বয়সে হয়, সুতরাং তখন স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম উভয়েরই অনেকটা অবগত থাকিবার সম্ভাবনা, তথাপি যাহারা এক শয্যায় শয়ন করে, কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং তজ্জন্য উভয়েরই স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। আমাদের দেশে যদি কেহ নব দম্পতির স্বাস্থ্য ভগ্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে উভয়ের এক শয্যায় শয়ন করিবার ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়। এ বিষয় প্রত্যেক পিতামাতার ভাল করিয়া বিবেচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকদিগের মতে গর্ভ হইবার পর স্ত্রীলোকের পৃথক শয্যায় শয়ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রের ও এইরূপ বিধি। একত্র শয়ন গর্ভস্রাবের অন্যতম কারণ। একত্র শয়ন করিলেই যে গর্ভস্রাব হইবে তাহা নহে, তবে অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটী কারণ, সুতরাং যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা,

তাহাদের পৃথক শয্যায় শয়ন করা উচিত।* যখন বসন্ত, হাম, পানবসন্ত, বিসূচিকা (ওলাউঠা), প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া অথবা ম্যালেরিয়া, জ্বর, কাশী, প্রভৃতি অসংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন খুব সাবধানে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলে রোগ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না।

প্রাতে সন্ধ্যায় অথবা দিবা সহবাসে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি রোগ জন্মায়। আমাদের শাস্ত্রে অনেক স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পীড়িতাবস্থায় এবং পীড়া আরোগ্য হইবার সময়ে দাম্পত্য সম্বন্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া জীবন সংশয় হইবার সম্ভাবনা। যদি শরীরে এমন কোন রোগ থাকে যাহা সংসর্গে বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে ঐ রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিরত থাকা কর্ত্তব্য। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাহারও মনে অসুখ থাকিলে, অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা থাকিলে, যদি গর্ভাধান হয়, তবে শিশুকে ঐ সমস্ত দোষের কিছু না কিছু ভোগ করিতে হয়। স্ত্রী অথবা পুরুষের ক্ষয়কাশ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ থাকিলে, উপদংশ জনিত রক্তদোষ ঘটিলে, স্ত্রী পুরুষের সহবাস এক কালীন ত্যাগ করা অথবা গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য;

* After the patient becomes pregnant let every cause which might excite miscarriage be avoided. The patient must sleep alone—this is absolutely and imperatively necessary. [*Hints to Mothers, by Thomas Bull, M.D.*]

তাহা না করিলে পুরুষানুক্রমে ঐ পীড়া সঞ্চালিত হইয়া একের দোষে বহুসংখ্যক জীব অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। বিবাহের অনেক দিন পরেও যদি সংসর্গ জন্য নারীদিগের ক্লেশানুভব হয় তবে তাহা পীড়া বলিয়া জানিবে, এবং সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিবে। অনেকে বলেন যে অধিক দিন বিপরীত বিহার করিলে মূত্রযন্ত্রের পীড়া, পাথরী প্রভৃতি কঠিন রোগ জন্মায়। এ সকল বিষয় জানা থাকিলে, অনেকে বিশেষতঃ নব দম্পতিরা অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

মূর্খ, বিকৃতবুদ্ধি, দুশ্চরিত্র, বিকলাঙ্গ, অর্থাৎ কালা, কাণা, বোবা, খোঁড়া, কুব্জ, নুলা, বামন প্রভৃতি সন্তান কেন হয়।

প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাদির মত উল্লেখ করিয়া পরে ইউরোপীয় চিকিৎসক ও অন্যান্য বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত উল্লেখ করিব।

১। "গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আহার বিহারাদিতে যে অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহা যায়। দৌহৃদিনীর দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে সন্তান কুব্জ, কূণি (নুলো) খঞ্জ, বামন বিকৃতনেত্র বা নেত্রহীন হয়। দৌহৃদ প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণী

বীর্য্যবান্, দীর্ঘায়ু সন্তান প্রসব করে, অতএব তাহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবে। দৌহৃদিনী নারীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থে অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বা শব্দ, ইহাদের যে কোন বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবে। গর্ভিণীর যে যে ইন্দ্রিয়ার্থের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে।"

২। "গর্ভিণী অকালে, অর্থাৎ প্রসববেদনা যখন না থাকিবে, তখন কুন্থন করিলে (কোঁত পাড়িলে) সন্তান বোবা, কালা, কুব্জ, শিথিলতনু এবং শ্বাস কাস ক্ষয়ান্বিত হয়।"

৩। "অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে তদবধি মৈথুন পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক ; নতুবা গর্ভ নষ্ট ও গর্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা ; অথবা অন্ধ, মূক, বধির বা কুব্জ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে।"

৪। "তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং কষায়দ্রব্যও প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ।"

৫। "বায়ু কারক দ্রব্য সেবন করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, অন্ধ, জড় ও বামন হয়। পিত্তকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগযুক্ত এবং কপিলবর্ণ হয়। কফকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান শ্বিত্র (শ্বেত ধবল) ও পাণ্ডু রোগযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভিণীগণ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন।" [আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ]

উপরোক্ত মত অনেকাংশে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই সকল বিষয় এখনও নিশ্চয় এবং অভ্রান্তরূপে সুমিমাংসা হয়

নাই, সুতরাং পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য ইউরোপীয় দিগের এ বিষয়ে যাহা ধারণা ও বিশ্বাস বিষদভাবে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া, ডাক্তার বুল সাহেবের Hints to Mothers নামক সুবিখ্যাত পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রী চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা ছিল বলিয়াই, তাঁহার উপরোক্ত পুস্তক খানি ৬০ বৎসরাধিক পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড এবং আমেরিকার চিকিৎসকগণ তাঁহার মত সাদরে গ্রহণ করিয়া উদ্ধৃত করেন।

The supposed influence of the imagination of the mother upon the child in the womb, is an error still extensively current; and though reason and experience concur to refute the notion of any direct influence, it is received by many as an established truth, and tends more than any other delusion of the mind, during the pregnancy to render the female wretched. Should a woman have an ungratified longing for some particular article of food—should she have been suddenly and seriously frightened, or accidentally the witness of some miserably deformed object—she at once becomes possessed with the belief that her unborn babe will receive some mark, blemish, or deformity—something similar to the thing longed for, or which has caused her alarm or

excited her aversion. From the time of this occurrence, the idea haunts her imagination night and day ; a victim to the influence of an evil called into existence, by her own fancy, she is wretched and miserable. Ashamed of her own weakness, she imports her secret to none, she will hardly confess it to herself ; yet its impression deepens upon her mind, and she looks forward to the period of her confinement with the greatest dread and apprehension. Thus the whole period of pregnancy is made a season of needless trial and suffering ; and nothing pacifies her mind or can remove her fears, but the birth of an unblemished and healthy child.

The origin of this belief in the power of the imagination during pregnancy is coeval with our earliest records, and the multitude of instances handed down to us, in which its influence was supposed to be exerted, would fill a large volume.

The various deformities said to be produced in the body of the infant by this agent, are the following :—It is affirmed to impose upon its skin certain resemblances to things on which the fancy has been busily occupied, such as fruit, wine, insects, or animals ; to produce an additional part, as an increased number of limbs, toes, or fingers ;

to destroy certain parts of the child's body as a leg or arm or both ; and to ca use what is called hare-lip.

" The most common of these deformities are marks and moles on the skin. The former generally of a red or purplish colour, are said to resemble different sorts of fruit such as roseberries strawberries, mulberries and cherries ; and if a child is born with such a discolouration on the surface of its body, it is frequently ascribed to the disappointed longings, of the woman during her pregnancy, for the particular fruit, which the mark is declared to resemble. The latter—the moles—being covered with a downy hair are compared to the skin of a mouse or some other animal and their presence is referred to some agitation of mind, occasioned by one of these objects running in sight of or against the individual while pregnant.

" It would be easy to cite very many cases that are on record of these ' discolourings of the skin such as redness, from women longing for claret, or having it suddenly split upon them ;' of marks ' of foods desired but not obtained,' of ' excrescences which like the fruits they resemble, have their times of bloom, ripening and languishing, though never quite dying or falling off them-

selves.' etc. etc. Here too might be adduced a variety of the most extraordinary cases of deformity which have been very gravely related by our forefathers ; commented upon believed in, and added to, by a few authors, even of our own day.

" Take the evidence of one who was the first physiologist, anatomist, and physician accoucheur of his day, the late Dr. William Hunter who investigated the subject at the lying-in-hospital to which he was attached, In every one of 2000 cases of labour, as soon as the woman was delivered, he enquired of her whether she had been disappoined in any object of her longing and if she replied in the affirmative, what it was ; whether she had been surprised by any circumstance that had given her any unusual shock and what that consisted of ; whether she had been alarmed by any object of an unsightly kind, and what that was. Then after making a note of the declarations of each woman, either in the affirmative or negative, he carefully examined the child ; and he affirms that he never in a single instance of the 2000, met with a coincidence. He met with blemishes when no cause was acknowledged, and found none when it had been insisted on.

The result shown by this patient and searching investigation by Dr. Hunter must surely

satisfy any reasonable mind, and it must be unnecessary to add more. In conclusion, however I would ask, why should we be surprised at some irregularities on the skin and other parts of the human body, since we see the same thing taking place daily throughout the animal and vegetable world ? They have their moles, their discolourations their excrescences, their unnatural shapes, which it certainly would not be very philosophical to ascribe to any effort of the imagination ! An eminent and clever man thus writes to his patient, a married lady :—' Those who have been attentive to their poultry will inform you that chickens are as liable to a preternatural structure of their organs as children. Now, the egg in order to be hatched is placed under the hen, the heat of whose body gives motion to the fluids which nourish the chick till it becomes sufficiently strong to break the shell, when it is produced with a claw extra-ordinary, or any other preternatural appearances, to which chickens are liable. Now in this case the extra-ordinary claw, if we take this instance for our argument must either have been formed in the moment of conception or have been added at some period afterwards, when we suppose the hen to have been under the influence of some powerful imagination. If you grant that the

chick was originally formed in this shape, it follows from the rule of analogy that all preternatural births have the same cause. If not, the fancy of the hen must have operated through the shell to work the effect. I flatter myself that this is to marvellous and absurd a notion to gain much credit from a woman of good sense. If however, you still have a secret persuasion that the hen may in some wonderful manner, you know not how, while she is sitting, affect the chick or the egg, so as to alter its frame—know for a certainty that eggs hatched in dunghills, stoves and ovens produce more monstrous births than those which are hatched by hens. This I should imagine, proves irrefragably that the chick is produced in the very shape in which it was formed.

"This illustration at least seems to show how entirely unphilosophical and absurd are the views entertained on this subject before us."

ইহাদ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে যে, বহুকাল হইতে ইউরোপেও এসম্বন্ধে নানা প্রকার অমূলক বিশ্বাস ও কিম্বদন্তি এখনও প্রচলিত আছে তন্মধ্যে দুই একটীর উল্লেখ করিতেছি। যদি শিশুর শরীরে কোন প্রকার দাগ থাকে তাহা হইলে সকলে মনে করেন যে গর্ভাবস্থায় গর্ভিনীর ঐরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট, কোন ফল খাইবার বাসনা পূর্ণ না হওয়ায়,

শিশুর অঙ্গে ঐ ফলের মতন দাগ হইয়াছে; কোন স্থানে লোমবিশিষ্ট আঁচিল বা তিল থাকিলে মনে করেন যে, গর্ভাবস্থায় ইন্দুর, ছুঁচা প্রভৃতি কোন জীব গর্ভিণীর সম্মুখে পড়াতে ভয় পাওয়ায় শিশু শরীরে এই চিহ্নের আবির্ভাব হইয়াছে। লাল দাগ থাকিলে মনে করেন যে, গর্ভিণী ক্লারেট নামক সুরাপানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে না পারায়, সন্তানের অঙ্গে এইরূপ দাগ হইয়াছে। একবার এক ভদ্র রমণী এক হস্ত-বিশিষ্ট একটী সন্তান প্রসব করেন। রমণী সন্তানের বিকলাঙ্গ হইবার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, একদা তাঁহার গর্ভকালের ষষ্ঠ মাসে এক হস্ত-বিশিষ্ট একটী ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তাহার ছিন্ন হস্ত দেখিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার এক হস্ত-বিশিষ্ট সন্তান হইয়াছে। এই সমস্ত বিশ্বাস সত্য কি না প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণীবিদ্যা, শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, এবং ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী হাঁসপাতাল অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার হণ্টার অন্ততঃ এইরূপ দুই সহস্র ঘটনা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, এই সকল বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজনক ও অলীক। ঐ হাঁসপাতালে প্রত্যেক স্ত্রীলোক প্রসব হইবার পর, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, গর্ভাবস্থায় তাহার কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা অসম্পূর্ণ বা অতৃপ্ত ছিল কি না: অথবা কোন কদাকার বা কুরূপ প্রাণী বা বস্তু দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল কি না, ইত্যাদি। প্রসূতির উত্তর লিখিয়া লইয়া সন্তানের অবয়ব উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া এই সকল কিম্বদন্তির একটী ঘটনাও সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে

পারেন নাই। উক্তর অনুরূপ যে সকল সন্তানের অঙ্গ-বিকৃতি অথবা গাত্রে দাগ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাদের কাহারও অঙ্গ বিকৃতি অথবা গাত্রে কোন দাগ পাওয়া যায় নাই, এবং যাহাদের গাত্রে কোন দাগ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহাদের গাত্রে দাগ পাওয়া গিয়াছিল।

গর্ভাবস্থায় একহস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়া গর্ভিণী ভয় পাইলে গর্ভস্থ সন্তানের এক হস্ত খসিয়া যাইবে, এরূপ ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। মনে করা যাক্ যে, হাতটী যথার্থই খসিয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে হাতের হাড়খানি নিশ্চয় গর্ভমধ্যে থাকিত। যখন হাড় পাওয়া যায় নাই, তখন খুব সম্ভবতঃ গর্ভসঞ্চারকালে ভ্রূণ এক হস্ত-বিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

তবে গর্ভাবস্থায় মাতার সুখ দুঃখের উপর সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতা ও সুখ দুঃখ যে নির্ভর করে না, তাহা নহে। মাতার দেহ সুস্থ এবং মন শান্তিময় থাকিলে, বিনা ক্লেশে এবং হৃষ্টচিত্তে গর্ভাবস্থায় কালযাপন করিতে পারিলে, সন্তান ও যে সুস্থ ও সবল হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। * গর্ভাবস্থায় মাতা দুর্ব্বল বা রুগ্ন হইলে,

* Observations and daily experience prove the fact, that any serious mental disturbance to which the mother may be exposed during the pregnant state, will tell upon the future constitutional vigour and mental health of her offspring ....A calm and equable temper, a life of

অথবা মানসিক কষ্ট পাইলে, সন্তানও দুর্ব্বল, রুগ্ন বা নিস্তেজ হয়, কিন্তু তজ্জন্য বিকলাঙ্গ হয় না। তবে গর্ভের অষ্টম মাসে মৈথুন করিলে অথবা প্রসবকালের পূর্ব্বে কোঁত পাড়িলে (৪২ পৃষ্ঠা দেখুন) সন্তানের অঙ্গ বিকৃতি হওয়া সম্ভবপর। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর কোন আঘাত পাইলে, অথবা তাহার স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম প্রতিপালনে দৃষ্টি না করিলে, সে যেমন অন্ধ বা কুব্জ প্রভৃতি হইতে পারে, তদ্রূপ গর্ভাবস্থান কালেও বিশেষ কোন কারণে তাহার কঠিন রোগ, খোঁড়া অথবা বিকলাঙ্গ, হওয়া আশ্চর্য্য নহে, তবে অধিকাংশ স্থলে এরূপ হয় না।

---

quiet cheerfulness and active duty, are most conducive, not only to the health of the parent but to that of the offspring also. [*Hints to Mothers, by Thomas Bull, M.D.*]

When the child is in its mother's womb, it is liable to be affected favourably or injuriously by all the causes which affect her in one way or the other. If she is disordered or defective in her vital functions—in digestion, respiration, circulation, excretion etc.—its vital structures must suffer, and if she is disturbed in her mental functions —angered, grieved, depressed, etc.—its mental powers must be damaged. * * * A fit of passion, a frightful narrative, a terrible sight, a grievous misfortune, an unhappy home, an unkind husband, a suffering child to care for, ect. are each and all causes of abnormal condition on the part of the mother, and consequent deterioration on the part of the child. [*Sexual Physiology, by R. T. Trall, M.D.*

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি কারণে এবং কখন সাধারণতঃ সন্তানের অঙ্গ বিকৃতি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গর্ভসঞ্চারকালে এই সকল দোষ জন্মায়। যাঁহারা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন, তাঁহারা জানেন যে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে ইহজন্মেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

"আপন আপন পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই আপন আপন সুখ দুঃখের কারণ।" [যোগোপনিষৎ, ১২১]

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহান্তর পরিগ্রহ করে।" [গীতা ২য় অঃ, ২১]

এক ব্যক্তি কুপথ্য করিয়া কদাচারী থাকিয়া, স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া, কিছুকাল পিড়ীত থাকিবার পর মৃত্যু মুখে পতিত হইল। সে কি পরজন্মে নীরোগ, সুস্থ, এবং সবল দেহ প্রাপ্ত হইবে? অপর এক ব্যক্তি শম দমাদি অভ্যাস করিয়া যোগ সাধন করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করিল। সে কি পরজন্মে সদাচারী, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির গৃহে জন্মিবে না? এ সম্বন্ধে গীতা কি বলেন দেখুন:—যোগভ্রষ্ট পুরুষ ইহলোকে বা পরলোকে বিনষ্ট হন না। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা-বিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। [গীতা ৬ অঃ : ৪১—৪৪]

যদি ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি পরজন্মে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কোন্ যুক্তিবলে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মলঙ্ঘনকারী, ক্ষয়কাস, হাঁপানি কাস, বাত, ধবল, উপদংশ, কুষ্ঠ, প্রভৃতি, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, পরজন্মে নীরোগ, সুস্থ

ও সবল পিতামাতার নিকট জন্ম গ্রহণ করিয়া নীরোগ সুস্থ ও সবল দেহ পাইতে পারে? যে সকল জীবাত্মা পূর্ব্বজন্মে মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ঐ সকল রোগ ভোগ করিতেছিল, তাহারাই প্রাকৃতিক আকর্ষণ বলে তদনুরূপ পিতামাতার নিকট নিশ্চয় আকৃষ্ট হইবে। যেমন চুম্বক প্রস্তর লৌহ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ গর্ভসঞ্চারকালে পিতামাতা হইতে যে তেজ উৎপন্ন হয়, সেই তেজ তদনুরূপ জীবাত্মা আকর্ষণ করে। সন্তান মূর্খ হইলে পিতামাতা তাহার উপর দোষারোপ করেন, কিন্তু নিজেদের দোষ একবারও স্মরণ করেন না।

যদি স্বামী মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া সন্তানোৎপাদন করে তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের মাদকদ্রব্য সেবী জীবাত্মা তাহাদিগের নিকট আকৃষ্ট হয় এবং ঐ সন্তান দুর্ব্বল, বিকৃতমনা, বিকৃত-মস্তিষ্ক অথবা মৃগী রোগাক্রান্ত হইতে পারে এবং বয়োপ্রাপ্ত হইলে মাদক দ্রব্য সেবী হয়। * এরূপ একটী ঘটনা দেখিয়াছি

* Drunken husbands have begotten children when their brains were so deranged with the effects of intoxicating drink that congenital dementation has been the consequence to the offspring. The precocious depravity and sexuality of many children whose parents were "gluttonous persons or wine-bibers" and the inherited fondness for liquor, tobacco and other abominations, whose fathers were besotted slaves to them, are sufficiently familiar illustrations of the law of hereditary transmission of qualities. I have known a family in which the parents

যে পিতা মদ খাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন ; কিন্তু রোগ বশতঃ মদ খাওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার প্রবল আকাঙ্খা নষ্ট হয় নাই। এমন সময় তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হয়। পুত্রটী যৌবনকালে অত্যন্ত মাতাল হইয়াছিল এবং যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত প্রায় সমস্তই মদে ব্যয় করিত।

কোন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক অত্যন্ত দুর্ব্বল, সাহসহীন এবং ভীরু ছিলেন। তিনি রুষ-জাপান যুদ্ধকালে নিবিষ্টমনে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা করিতেন ; এবং জাপানীদের অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব কাহিনী আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইতেন। এই সময়ে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এই সন্তানটী অসাধারণ বলিষ্ঠ ও সাহসী হইয়াছে ; এবং অন্যান্য বালকের সহিত নিজ বল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। এদিকে কিন্তু অন্যান্য সন্তানগুলি প্রায় পিতার মতন।

কোন কোন বালককে সঙ্গীত বিদ্যায় বেশ পারদর্শী দেখা যায়। নিশ্চয় সে পূর্ব্বজন্মে সঙ্গীত বিদ্যা সাধন করিয়াছিল।

possessed good constitutions and enjoyed fair health, who were regular and temperate in their lives and whose children with the exception of the first-born were quite as intelligent as the average of children. But the first-born was an idiot. Why? Perhaps because of the feastings and dissipations of the wedding occasion. [*The Sexual Physiology, by R. T. Trall, M.D.*]

কোন কোন বালককে অতি শৈশবাবস্থা হইতে কৃপণ বা দাতা, নিষ্ঠুর বা কোমলহৃদয়, বলবান বা দুর্ব্বল, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমস্তই পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ও সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি কোন ব্যক্তি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, এবং তাহা দিগকে বিকলাঙ্গ করিয়া অর্থাৎ হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করে, তাহা হইলে সে কি পরজন্মে সম্ভবতঃ খোঁড়া এবং নুলা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে না?

"ভোগ ব্যতীত কর্ম্মফল কখনই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং ইহ জগতে যে ব্যক্তি যে রূপ কর্ম্ম করে, তাহাকে তাহার উপযুক্ত ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে।" [বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, ২৭ অঃ]

ভগবান আমাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্যই কষ্ট দেন। খোঁড়া বা নুলা হইলে কি রকম কষ্ট হয়, জানিতে পারিলে সে কখন পশু, পক্ষীর হস্ত পদ নষ্ট করিবে না। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে অনিমাণ্ডব্য মহর্ষি বাণ দ্বারা এক পক্ষীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, মিথ্যা চৌর্য্যাপবাদে শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। [আদিপর্ব্ব] তজ্জন্য কবি বলিয়াছেন:—

"যতদিন ভবে না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।"

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে গর্ভসঞ্চার সময়ে যখন জীবাত্মা নূতন দেহ ধারণ করে, তখন তাহার অঙ্গ বিকৃতি হয়, অথবা গর্ভাবস্থাকালে তাহার অঙ্গ বিকৃতি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে গর্ভসঞ্চার কালেই হয়। * সেই সময়ে এবং তাহার অনতিপূর্ব্বে পিতা এবং মাতা উভয়ের শরীর এবং মনের অবস্থা মিলিত হইয়া যে স্রোত, যে ভাব, যে তেজ, উৎপন্ন হইয়া যে উপাদান নির্ম্মাণ হয়, সেই উপাদানের অনুরূপ জীবাত্মা প্রাকৃতিক আকর্ষণ শক্তির নিয়মানুসারে আকর্ষিত হইয়া নব দেহ ধারণ করে। সুতরাং যেমন পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা থাকে, তেমন সন্তান উৎপাদন হয়। গর্ভসঞ্চার কালে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার দ্বারাও সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা বুদ্ধি বিকৃত হইতে পারে। † এই জন্যই বিদ্যুৎ গর্জ্জন সমেত বৃষ্টি, বজ্রাঘাত প্রভৃতির সময়ে, অথবা অনাবৃত স্থানে,

* There is to-day no better established fact than that all progeny, vegetable or animal, takes its physical, mental and moral qualities from those which predominate in the parents during the period of conception. The form, face, temper, disposition and constitution are stamped at this period on the offspring by parents. [*Men, Women and Babies, by Dr. Porter.*]

† A sudden shock, an extraordinary emotion, a strange sight, or a striking object, may at the critical moment, modify for good or evil, some organ, function, faculty, propensity or structure of the new being for ever. [*Dr. R. T. Trall.*]

অথবা প্লেগ, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সময়ে, অথবা রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতির দ্বারা মন উত্তেজিত হইলে, অথবা শোক দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা মন নিস্তেজ থাকিলে, অথবা পরিশ্রম প্রভৃতির দ্বারা শরীর ক্লান্ত হইলে, অথবা আহারের পর, অথবা শরীরে আলস্য বোধ হইলে, সহবাস নিষিদ্ধ। রজঃস্রাবকালে অথবা রজঃস্রাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইবার পূর্ব্বে গর্ভসঞ্চার হইলে, সন্তান পীড়িত ও বিকলাঙ্গ হয়। ক্ষুধার সময়ে অথবা আহার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সঙ্গম করিলে, সন্তান বিকৃতাঙ্গ হইতে পারে। নিস্তব্ধ কোলাহল শূন্য স্থানই সহবাসের পক্ষে প্রশস্ত। যেখানে বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা থাকে, সে স্থানও পরিত্যাজ্য।

মনে করুন, এক ব্যক্তি যখন নির্ম্মল অন্তঃকরণে ধর্ম্মচিন্তায় এবং বিদ্যাভ্যাসে রত, তাঁহার এক সন্তান হইল। সেই সন্তান নিশ্চয় ধর্ম্মপিপাসু, সৎপথগামী এবং বিদ্যানুরাগী হইবে। সেই ব্যক্তি তিন চারি বৎসর পরে যখন অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন এবং লোভে পড়িয়া প্রবঞ্চণা প্রতারণা প্রভৃতির দ্বারা অভীষ্ট সাধন করিতেছেন, সেই অবস্থায় তাঁহার সন্তান হইলে সে সন্তান অর্থলোভী, প্রবঞ্চক এবং বিদ্যা-বিতস্পৃহ হইবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি যখন থিয়েটার, নাচ, গান, প্রভৃতিতে মত্ত, তখন তাহার সন্তান হইলে, সম্ভবতঃ কোন মৃত অভিনেতার জীবাত্মা গর্ভে আকৃষ্ট হইবে। এবং তৎপরে সেই ব্যক্তি যখন লাম্পট্যে মত্ত, তখন যদি কন্যা সন্তান হয়, সে সন্তান দুশ্চরিত্রা হইবে। অনেক বালক পূর্ব্ব সংস্কার

বশতঃ বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী হইলে, অথবা দুশ্চরিত্র হইলে পিতামাতা এবং অন্যান্য লোকে বালকেরই উপর রাগ করেন এবং তাহাকেই সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পিতামাতাই তাহার সহজাত সংস্কারের জন্য দায়ী।

এই বিষয়টী অপেক্ষাকৃত বোধগম্য করিবার উদ্দেশে এস্থলে দুই একটী পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ, বোধ করি পাঠক পাঠীকাগণের অপ্রীতিকর হইবে না। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ হইবার কারণ, পাণ্ডুর পাণ্ডু বর্ণ হইবার কারণ, অষ্টাবক্র ঋষির বিকৃত অঙ্গ হইবার কারণ, দাসীপুত্র বিদুরের অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরমধার্ম্মিক হইবার কারণ, প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে. দৈত্যপতি হিরণ্য-কশিপুর ঔরসে ধার্ম্মিক প্রহ্লাদ কেন জন্মগ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু পুরাণে প্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত উল্লেখ নাই; কিন্তু হিরণ্যকশিপু সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—"দিতির মহাবীর্য্য পুত্র হিরণ্যকশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল," "ঐ দৈত্য স্বয়ং সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, সোম, কুবের ও যম হইয়াছিল," "দেবগণ তাঁহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানস শরীর ধারণ করতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়াছিলেন," ইত্যাদি। সুতরাং হিরণ্যকশিপু সামান্য দৈত্য ছিলেন না। মনের ভাব সর্ব্বদা সমান থাকে না। যদি কেহ এজন্মে অর্থের, সময়ের, সুযোগের সদ্ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পরজন্মে সমস্ত অনুকূল অবস্থা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইবে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন

যে, কোন কোন ব্যক্তি বাল্য বা যৌবনকালে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, অর্থের অপব্যয় করতঃ বৃদ্ধ বয়সে একেবারে নিস্ব হইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছেন। যখন আমরা ইহজন্মেই এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাই, তখন পরজন্মে যে উহা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি কেহ ধর্ম্মোন্নতির সুযোগ পাইয়া স্বইচ্ছায় আলস্যপ্রযুক্ত সুযোগ ও সময় নষ্ট করেন, অথবা সুযোগ ও সময়ের অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে কি তাহাকে ভবিষ্যতে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পাইতে হইবে না? সম্ভবতঃ প্রহ্লাদ পূর্ব্ব জন্মে ধর্ম্মোন্নতির যথেষ্ট সুযোগ নষ্ট করাতে, পর জন্মে সেই সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাকে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। মনুষ্যের মনের অবস্থা সকল সময়ে সমান থাকে না। উন্নতি ও অবনতি ভেদে ইহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। যখন প্রহ্লাদের জন্ম হয় তখন হয়ত হিরণ্যকশিপুর মনের গতি অন্যরূপ ছিল।

আর একটী পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ অধ্যায়ের উপসংহার করিব। এক বৃহৎ পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে একজন সাধু বাস করিতেন, অপর পারে এক বেশ্যা বাস করিত। বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। আশ্চর্য্যের বিষয়, মৃত্যুর পর যমালয়ে সাধু নিম্নস্থান এবং বেশ্যা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে সাধু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—এই বেশ্যা চিরকাল বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবন কাটাইয়াছে এবং আমি কোন প্রকার অসৎ কর্ম্ম না করিয়া দিনযাপন করিয়াছি;

কিন্তু আপনি উহাকে উচ্চস্থান এবং আমাকে নিম্নস্থান দিয়াছেন। ইহার কারণ আমাকে অবগত করাইতে আজ্ঞা হউক। ধর্ম্মরাজ বলিলেন ঃ—এই স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবনোপায় করিয়াছে সত্য, কিন্তু কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কর্ম্মে রত হয় নাই। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবারই জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেশ্যাবৃত্তি করিত; কিন্তু সর্ব্বদা সত্য পথে এবং ধর্ম্মচিন্তায় রত থাকিয়া ভগবানের নিকট একমনে প্রার্থনা করিত, যাহাতে এই কর্ম্ম তাহাকে আর কখনও করিতে না হয়। আর তুমি অসৎ কর্ম্ম কর নাই সত্য, কিন্তু আত্মোন্নতি করিবার যথেষ্ট সুযোগ অবহেলা করিয়া সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছ, এবং তজ্জন্য এখানে তুমি নিম্নে স্থান পাইয়াছ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান হইবার বৈজ্ঞানিক উপায়।

এ বিষয়টা প্রথমে যত কঠিন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক তত কঠিন নহে; বোধ হয় সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। আমাদের শরীর কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং ঐ পরমাণুগুলি যদি সুন্দর, নির্ম্মল, সবল ও সুস্থ হয়, তাহা হইলে উহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাও যে সুন্দর, সুশ্রী ও সবল হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক পরমাণু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এবং আমাদের চক্ষের

অগোচর।* দুইটী পরমাণু মিলিত হইলে দ্ব্যণুক এবং তিনটী দ্ব্যণুক মিলিত হইলে, ত্র্যসরেণুর উৎপত্তি হয়। ত্র্যসরেণু সূর্য্যালোকে সকলেই দেখিতে পান, এবং ইহা স্থূলের আদ্য অথবা প্রথম অবস্থা। এই ত্র্যসরেণু যথোচিত বায়ু, জল, তাপ প্রভৃতির দ্বারা মিলিত হইয়া জীব, জন্তু, বৃক্ষ, তৃণ প্রভৃতির দেহ পোষনের উপকরণ হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, হইতে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, সকলেই জানেন, সুতরাং অধিক কথা না বলিয়া ঐ সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শন হইতে একটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইব।

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং
কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।

---

* These nervous systems, like every part of the body, are built up of cells, small definite bodies, with enclosing wall and contents, visible under the microscope, and modified according to their various functions; these cells in their turn are made up of small molecules, and these again of atoms—the atoms of the chemist, each atom being his ultimate indivisible particle of a chemical element. These chemical atoms combine together in innumerable ways to form the gases, the liquids and the solids of the dense body. Each chemical atom is, to the theosophist, a living thing, capable of leading its independent life, and each combination of such atoms, into a more complex being, is again a living thing; also each cell has a life of its own, and all these chemical atoms and molecules and cells are combined together into an organic whole. [*Theosophical Manual No. VII.*]

অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন, এই কয়টী দ্রব্য সমস্ত বস্তুর উপাদান। [বৈশেষিক দর্শন, ১ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক, ৫ম সূত্র]

যেমন বালি অথবা সিমেণ্টের কণাগুলি শুষ্কাবস্থায় পৃথক থাকে, কিন্তু উভয়কে একত্রিত করিয়া জল মিশাইলে জমিয়া যায়, তদ্রূপ উপরোক্ত দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে আমাদের স্থূল শরীর নির্ম্মিত হয়। আমাদের মৃত্যুর পর যখন দেহ লয় প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ সমস্ত পরমাণু পৃথক হইয়া নিজ নিজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের শরীরের পরমাণুগুলির প্রত্যহই অল্প অল্প করিয়া পরিবর্ত্তন সাধন হইতেছে। মল, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতির দ্বারা আমাদের শরীরের পরমাণু প্রত্যহই নির্গত হইয়া যাইতেছে এবং আহারাদির দ্বারা নূতন পরমাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে কমবেশ ৭ বৎসরের মধ্যে আমাদের নূতন শরীর নির্ম্মিত হয়, অর্থাৎ ৭ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শরীরে যে সকল পরমাণু ছিল এখন সে সকল পরমাণুর কিছুই নাই। *

* The purifying of the dense body will then consist in a process of deliberate selictions of the particles permitted to compose it; the man will take into it in the way of food the purest constituents he can obtain, rejecting the impure and the gross; he knows that by natural change the particles built into it in the days of his careless living will gradually pass away at least within seven years—though the process may be considerably hastened. [*Theosophical Manual No. VII.*]

সংক্ষেপে বুঝাইতে হইলে বলা যাইতে পারে, যদি পিতা-মাতা নিজ নিজ দেহ ও মন নির্ম্মল ও সুস্থ রাখেন, যদি উভয়ের মধ্যে মনের মিল থাকে, এবং যদি গর্ভসঞ্চার কালে উভয়ের সহবাসেচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সন্তান যে সুন্দর ও সুশ্রী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। * নির্ম্মলতা ২ প্রকার—শারীরিক ও মানসিক। মনে শান্তি, সুচিন্তার প্রভাব, এবং কুচিন্তার অভাব থাকিলে, মানসিক নির্ম্মলতা উৎপন্ন হয়, পাপচিন্তা, রাগ, দুঃখ লোভ প্রভৃতিতে মানসিক নির্ম্মলতা নষ্ট হয়।

* Nor can the offspring be as perfect as it should be unless the act is both desired and enjoyed by both parties. This rule or law, for it is a law of nature, at once suggests the conditions that are necessary to insure this result. There must be mental harmony and congeniality between the parties Each must be able to respond to the whole nature of the other—bodily, morally, intellectually to that extent that there shall be no sense of discord, no feeling of repugnance...............Especially important is it for those who would have beautiful children to be in their best bodily and mental condition when the fruitful orgasm is experienced. A perfectly symmetrical body implies an equal and balanced, so to speak, contribution from every organ and structure; and to secure this result the person should be free from all local congestions or irritations. [*Sexual Physiology, by R. T. Trall, M.D.*]

শারীরিক নির্ম্মলতা সকল বিষয়ে হইবে। বায়ু, জল, খাদ্য দ্রব্য, শরীর, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি সকলই নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক।

বায়ু। বিশুদ্ধ বায়ু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে, রক্ত পরিষ্কৃত করিয়া আবার সেই বায়ু শরীরের অপকারী পদার্থ লইয়া প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত হয়; সুতরাং গৃহ মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হইতে পারে, এরূপ উপায় থাকা উচিত। বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীরে বল হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং দেহ ও মন উভয়েরই স্ফুর্ত্তি হয়। দূষিত বায়ু সেবন করিলে নানাবিধ রোগ জন্মে। পরিত্যক্ত মলমূত্র ভক্ষণ করিয়া মনুষ্য শরীর পুষ্ট করা যেমন অনিষ্টকর ও অনুচিত তেমনি বদ্ধগৃহে ফুস ফুস হইতে বহির্গত দূষিত কার্ব্বণগ্যাস পূর্ণ প্রশ্বাস বায়ু পুনঃ পুনঃ নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্‌ফুসে যাওয়া তদ্রূপ অস্বাস্থ্যকর ও অনুচিত। অনেকের সন্দেহ বা বিশ্বাস হইতে পারে যে, রাত্রির বাতাসে সর্দ্দি বা কাশ হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে গ্রামের চৌকিদার, সহরের পাহারাওয়ালা, নৌকার মাঝি মাল্লা, ষ্টীমারের খালাসি, রেলওয়ে গার্ড (Guard), ড্রাইভার (Driver), ব্রেক্‌স্‌ম্যান (Brakesman) অন্যান্য রেলওয়ে কর্ম্মচারী যাহাদের রাত্রিকালে প্রত্যহ কর্ম্ম করিতে হয়, দরিদ্র কুটীর-বাসী, অনাবৃত মাঠে বা নদী তীরে অবস্থিত, যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি লোকের সর্ব্বদাই সর্দ্দি কাশী লাগিয়া থাকিত; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাই এ সকল রোগ

হইতে মুক্ত থাকে এবং তাহাদের মধ্যে হাঁপানি, সর্দ্দি, কাসী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ যাহারা রাত্রিকালে সমুদয় জানালা, কপাট, বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে, তাহাদিগেরই এই সমস্ত রোগ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে। যেমন গরম হাঁড়িতে কিম্বা উত্তপ্ত চিমনীতে হঠাৎ শীতল জল লাগিলে তাহা ফাটিয়া যায়, তেমনি অবরুদ্ধ গৃহের গরম বাতাস হইতে হঠাৎ বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইলে সর্দ্দি, কাশী অথবা হাঁপানি-কাসীর সূত্রপাত হয়। বদ্ধ কুঠরীতে মনুষ্যের পরিত্যাজ্য প্রশ্বাস বায়ুর ময়লা, নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে শরীরও যে ময়লাযুক্ত এবং অসুস্থ হয়, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

জল। আমাদের শরীরের ওজন যত পরিমাণ হইবে, তাহার চারি ভাগের তিন ভাগ কেবল জল, সুতরাং আমাদের পানীয় জল নির্ম্মল না হইলে আমাদের শরীরও নির্ম্মল হইবে না। চোয়ান জল (distilled water) সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল হইলেও তাহা আস্বাদহীন। বৃষ্টির জল পরিষ্কার অবস্থায় ধরিতে পারিলে উহা অন্যান্য জল অপেক্ষা নির্ম্মল হয়। নদী বা পুষ্করিণীর পার্শ্বে কূপ খনন করিলে উহার জল ঐ নদী বা পুকুরের জল অপেক্ষা নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর হয়।

খাদ্যদ্রব্য। কোন দ্রব্য আহার করিলে শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, এবং কোন দ্রব্য আহার করিলে শরীরে রোগ জন্মে, কোন দ্রব্য পুষ্টিকর ও উপকারী এবং কোনটীই বা অপকারী তাহা বিবেচনা করিয়া আহার করিলে শরীরের পরমাণুগুলি

নির্ম্মল ও সুস্থ হয়। ভুক্ত দ্রব্য সুচারুরূপে পরিপাক না হইতেই, পুনরায় আহার করিলে, পাকস্থলী দূষিত এবং পরিপাক শক্তির হ্রাস হয় ; সুতরাং এরূপ আহার দ্বারা শরীরের নির্ম্মলতা সম্পাদন হইতেই পারে না। খাদ্য সামগ্রী যাহাতে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয় সাধ্যানুসারে সে বিষয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শরীর ও পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। প্রতিদিন স্নান করিলেই যে শরীর পরিষ্কৃত হয় এমত নহে। অবিশুদ্ধ মলিন জলে স্নান বা গাত্র ধৌত করিলে শরীরের মলিনতা কতক পরিমাণে দূর হয় বটে, কিন্তু অন্য প্রকার মলিন পদার্থ সচ্ছিদ্র লোমকূপ দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। গাত্র ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া, অপরিষ্কৃত, ঘর্ম্মসিক্ত, পূর্ব্বদিনের ব্যবহৃত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে, গাত্র ধৌত করিবার যে প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা রক্ষা করা হইল না। ঘর্ম্মের সহিত শরীর হইতে যে ময়লা বহির্গত হইয়া থাকে, পরিধেয় বস্ত্রাদি তৎকর্ত্তৃক বিলক্ষণ অপরিষ্কৃত হয়। জলে ধৌত না করিয়া সেই অপরিষ্কৃত বস্ত্র পুনরায় পরিধান করিলে বস্ত্রস্থিত শরীরের ক্লেদ, লোমকূপ দ্বারা ঘর্ম্মের সহিত দেহে পুনঃ প্রবেশ করে ; ইহা হইলে, স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ অনিষ্ঠ সাধিত হয়। অতএব প্রত্যহ যে বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে হইবে, যদি ঘর্ম্মসিক্ত হয় প্রতিদিন যথানিয়মে পরিষ্কার জলে তাহা ধৌত করা উচিত। অবস্থানুসারে যিনি যে প্রকার বসনই পরিধান করুন, উহা পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। অপরিষ্কৃত বহুমূল্য পরিধেয় অপেক্ষা পরিষ্কৃত কৌপীনও শ্রেষ্ঠ।

বাসস্থানের চতুষ্পার্শ্বে কোন মলিন অথবা দুর্গন্ধময় পদার্থ রাখা উচিত নহে। রাত্রিকালে যে গৃহে আট ঘণ্টা কাল একাদিক্রমে বাস করিতে হয়, সে গৃহ পরিষ্কার রাখিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। গৃহ মধ্যে যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু বহিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন।

ষোড়ষ অধ্যায়।

ইচ্ছামত ৪।৫ বৎসর অথবা ততোধিক সময় অন্তর সন্তান হইবার উপায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, যাঁহারা কৃষ্ণপক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে অক্ষম, তাঁহাদের, ঐ পক্ষে, গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এখন আমরা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রমণীরা কি উপায়ে ইচ্ছামত গর্ভ নিবারণ করেন, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

১৮৭৭ সালের পূর্ব্বে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিবারণ, ইংলণ্ডে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। এ রকম যে কোন উপায় আছে, অল্পসংখ্যক ভদ্র লোকই জানিতেন, এবং তাঁহারা ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তান সংখ্যা হ্রাস করতঃ সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতেন। সাধারণ লোকে মনে করিত, সন্তান হওয়া জগদীশ্বরের হাত, তিনি যখন জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন,

অবশ্যই তখন তাহার আহার যোগাইবেন। আমাদের দেশেও এইরূপ একটী জনশ্রুতি আছে, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।" যদি একথা সত্য হইত, তাহা হইলে উপায়হীন দরিদ্র অথবা মধ্যবিৎ লোকের বহু সন্তান হইলেও উহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দরিদ্র পিতামাতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না, অথবা উপযুক্ত আহারাদির অভাবে তাহারা অকালমৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইত না, কিম্বা পরের গলগ্রহ হইয়া সমাজের দারিদ্র্যবর্দ্ধন করিত না। যাহা হউক ১৮৭৭ সালের পূর্ব্বে শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিবারণ প্রথা ইংলণ্ডে বড় অধিক প্রচলিত ছিল না। ঐ সালে এক খানি পুস্তক (Dr. Knowlton's Fruits of Philosophy) অশ্লীল বলিয়া আদালত হইতে ইহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। তৎকালে ভারত বন্ধু ব্রাড্‌ল সাহেব (the late Mr. Charles Bradlaugh) যিনি কমন্স সভার সভ্য ছিলেন এবং যিনি ১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ের কন্‌গ্রেসে উপস্থিত ছিলেন, এবং শ্রীমতী আনি বেসান্ত, যাঁহার নাম ভারতবাসীর নিকট অবিদিত নহে, এই মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত করিয়া বলেন যে, যদি এই রকম পুস্তকের বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শ্রমজীবীদিগের দুঃখ কষ্ট লাঘব হইবার প্রধান উপায় বন্ধ হইয়া যাইবে। অবশেষে সেই পুস্তক তাঁহারা নিজেই প্রকাশ করাতে, ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড কক্‌বর্ণের নিকট (জুরির সাহায্যে) তাঁহাদের উভয়ের বিচার হয়। এই মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত

হইয়াছে, মূল্য ৫ শিলিং। (See Verbatim Report of the Trial. The Queen against Bradlaugh and Besant with Appendix containing the Judgments of the Appellate Court consisting of Lords Justices Bramwell, Brett and Cotton.) এই তুমুল আন্দোলন ও মোকদ্দমাতে সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, গর্ভ নিবারণ করিবার কৃত্রিম উপায় যথার্থই আছে, এবং এই আন্দোলন সকল শ্রেণী বিশেষতঃ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার উৎপত্তি করিয়াছিল। তদবধি এই উপায় কি ইংলণ্ডে, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে, সকল শ্রেণীর ইংরাজ জাতির মধ্যে কাহারও অজ্ঞাত নাই, সুতরাং সকলে যতগুলি সন্তান প্রতিপালন করিতে পারে, তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপাদন করে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে, বিবাহ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং রমণীদিগের প্রায় প্রতি বৎসর সন্তান না হওয়ায়, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে, তজ্জন্য সুস্থ ও সবল শিশু জন্মিতেছে। পূর্ব্বে অনেকে, বহু সন্তান হইলে, পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন না বলিয়া বিবাহ করিতেন না, এখন তাঁহারা বিবাহ করেন। অধিকাংশ পরিবার মধ্যে শিশুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কম হওয়ায়, তাহাদিগের প্রতি অধিকতর যত্ন হয়, সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যু কম হয়; পাছে কেহ মনে করেন, এ সকল আমাদের কল্পনা, তজ্জন্য আমরা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"The books issued at this period (that is prior to 1877)—such as Carlile's 'Every Woman's Book,' Knowlton's 'Fruits of Philosophy,' R. D. Owen's 'Moral Physiology'—passed unchallenged by authority, but obtained only a limited circulation; here and there they did their work, and the result was seen in the greater comfort and respectability of the families who took advantage of their teachings: but the great mass of the people went on in their ignorance and their ever-increasing poverty, conscious that mouths multiply more rapidly than wages, but dimly supposing that Providence was the responsible agent, and that where "God sends mouths, He ought to send meat." * * * "This little tract has enjoyed so wide a circulation that a prefatory word would not be needed, were it not for the changed position of the population question in the public mind, from that it occupied in 1877. The doctrines which were so bitterly attacked but a few short years ago, are now preached from many different quarters; clergy of the Church of England, out of their personal parish experiences, come forward and declare that limitation of the family should be plainly taught; last year (in 1888) some important conferences were held on the subject and many of those attending them

clearly and emphatically proclaimed the necessity for such teaching as is contained in this pamphlet. Mr. Lant Carpenter has actually lectured on the subject, and has stated that limitation of the family is right and necessary. In Australia, where a prosecution was initiated against this tract as obscene, Mr. W. W. Collins bravely assumed the responsibility of publishing it, was condemned by an ignorant magistrate, carried the case to the superior court, and was rewarded by the quashing of the conviction, Mr. Justice Windeyer declaring (on 12th December 1888) that "like all attempted persecutions of thinkers" "that one would fail in its object, and that truth," "like a torch, 'the more it's shook it shines.'" In England we are never likely to have another prosecution, and the responsibility of parentage, the duty of safe-guarding every life called into being by a voluntary action, is being recognised more and more as an essential part of morality." [*The Law of Population, by Mrs. Annie Besant, Edition of 1889.*]

এই পুস্তক খানি (Law of Population) ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৯ সালের মধ্যে এক লক্ষ ৫৫ হাজার বিক্রয় হইয়াছিল। ডাক্তার অলবট্ প্রণীত ওয়াইফস্ হ্যাণ্ড বুক (Wife's Handbook, by Dr. H. Arthur Allbutt.

D. C. L, L. L. D.) যাহা ১৮৮৭ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়, ১৯১৩ সালের মধ্যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার বিক্রয় হইয়াছে। The Husband's and Wife's Handbook, by Dr. Oster Manne, ১০ লক্ষ বিক্রয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক পুস্তক আছে; এবং ইংলণ্ডে গর্ভ নিবারক দ্রব্য বিক্রেতাগণের সচিত্র বিজ্ঞাপন পড়িলে, আর কোন্ পুস্তক পড়িবার আবশ্যক হয় না। সুতরাং ইংরাজ জাতির মধ্যে সকলেই যে এ বিষয় জানিবেন, আশ্চর্য্য কি? ১৯০৭ সালের মার্চ মাসের রিভিউ অফ্ রিভিউস (Review of Reviews) নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকায় কি লেখা আছে দেখুন :—

Limitation of the Family, from the Mother's Point of View.

Mrs. Alfred Macfadyen writes in the *Nineteenth Century* on the Births and the Mother. She speaks out quite boldly She declares from personal experience that "a desire for limitation of family is at work through all classes of the English-speaking peoples, certainly among the more provident of all classes." She scoffs at the protests of "celibate or childless men like Father Bernard Vaughan, the Bishop of London, and Mr. Sydney Webb. The restrictive movement is not an outcome of artificial civilisation or city life; for, she says, she finds even on South African farms "the same feeling and the contin-

gent precautions." She argues that "with rational regulation of births the survival rate of infants is raised and ultimately the marriage rate."

ইহা দ্বারা কি স্পষ্ট জানিতে পারা যাইতেছে না যে, ইংরাজ জাতির মধ্যে গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহারের দ্বারা সন্তানোৎপাদন আজকাল ইচ্ছামতই হইয়া থাকে? যদি এ কথা মিথ্যা হইত, তাহা হইলে এরূপ প্রবন্ধ *Nineteenth Century* এবং *Review of Reviews* নামক উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় স্থান পাইত না। এই প্রবন্ধের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলি ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অবগতির জন্য পরিশিষ্টে মুদ্রিত

ব্রাড্‌ল সাহেব এবং শ্রীমতী আনি বেসান্তের মোকদ্দমার বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেই অত্যন্ত কৌতূহল প্রকাশ করেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য শ্রীমতী বেসান্তের আত্ম-জীবনী (autobiography) হইতে নিতান্ত আবশ্যকীয় ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করিয়া, পরিশিষ্টে প্রকাশ করিলাম। ইহা পড়িলে জানিতে পারিবেন, এ বিষয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য, তাঁহারা কত পরিশ্রম, কত অর্থব্যয়, কত কষ্ট, কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা, সহ্য করিয়াছেন: তদবধি এ বিষয় প্রকাশ্যভাবে আলোচনা হইয়া আসিতেছে। অনেকেই তাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গর্ভ নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহার হয়:—

স্পঞ্জ :—আকরোটের মতন বড় এক খণ্ড শুষ্ক স্পঞ্জ লইয়া, তাহাতে কমবেশ ছয় ইঞ্চি লম্বা এক খণ্ড সরু রেশমের সুতা অথবা ফিতা লাগাইবেন। একটী বোতলে কুইনাইন, প্যালফ্রিস পাউডার, রজার্স পাউডার, ফট্‌কিরী অথবা অন্য
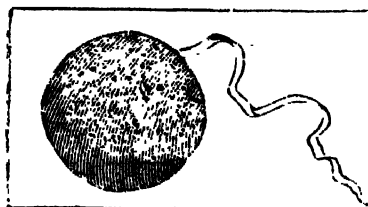
কোন দ্রব্য মিশ্রিত জল প্রস্তুত রাখিবেন। কি কি দ্রব্যে কতখানি জল মিশাইতে হয়, পরে বুঝাইব। দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালনের সময় ঐ স্পঞ্জ খানি উপরোক্ত কোন প্রকার জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া ব্যবহার করিলে, গর্ভ নিবারণ হইতে পারে। ইহা ব্যবহার করিয়া সকলে, সকল সময়ে, সমান ফল প্রাপ্ত হন না, আবার কেহ কেহ বেশ ফল পান, তবে ইহার দ্বারা যে গর্ভ স্থগিত থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পঞ্চম অধ্যায়ে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, দুই প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হয়। যদি স্পঞ্জ সরিয়া যাইবার জন্য জরায়ু মুখ অনাবৃত থাকে এবং উল্লিখিত প্রথম প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হয়, তাহা হইলে সে দিন স্পঞ্জ ব্যবহার বিফল হয়, নতুবা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

কুইনাইন পেসারি (Quinine Pessary) :—ইহার আকৃতি কচি আমের কষি ২ ভাগ করিলে ১ ভাগের মতন। কুইনাইন এবং কোকো বটর (Quinine and Cocoa butter) দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোককে ব্যবহার করিতে হয়। সহবাসের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ব্যবহার করিতে হয়। শরীরের গরমে ইহা ক্রমে ক্রমে গলিয়া যায়। শুক্রকীট এই দ্রব পদার্থের উপর

পড়িলে অকর্ম্মন্য হইয়া পড়ে, সুতরাং জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ১৮৮৫ সাল হইতে ইহা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে; ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষে ইংরাজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার যথেষ্ট প্রচলন আছে। ইহার দ্বারা স্বামী কিম্বা স্ত্রীর কোন প্রকার অপকারের কথা এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই, এবং কোন প্রকার অপকারের সম্ভাবনাও নাই। তবে সহবাসের পর পিচকারির দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে ভাল হয়। সাধারণতঃ ইহার মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা ডজন, কখন ।১ আনা কম অথবা অধিক হয়। কখন ২৲ দুই টাকা ডজনও বিক্রয় হয়। সুবিধাজনক বলিয়া ইহার প্রচলন খুব বৃদ্ধি হইয়াছে। চিত্রটী যত বড় জিনিসটীও তত বড়, ৭/৮ ইঞ্চি লম্বা, ৫/৮ ইঞ্চি চওড়া, এবং ১/৮ ইঞ্চি পুরু, কিন্তু আমের কষির মতন ধার পাতলা হইয়া গিয়াছে।
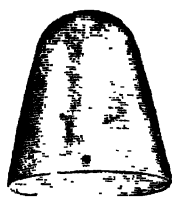
রবার চেক পেসারি (Rubber Check Pessary) :— ইহার আকৃতি টুপির মতন। সহবাসের পূর্ব্বে স্ত্রীলোককে ব্যবহার করিতে হয়। কি প্রকারে লাগাইতে হয়, কে, এম, দাস এণ্ড কোং যে সকল পেসারি বিক্রয় করেন, তাহার সহিত একখানি কাগজে চিত্র দ্বারা বঙ্গ-ভাষায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া থাকে। জরায়ু মুখের উপর বসাইয়া দিলে, শুক্র জরায়ু
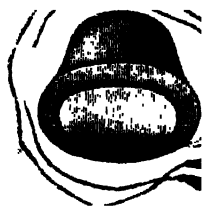
মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। সহবাসের পর পিচকারির দ্বারা শুক্র ধুইয়া ফেলিলে সন্তানোৎপত্তির কিছু মাত্র সম্ভাবনা থাকে না। ইহাও ৩০।৪০ বৎসর ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে, এবং বংশ বৃদ্ধি নিবারণের জন্য আরও কয়েক প্রকার পেসারি বিক্রয় হয়। উৎকৃষ্ট পেসারির মূল্য ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত, কখন কখন দেড় টাকাতেও পাওয়া যায়। একটী পেসারি অনেক দিন ব্যবহার করিতে পারা যায়, যত্ন করিয়া রাখিলে, সহজে খারাপ হয় না। দেড় বৎসর বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের এক প্রকার রোগের জন্যও এক রকম পেসারি ডিস্পেন্সারিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেই পেসারিও এই পেসারির মধ্যে বিভিন্নতা আছে।

পিচকারি (Syringe) :—সহবাসের পর কুইনাইনের জল, ফট্‌কিরীর জল, প্যাল-ফ্রিস পাউডারের জল, রজার্স পাউডারের জল প্রভৃতির দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে শতকরা ৮০ জন স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না। সহবাসের সময়
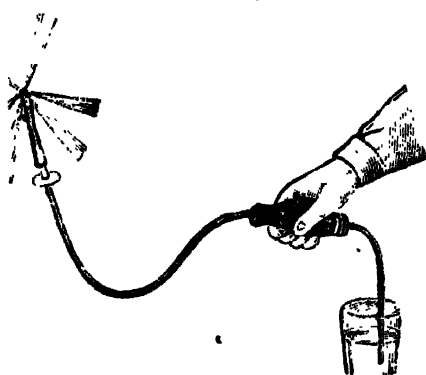
শুক্র যদি জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করে (১৩ পৃষ্ঠা দেখুন) তাহা হইলেই পিচকারির দ্বারা কোন ফল হয় না, নতুবা নিশ্চয় আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধারণ রবার পিচকারির

মূল্য ২॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কয়েক প্রকার সুবিধাজনক রবার পিচকারি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাদের মূল্য অধিক, ৭৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত। নিম্নে এক প্রকার পিচকারির চিত্র দিলাম, ইহার মূল্য ১৫ শিলিং। কলিকাতায় Messrs Bathgate & Co. ১৫৲ টাকা মূল্যে ইহা বিক্রয় করেন। ইহার নাম Mårvel Whirling Spray Syringe. ইহা অতি সুবিধাজনক।
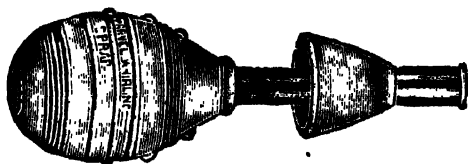
৫ম চিত্র।

আরও ২ প্রকার সুবিধজনক রবার পিচকারির চিত্র নিম্নে দিলাম ; প্রত্যেকের মূল্য ৭॥০ শিলিং।

৬ষ্ঠ চিত্র।
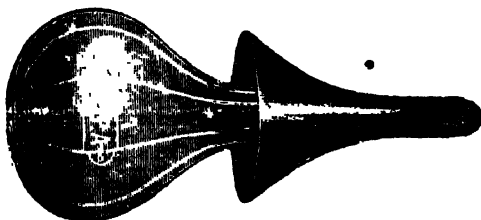
৭ম চিত্র।

৮ম চিত্রকে সাধারণতঃ ডুস্ (Douche) বলে। ইহার নিম্নে যে পটলের মতন ছোট চোঙ্গা (regulating barrel)
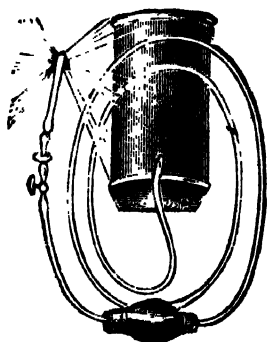
৮ম চিত্র।

দেখিতেছেন, উহার দ্বারা জলের বেগ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

স্পঞ্জ ভিজাইবার জন্য অথবা পিচকারির জন্য জল প্রস্তুত করিবার নিয়ম :—

কুইনাইন (Sulphate of Quinine.) আধ সের (one pint অর্থাৎ ছোট বোতলের এক বোতল) জলে, ২০ গ্রেণ (দুই আনা) কুইনাইন মিশ্রিত করিতে হয়। এই কুইনাইন, যদিও জলের সহিত ভালরূপ মিশ্রিত হয় না, তথাপি ইহার দ্বারা কার্য্য সাধন হয়। অন্য এক প্রকার কুইনাইন আছে, তাহা জলের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু তাহার মূল্য অধিক। ইহার নাম-Bi Hydrochlorate of Quinine.

রজার্স পাউডার (Roger's Powder.) অর্দ্ধ সের (ছোট বোতলের এক বোতল) জলে, চা চামচের এক চামচ পাউডার (one tea-spoonful.) মিশ্রিত করিতে হয়।

কে, এম, দাস এণ্ড কোং. এই ঔষধ, (২ আউন্স শিশি) পাং আনায় বিক্রয় করেন। ইহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম :—

Sulphate of Zinc	... ..	১	তোলা।
Sulpho-carbolate of Zinc	..	১	ঐ।
Sulphate of copper	... ..	১	ঐ।
Alum, pure, powdered	..	৩	ঐ।
	মোট	৬	তোলা।

ঔষধগুলি চূর্ণ করিবার পর, ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবেন। ঔষধটী অতি সাবধানে রাখিবেন, যেন কোন বালক বালিকা খাইয়া না ফেলে।

প্যালফ্রিস পাউডার (Palfrey's Powder.) এবং ফট্‌কিরী চূর্ণ। অর্দ্ধ সের [ছোট বোতলের এক বোতল, অর্থাৎ ১ পাঁইণ্ট] জলে, চা চামচের এক চামচ উক্ত পাউডার [one tea-spoonful] মিশ্রিত করিতে হয়। প্যালফ্রিস পাউডার, প্রস্তুত করিবার নিয়ম :—

Sulpho-carbolate of Zinc	...	১	তোলা।
Sulphate of Zinc	... ...	১	ঐ।
Alum, pure, powdered	...	৪	ঐ।
	মোট	৬	তোলা।

ঔষধগুলি চূর্ণ করিবার পর, ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবেন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত পাউডারের ন্যায় সাবধানে রাখিবেন, যেহেতু খাইলে বিষক্রিয়া করিতে পারে।

Boric Acid, Creolin, Permanganate of Potash, নিম পাতার জল, প্রভৃতিও ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কুইনাইন এবং রজার্স পাউডার সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুলভ এবং সুবিধাজনক।

খাপ [Malthus Sheath] :—রবার কিম্বা অন্য পদার্থের দ্বারা প্রস্তুত খাপ। ইহা পুরুষের ব্যবহারের জন্য এবং নানা প্রকারের আছে। মূল্য ৩৲ টাকা হইতে ৯৲ টাকা পর্য্যন্ত ডজন। এক প্রকার খাপের একটীর মূল্য ২৷৷০ টাকা। নিম্নে একটী চিত্র দিলাম।
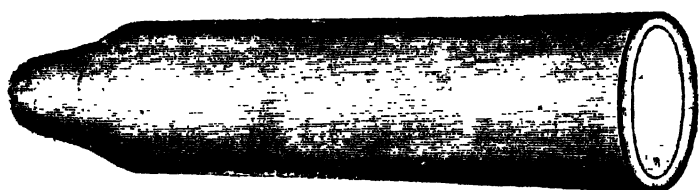
উপরোক্ত দ্রব্যাদি ইউরোপে আজকাল অনেকেই ব্যবহার করেন "The practice of prevention is the rule now-a-days among all classes of the community ; indeed the discovery that the wife is pregnant, is often regarded as a dire misfortune." [Knowledge a Young Wife Should Have, page 245, by A. A. Philip, M. B., C. M. & H. R. Murray]. অর্থাৎ আজকাল সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি নিবারক দ্রব্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহার হয়। এমন কি স্ত্রী গর্ভবতী হইয়াছে, জানিতে পারিলে, ভয়ানক বিপদের কথা বলিয়া

লোকে মনে করে। জনৈক ইংরাজ ভদ্র রমণী ১৯০৭ সালের মার্চ মাসের Nineteenth Century নামক মাসিক পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের কিয়দংশ পরিশিষ্ট "বি" [B] তে উদ্ধৃত করিয়াছি। উহা পড়িলে সকলেরই প্রতীতি হইবে যে, ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি সকল স্থানে সকল শ্রেণীর ইংরাজ রমণীরা বহুসংখ্যক সন্তান উৎপাদন করিতে আজকাল নিতান্ত অনিচ্ছুক এবং তজ্জন্য তাঁহারা আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করেন।

ইউরোপে কন্যার বিবাহে বরকে পণ দিতে হয় না সত্য, কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে ঐ সকল দ্রব্যাদি ব্যবহার হয়।

১। যাঁহারা বহু সন্তান প্রতিপালন করিতে অক্ষম।

২। যে সকল স্ত্রীলোক প্রায় প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্ন করিয়াছেন।

৩। যাঁহারা মনে করেন ৫।৬ বৎসর অন্তর সন্তান হইলে, তাহাদিগকে ভালরূপে প্রতিপালন করিতে এবং বিদ্যাশিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা মনে করেন যে, একটী সুস্থকায় দীর্ঘজীবী পুত্র ভাল, কিন্তু বহুসংখ্যক চিররোগী, অল্পায়ু পুত্র ভাল নহে।

৪। যাঁহারা শারীরিক বা মানসিক কষ্ট বশতঃ কিছু-দিনের জন্য গর্ভ স্থগিত রাখিতে চাহেন, কারণ এরূপ অবস্থায় গর্ভ হইলে প্রায় সন্তান বুদ্ধিহীন, জড়, মুক, অন্ধ, অঙ্গহীন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

৫। যাঁহাদের সংক্রামক পীড়া আছে, তাঁহাদের সন্তানের ও সেই পীড়া হইতে পারে : যেমন উপদংশ, ক্ষয়কাশ, চর্ম্মরোগ, হাঁপানি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ প্রভৃতি।

৬। যে সকল স্ত্রীলোক কোন রোগ বশতঃ সহজে প্রসব করিতে অক্ষম।

৭। যে সকল স্ত্রীলোকের বার বার গর্ভস্রাব হওয়ায়, দুই এক বৎসরের জন্য গর্ভ হওয়া স্থগিত রাখিতে চাহেন।

বিবাহ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী প্রধান সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুত্র জন্মিলে মানুষ পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ পাইতে পারে, যাহার পুত্র হয় না, তাহাকে উক্ত ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। তদ্ব্যতীত পিতামাতা বালকের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়া থাকেন : সুতরাং উপার্জ্জনের ক্ষমতা জন্মিতে না জন্মিতেই লোকের সন্তান হইতে আরম্ভ হয়। কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকলেই পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদির মুখ দর্শন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করিয়া থাকেন। ভরণ পোষণের বিষয় অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে। পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়া যে কি খাইবে তাহার কিছুমাত্র ঠিক নাই, তথাপি পুত্রাদির জন্ম দিতে হইবে। উপায়হীন লোকের বহু সন্তান হইলে, সে কখনই তাহাদিগের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হয় না : সুতরাং হয় উহারা উপযুক্ত আহারাদির অভাবে অকাল মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়, নতুবা পরের গলগ্রহ হইয়া সমাজের দারিদ্র্যবর্দ্ধন করিয়া থাকে। আপন আপন উপায় দ্বারা যত সন্তানের প্রতিপালন হইতে

পারে, তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপাদন করা দরিদ্রতার একটী প্রধান কারণ। পুত্রের জন্ম দিয়া যদি প্রতিপালন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পুত্র জন্মাইবার ফল কি? ইহা দ্বারা ক্রমশঃ দেশের দরিদ্রতা বর্দ্ধন ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

উপরোক্ত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেকের অন্নকষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে এবং উপার্জ্জনের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। অনেকেই পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক কিন্তু রোজগার নাই। বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত লোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার কথা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং অধিক বুঝাইবার আবশ্যক নাই। অল্প বয়সে বিবাহ এবং শীঘ্র শীঘ্র বহু সন্তানাদি হওয়াতে উহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে লালন পালন ও বিদ্যাভ্যাস করাইতে অসমর্থ হওয়াতে যে এতদ্দেশে কত সন্তানের অকালমৃত্যু হইতেছে এবং যাহারা জীবিত থাকে, তাহারাও যে দরিদ্রতা বশতঃ কত কষ্ট পাইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। অনেকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও পরিবার প্রতিপালন করিতে পারেন না, অথবা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পান না। সুতরাং দেশমধ্যে যে ভয়ানক অসন্তোষ বাড়িতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের গবর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারিগণ যে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইবেন আশ্চর্য্য নহে। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে ২০।২৫ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং কর্ম্মচারী-দিগের চিন্তিত হইবারই কথা। এ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট

লর্ড ডফারিণ এবং বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট্‌ যাহা বলিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।* এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুই উপায়ে স্থগিত রাখিতে পারা যায়। ১ম,

* "What land is more exposed to such imminent danger, by the overflow of the population of large districts and territories whose inhabitants are yearly multiplying beyond the numbers which the soil is capable of sustaining? To this topic I am especially to call the attention of every lover of his country." [*Lord Dufferin at the St. Andrew's dinner before his departure.*]

"You have all of you read the results of the census which has recently been taken and you have no doubt pondered with some alarm and anxiety over the facts which it discloses, that the population of India has increased by 22 millions during the last ten years. Just think what an enormous figure 22 millions is; it is a larger number than the whole of England contained 20 years ago—a larger number than the whole of Great Britain contained 10 years ago. It is a very serious thing to think, that every ten years this country has to provide additional food for such an immense population. It is a common-place saying that India is a very poor country—so poor that it can hardly provide food for the whole of its population; and yet we have an increase of 22 millions every 10 years, to scramble with the existing crowd for their scanty portion of food. I don't suppose that any one who is at all a student of Political Economy, can look without anxiety on the prospect of what the country will come to, if the

যেমন নরওয়ে প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে আইন আছে যে পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত উপার্জ্জনক্ষম না হইলে, কেহই বিবাহ করিতে পারে না, তদ্রূপ আইন এ দেশে প্রবর্ত্তন করা। * ইংলণ্ডে যদিও এরূপ কোন আইন নাই, কিন্তু সেখানে সামাজিক নিয়ম এত প্রবল, যে উপার্জ্জনক্ষম না হইলে কোন ভদ্রলোকই বিবাহ করেন না। ২য়, গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা সন্তান সংখ্যা হ্রাস করা। বহু পুত্র জন্মিলে গর্ভধারিণীর যে কি কষ্ট হয়, তাহা প্রত্যেক মাতাই বুঝিতে পারেন; তাহাতে অনেকের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়, এবং অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে। যদি বহু পুত্র জন্মান দেশের অমঙ্গলজনক বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরাও নিশ্চয় ঐ মতের পোষকতা করিবেন এবং সন্তানোৎপাদন বিষয়ে আপনারাও সাবধান থাকিবেন। শ্রমজীবী অশিক্ষিত লোকেরা ভদ্রলোকদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং ভদ্রলোকেরা সাবধান থাকিলে, দরিদ্রেরাও আপন হইতেই সাবধান হইবে।

প্রথমোক্ত উপায়, অর্থাৎ আইন দ্বারা বিবাহ সংখ্যা হ্রাস করা, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং গর্ভ নিবারক

---

population goes on steadily increasing at this rate." [*Sir Charles Elliott, at the Annual Meeting of the Indian Association for the Cultivation of Science, on the 30th April 1891.*]

* For fuller details see Mill's Political Economy, Book II, Chapter XI.

দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা সন্তান সংখ্যা কম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। অদ্যাবধি কেহ অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই: যদি কেহ পারেন, এই পুস্তক আমি আর প্রকাশ করিব না। যাহাতে এই বিষয় সকলের মধ্যে প্রচার হয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত ও অন্যান্য ঔষধ।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি অনেকে অসুবিধাজনক এবং ব্যয় সাপেক্ষ মনে করেন; তজ্জন্য এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে, যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, উদ্ধৃত করিতেছি:—

"ঋতুকালে পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগা সমভাগে চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।"

"ঋতুমতী কামিনাদিগকে, কাঁজি দ্বারা পেষিত জয়াপুষ্প পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইলে তাহারা কখনও গর্ভধারণ করে না।"

"ঋতুস্নান করিয়া আকনাদির পাতা জলে মর্দ্দন করতঃ সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপত্তির ভয় থাকে না।"

"আমলকী, অর্জ্জুনছাল ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত ঋতুকালে সেবন করিলে, অথবা চালতের পাতা

মিশ্রিত পিষ্টক সেবন করিলে রজোলোপ হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তি হয় না।"

"রসাঞ্জন, হরীতকী ও আমলকী এই তিনটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে নিয়তই রজোবিনষ্ট হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তির আর সম্ভাবনা কি?"

ঔষধের দ্বারা রজোলোপ করিলে রক্তপিত্ত, যক্ষা, বাত প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং রজোলোপ করা আমার বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে। ঋতুর ৪র্থ দিবসে এবং তৎপরে স্ত্রীলোকের পরিপক্ক বীজ [বা ডিম্ব] সমূহ ডিম্বকোষ ও জরায়ু হইতে মাসে মাসে বহির্গত করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগা মিশ্রিত ঔষধটী কেহ কেহ নিরাপদ ও সুবিধাজনক মনে করেন। এই তিনটী দ্রব্যের গুণাগুণ প্রায় সকলেই জানেন এবং অনেকেই কখন কখন পৃথকভাবে ব্যবহার করেন। প্রথম সংস্করণ "কন্যাদায়ের প্রতিকার" প্রকাশিত হইবার পর হইতে এই ঔষধটী অনেকে ব্যবহার করিতেছেন। ইহা সেবন করিয়া যদি সকলে সুফল পান, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে অনেক গৃহস্থ ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। দুইটী বিষয়ে তাঁহারা ভুল করেন, তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করিব। ঔষধটীর বিষয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে:—

"পিপুল বিড়ঙ্গ ও সোহাগা ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঋতুকালীন দুগ্ধসহ সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।"

ঋতুকাল বলিলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে ৩ দিন বুঝায় না, ১৬ দিন বুঝায়।

"রজঃস্রাবারম্ভ দিবসাবধি ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, এই কালকে গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত কাল বলিয়া জানিবে।" [আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ]

সোহাগা খাইতে হইলে, বিশুদ্ধ সোহাগাকে [বাজারে চৌকিয়া সোহাগা বলে] খই করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সোহাগা খই করা কঠিন নহে। একখানি লোহার চাটুর উপর সোহাগা রাখিয়া, সামান্যভাবে অগ্নির উত্তাপ দিলে আস্তে আস্তে খই হইয়া যায়। পিপুল দুই প্রকারের আছে, বড় এবং ছোট। ছোট পিপুলই ব্যবহার করিবেন।

ঔষধটী স্বয়ং প্রস্তুত করিতে না পারিলে, কে, এম, দাস এণ্ড কোংর নিকট হইতে খরিদ করিতে পারেন। তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দেখুন।

কে, এম, দাস এণ্ড কোং আরও একটী ঔষধ বিক্রয় করেন। ইহা ঋতুর পর ৩ দিন প্রত্যহ খাইলে, পরিপক্ক বীজসকল বীজকোষ ও জরায়ু হইতে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং গর্ভ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই যে ঔষধটী নিষ্ফল হইয়াছে। ইহা চারিটী দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে প্রধান ৩টী দ্রব্যের গুণ উল্লেখ করিব। একটীর গুণ এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকায় [দ্রব্য গুণে] এইরূপ উল্লেখ আছে :— "অল্প মাত্রায়

আগ্নেয়, বায়ুনাশক ও উত্তেজক। সরলান্ত্র, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের উপর ইহার ক্রিয়া বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়।” দ্বিতীয়টীরও গুণ এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ— “শৈত্যকারক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, জরায়ুসঙ্কোচক, অম্লনাশক : জরায়ুঘটিত বিবিধ রোগে ইহা ব্যবস্থা করা যায়, এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব রোধার্থও ইহা ব্যবহৃত হয়।” তৃতীয় দ্রব্যটী এলোপ্যাথিক দ্রব্য গুণে নাই, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অনেক ঔষধের সহিত এবং সূতিকা প্রভৃতি নানা প্রকার স্ত্রীরোগের জন্য অল্প পরিমাণে ইহা খাইবার ব্যবস্থা আছে। মৃত সন্তান গর্ভ হইতে নিঃসৃত করিবার জন্য দুই আনা মাত্রায় অন্য দ্রব্যের সহিত খাইবারও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত, A Dictionary of Economic Products of India নামক পুস্তকে ইহার উল্লেখ আছে। এই পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ— “The root is mentioned by ancient Sanskrit and Muhamedan writers as an abortifacient and vesicant. * * * Taken internally (in small doses) it is an acrid stimulant and in large doses acts as an acro-narcotic poison in which character it is said to be not infrequently employed in Bengal. It is also taken internally for the purpose of procuring abortion. * * * In Southern India the dried comparatively inert root is in high repute as

a remedy for secondary syphillis and leprosy. * * It was known to Sanskrit writers who state that it increases the digestive powers, promotes the appetite and is useful in dyspepsia, piles, anasarca, diarrhœa, skin diseases, and other complaints. It is much used as a stimulant adjunct to other medicines."

ইহার মর্ম্মার্থ ঃ—এই মূলটী সংস্কৃত এবং মুসলমান লেখকেরা গর্ভস্রাবজনক এবং ফোস্কা উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা অল্প মাত্রায় সেবনেই উত্তেজনা ক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া উপকার করে বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে সিদ্ধি, আফিম, প্রভৃতির ন্যায় মাদকতা উৎপন্ন করে, এবং বাঙ্গলা দেশে এই অভিপ্রায়ে অনেক সময়ে ব্যবহার হয়। গর্ভস্রাব করাইবার জন্যও কখন ২ ইহার ব্যবহার হয়। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি দেশে ইহার শুষ্ক শিকড় কুষ্ঠ এবং গৌণ উপদংশ (secondary syphillis) রোগে বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ বলিয়া গণ্য করা হয়। সংস্কৃত লেখকেরা বলেন যে, ইহা খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এবং অজীর্ণ, অর্শ, শোথ, অতিসার, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি রোগের পক্ষে উপকারী। ইহা অন্য ঔষধের সহিত সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

আমার অনুমান হয়, উপরোক্ত ঔষধটী ব্যবহার করিলে স্ত্রীলোকের বীজকোষ [ডিম্বকোষ] ও জরায়ুর উপর ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং পরিপক বীজসকল বীজকোষ ও জরায়ু হইতে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং গর্ভ হইবার সম্ভাসনা থাকে না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ইচ্ছামত সন্তান উৎপাদন করা কি অস্বাভাবিক গর্হিত অথবা পাপ কার্য্য ?

গর্ভ নিবারণের বিরুদ্ধে ৩টি প্রধান আপত্তি, কেহ কেহ উত্থাপন করেন :—১ম ইহা অস্বাভাবিক, অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কর্ম্ম ; ২য়, এই সকল উপায় জানিলে স্ত্রীলোকেরা নির্ভয়ে অসচ্চরিত্র হইবে ; তৃতীয়, ইহা গর্হিত কর্ম্ম। এই সকল আপত্তি বহু প্রকারে খণ্ডিত হইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে ইহার বিরুদ্ধে দুই একটি যুক্তি প্রদর্শন করিব। বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অনেকে বাটীর উপর বজ্র নিবারক দণ্ড স্থাপিত করেন। জগদীশ্বর ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা করিবার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে বজ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বজ্রঘাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা কি তবে অস্বাভাবিক কর্ম্ম ? জগদীশ্বর সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, প্রভৃতি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিযুক্ত করিয়াছেন। নৌকা, জাহাজ, পুল প্রভৃতির দ্বারা যাতায়াত করা কি তবে অস্বাভাবিক কর্ম্ম ? রৌদ্র অথবা বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করা কি অস্বাভাবিক কর্ম্ম ? তাহা হইলে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকা, রোগ হইলে ঔষধ ব্যবহার করা, টীকা দেওয়া, ক্ষৌর কর্ম্ম করা, অস্ত্রচিকিৎসা করিবার সময় ক্লোরোফর্ম্ম ব্যবহার করা, কাপড়ের দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করা, আহারীয় দ্রব্য সিদ্ধ এবং নানা রকম মসলা দিয়া সুস্বাদু করিয়া খাওয়াও

অস্বাভাবিক এবং গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা উচিত। কেহ কেহ বলেন, যে সকল স্ত্রীলোক দুষ্প্রবৃত্তি বশতঃ রিপুবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া কুপথে যাইবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে, কিন্তু গর্ভ হইবার আশঙ্কায় কতকটা কুণ্ঠিত হয়, গর্ভ প্রতিবন্ধক উপায় জানিতে পারিলে আর তাহাদের ভয়ের কারণ থাকিবে না। একথা কতকটা সত্য, কিন্তু এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহারা স্বীয় কলঙ্ক ঢাকিবার জন্য প্রায় ভ্রূণ হত্যা করিয়া থাকে, সুতরাং গর্ভ নিবারণ উপায় জানা থাকিলে ভ্রূণ হত্যা প্রথা একেবারে লোপ হইয়া যাইবে। কিন্তু দরিদ্রতা, অভাব, ধনকষ্ট ও অন্নকষ্ট বশতঃ কতশত লোককে যে প্রত্যহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক পাপ পথে যাইতে বাধ্য হইতে হয়, তাহার গণনা করিলে কাহারও অন্তঃকরণ অবিচলিত থাকা সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বোল্লিখিত রীপুপরতন্ত্র স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হইত, তথাপি তাহাদের দমন করিবার জন্য সুচরিত্র ব্যক্তিগণের কষ্ট পাওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদিগকে অধর্ম্ম পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান কিম্বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত, এবং যে সকল পুরুষেরা উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে আনিবার চেষ্টা করে তাহাদের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়াও ভাল, কিন্তু লোক সংখ্যার আতিশয্য নিবারণ করিবার ব্যাঘাত দিয়া ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের অন্নবস্ত্রের কষ্ট বৃদ্ধি করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। নতুবা বঁটী, ছুরি, কাঁচি, কাতান, কুড়ুল প্রভৃতি রাখিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা

হত্যা হইতে পারে। দীয়াশলাই প্রস্তুত করিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা কেহ ঘরে আগুণ লাগাইতে পারে। পূর্ব্বে অনেকে স্ত্রীলোককে লেখা পড়া শিখিতে দিতেন না, কারণ লেখা পড়া শিখিলে তাহারা গুপ্ত প্রণয় পত্র লিখিতে পারিবে এবং অসচ্চরিত্র হইবার সুযোগ পাইবে। আজকাল অনেক স্ত্রীলোকই লেখা পড়া জানেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহারা কেবল গুপ্ত প্রণয় পত্র লেখেন? তদ্ব্যতীত, গর্ভ নিবারণের উপায় জানা না থাকিলে কি স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অসচ্চরিত্র হইতে পারে না? ঋতু আরম্ভ হইবার পর ১৬ দিন পরে উপগত হইলে গর্ভ সঞ্চার হয় না—ইহাই ভগবানের নিয়ম, তখন যদি কুলটা পরপুরুষের সহিত সহবাস করে, তাহা হইলে কি আমরা বিধাতার বিধানে দোষ দিব?

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর নানা প্রকার লোকের নিকট হইতে নানা প্রকার ধন্যবাদপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। নিম্নলিখিত পত্রখানিতে লেখক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া একটী গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য পত্রখানি প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

"কন্যাদায়ের প্রতিকার নামক পুস্তকখানি পাইয়া আমার যে কতদূর আনন্দ হইল, পত্রদ্বারা জানাইতে অক্ষম। আমার ৯ বৎসর বিবাহ হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৩টি কন্যা এবং ২টা পুত্র হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে ২।১ জনের রোগ সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে, সুতরাং আমার স্ত্রীর রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয়

না। তাহাকে প্রাতঃকালেই উঠিয়া আমার জন্য আহার প্রস্তুত করিতে হয়; সুতরাং অনিদ্রা ও অত্যাধিক পরিশ্রম বশত: তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে; পূর্ব্বে বেশ সুস্থ ও সবল ছিল এবং কোন রোগ ছিল না। কিছু দিন হইতে শ্বেতপ্রদর হইয়াছে, তাহাতে দিন দিন শরীর আরও খারাপ হইতেছে। ডাক্তার মহাশয় বলেন, অল্প বয়সে অনেকগুলি সন্তান হওয়ায় এবং অনিয়মে থাকায় রোগটী আরোগ্য হইতেছে না। আমার বেতন ৬১৲ টাকা। সুতরাং আমি কষ্টে সৃষ্টে একটী দাসী রাখিয়াছি, পাচিকা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। দাসীটী যখন আমার সম্মুখে থাকে, সন্তানগুলির প্রতি মুখস্থ যত্ন দেখায়। অসাক্ষাতে সামান্য সামান্য কারণে মারে, বিরক্তি প্রকাশ করে এবং গালাগালি দেয়। যদি আমার স্ত্রী রুগ্ন হইয়া শয্যাগত হয়, সন্তানগুলিকে কে দেখিবে, কে খাওয়াইবে, আমি কি খাইয়া আফিসে যাইব এবং আফিসেই বা কি প্রকারে মন দিয়া মনিবের কাজ কর্ম্ম করিব—এই সকল চিন্তা করিয়া আকুল হইয়া যাই। ইহার মধ্যে ৫টী সন্তান হইয়াছে; না জানি পরে আরও কতগুলি হইবে; তখন কি প্রকারে সংসার চালাইব? এই সকল ভাবিয়া মনে করিতেছিলাম যে স্ত্রীকে আলাহিদা রাখিয়া, আমি বাকি জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিব। আবার ভাবিতেছিলাম যে, যদি সন্তানগুলি আমার নিকট না থাকে, কে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। কেই বা আমার মতন যত্ন করিবে? এই রকম কত কি ভাবিয়া দুর্ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িয়া-

ছিলাম এবং নিরুপায় দেখিয়া ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। এমন সময় আপনার "কন্যাদায়ের প্রতিকার নামক পুস্তক খানি পড়িয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। এখন মনে হইতেছে সন্তানগুলিকে নিজের কাছে রাখিয়াই প্রতিপালন করিতে পারিব। কিন্তু আর একটী চিন্তা মনে উদয় হইতেছে। গর্ভ নিবারণ করা পাপ, কিম্বা যাহাদিগকে আমি উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করিতে পারিব না, তাহাদের জন্ম দেওয়া পাপ, অথবা আমার স্ত্রী এবং বর্ত্তমান সন্তানগুলিকে অনাথার মতন আলাহিদা রাখিয়া দেওয়া পাপ। যদি আর সন্তান না হয়, যাহা আছে তাহা-দিগকে কোন প্রকারে প্রতিপালন করিতে পারিব, কিন্তু যদি আরও সন্তান হয়, সকল গুলিরই কষ্টের সীমা থাকিবে না। * * * * * *"

পত্রের বক্রি অংশ প্রকাশ করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করিলাম না। যিনি বহু সন্তান উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে অসমর্থ হন, অথবা প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও যিনি বহু সন্তান উৎপাদন করেন তিনি যে মহাপাপ এবং গর্হিত কার্য্য করেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র আমাদেরই যে এই বিশ্বাস তাহা নহে। গণ্য মান্য মনীষীদিগেরও সেই মত; প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের বাক্য উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, যাঁহার উপদেশ উচ্চ শিক্ষিত সমাজে প্রবচনের ন্যায় ব্যবহৃত হয় এবং যাঁহার পুস্তক যতদিন ইংরাজি ভাষা

র্ত্তমান থাকিবে ততদিন সুধী সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইবে, কি বলেন দেখুন :—" Little improvement can be expected in morality until the producing large families is regarded with the same feeling as drunkenness or any other physical excess. While a man, who is intemperate in drink, is discountenanced and despised by all who profess to be moral people, it is one of the chief grounds made use of in appeals to the benevolent, that the applicant has a large family and is unable to maintain them * * * It is seldom by the choice of the wife that families are too numerous ; on her devolves (along with all the physical suffering and at least a full share of the privations) the whole of the intolerable domestic drudgery resulting from the excess. To be relieved from it would be hailed as a blessing by multitudes of women who now never venture to urge such a claim, but who would urge it, if supported by the moral feeling of the community. [*Principles of Political Economy, Book, ii, Chapter xiii*].

তাৎপর্য্যার্থঃ—যতদিন সকলে বহু সন্তানোৎপাদন করাকে মদ্যপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মের ন্যায় ঘৃণিত অথবা গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে না করিবেন, ততদিন সমাজের বিন্দুমাত্র উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। প্রকৃত নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা

মদ্যপায়ী প্রভৃতি পাপাত্মাদিগকে ঘৃণা ও অনাদর করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে যাহারা বহুসন্তান উৎপাদন করিয়া দুঃখে ও কষ্টে পড়ে, তাহাদিগকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ অনেকেই সেই সকল জীবকে দয়ার পাত্র বলিয়া মনে করেন। এ রকম করিলে কেহই সন্তান উৎপাদন কম করিবার চেষ্টা করিবে না; "ঈশ্বরের হাত" বলিয়া প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, যেন বিধাতা বৃষ্টির মতন সন্তানগুলি তাহার নিকট ফেলিয়া দেন। বহু সন্তান কেবল স্ত্রীলোকের ইচ্ছায় হয় না, কারণ সন্তান প্রতিপালন এবং সংসারের সমস্ত কাজ তাহারই উপর পড়ে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। এই সকল কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় থাকিলে, অনেক স্ত্রীলোকই যে সেই উপায় আনন্দের সহিত অবলম্বন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ যদি সমাজ তাহাদের মতের সমর্থন করে।

M. de Tocqueville, the eminent French political economist thus advocated the use of preventive means:—"Can it be called immoral in the father of a family if he should wish to have only a limited number of children proportioned to his means and to the future which his affection fondly pictures for them, and if he should not in carrying out this object condemn himself (and his wife) to the most rigorous continence? Let any one

ask himself whether it is more moral, more conscientious, to give birth to children in the midst of privations, or to prevent their being born? And let him reply."

এই সুবিখ্যাত ফরাসী অর্থনীতি বিশারদের মতে, যদি কোন ব্যক্তি অর্থহীনতা বশতঃ সন্তান প্রতিপালন করিতে অক্ষম হয়, তাহার পক্ষে সন্তান উৎপাদন করা অপেক্ষা গর্ভনিবারণ করাই ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত কর্ম্ম।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার ট্রল কি বলেন দেখুন :—"It is well understood by physicians that the health of a majority of women in civilised society is seriously impaired, and their lives greatly abbreviated by too frequent pregnancies. Thousands are brought to their grave in five, ten or fifteen years after marriage, and rendered miserable, while they do live, for this reason. And so general has this conviction become, that women all over the civilised world, and in all classes of society, are more and more resorting to expedients to prevent pregnancy" [*Sexual Physiology, by Dr. R. T. Trall.*]

এই বিখ্যাত আমেরিকান ডাক্তারের মত এই যে, শীঘ্র শীঘ্র গর্ভ হইলে সভ্য সমাজে স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য অতি সত্বর ভগ্ন হইয়া যায়, এবং তাহারা অধিক দিন জীবিত থাকে না। বিবাহ হইবার পর ৫, ১০, অথবা ১৫ বৎসর মধ্যে

নানা প্রকার রোগে তাহাদের জীবন কষ্টকর এবং ভারগ্রস্থ হইয়া পড়ে এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ইহলোক পরিত্যাগ করে। এই সত্যটী সভ্য সমাজে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে তাহারা গর্ভ নিবারণের জন্য দিন দিন নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন গর্ভ নিবারণ করা গর্হিত কর্ম্ম। তাঁহাদের ধারণা গর্ভ হওনের ব্যাঘাত দেওয়া ও ভ্রূণ হত্যা করা একই কথা। সন্তান গর্ভস্থ হইবার পর, তাহার প্রাণ নষ্ট করিবার নাম ভ্রূণ হত্যা : ইহা মহাপাপ, কিন্তু শুক্রকে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে কোন দোষ হইতে পারে না। যদি ইহাতে দোষ হইত, তাহা হইলে যে সময় স্ত্রীলোকের গর্ভ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, কিম্বা গর্ভ হইবার পর, অথবা বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দোষী হইতে হয়। যদি গর্ভ নিবারণের দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির অপকার করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে গর্হিত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকে কি রকম গর্হিত কর্ম্ম করে, না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না. ইহা আমাদের নিজের কথা নহে, ডাক্তার যত্নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত বিখ্যাত ধাত্রী শিক্ষা (নবম সংস্করণ) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বারে বারে পেট পড়ে যাওয়া যেমন কোন কোন পোয়াতির অভ্যাস পেয়ে যায়, বারে বারে সন্তান নষ্ট হওয়াও সেই রকম অনেক পোয়াতির অভ্যাস পেয়ে যায়। এই

সব পোয়াতিকে লোকে মড়ুঞ্চে পোয়াতি বলে। মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তান রক্ষা করা বড় কঠিন। যে পোয়াতি দেখলে, যে উপরোউপরি দুটি সন্তান প্রায় ঠিক এক সময়েই গেল, সেই পোয়াতির জেনো যে ঐ দোষটী জন্মাল। এ দেখেও যদি সাবধান না হ'লে, তা হলেই ও দোষটী পেকে দাঁড়াল। বছর বছর একটী করে ছেলে হবে, আর নষ্ট হবে। এদিকে গর্ভ সঞ্চার হবে, ওদিকে আবার সন্তানটী মারা যাবে. মড়ুঞ্চে পোয়াতির লক্ষণই এই। * * মড়ুঞ্চে পোয়াতিরা কি বলে সন্তান কামনা করে? * * যখন জানচ যে, সন্তান হলেই নষ্ট হবে. তখন কি বিবেচনায় পেটে আবার সন্তান ধরবে? মনে মনেও একবার ভাবতেও হয় যে. সন্তান রক্ষা করিবার কোনও উপায় করিলাম না, কি বলিয়া আবার পেটে সন্তান ধরি। এতে কি কোন পাপ নাই ভাবচো নাকি? বাপ মা দুয়েরই এতে সমান পাপ আছে। * * * একজন যদি বলে যে অমুক পোয়াতির ছেলেটী কোন কৌশল করে যদি মেরে ফেলতে পার, তা হলে তোমার সন্তান রক্ষা পায়। সন্তান রক্ষার জন্য এ রকম পাপ করতেও পেছুই না। এই কি উচিত? পশুতেও ত এমন গর্হিত কর্ম্ম করে না। পরের মন্দ করে, যদি কখনও আপনার ভাল করতে পারে, সে ভাল কি চিরকাল থাকে মনে কর? কখনই না। তা না হলেই কি হল? ইহকালত গেল, পরকালও গেল, কেমন নয়? * * অনেক মড়ুঞ্চে পোয়াতি দেখেছি তেমাথা পথে ঘাটে এখানে

ওখানে তুক করে। তার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, অন্য পোয়াতিতে সেই তুক মাড়ালে কি ডিঙুলে মন্দ হবে, আর যে তুক করেছে, তার দোষ কেটে যাবে। এ ছাড়া অন্য পোয়াতির প্রথম ছেলের মাথার চুল কেটে নিয়েও মন্দ করতে দেখা গিয়াছে। এতে নিজের ভাল হোক্, বা না হোক্, পরের মন্দ চেষ্টা করাত হয়। * * তবেই দেখ এতে কত অধর্ম্ম। পরের মন্দ করে আপনার ভাল হবে, এ যদি নিশ্চয়ই জানতে পার, তবু পরের মন্দ করা কখনও উচিত নয়। এ ছাড়া পরের মন্দ করলে ঈশ্বর তার কখনও ভাল করেন না। পোয়াতিদের এটী বিশেষ করে জেনে রাখা উচিত। * * আগেই বলেছি যে, এ রোগের কেবল একটী মাত্র উপায় আছে। মড়ুঞ্চে পোয়াতি যদি এক বছর কি দেড় বছর কাল স্বামী সহবাস পরিত্যাগ করে, তা হলে তার দোষ কেটে যায়। * * তার পর গর্ভ হলে সেই গর্ভে যে সন্তান হবে, সে স্বচ্ছন্দে থাকবে। এই হলেই পোয়াতির দোষ কেটে গেল। এমন উপায় থাকতে মা, বাপ, যেন কখনও পশুর মত কাজ করে না। * * একি কম দুঃখের কথা যে, অমুক পোয়াতির পাঁচটী অমুকের সাতটী, অমুকের দশটী, অমুকের বারটী সন্তান উপরো উপরি নষ্ট হয়েছে। এত গুলি সন্তান বছর বছর মরতে দেখা কি রকম ধর্ম্ম, তা ত বুঝতে পারিনে। আর ছাই, মিন্সেদের একটু লজ্জা কি ধর্ম্ম ভয় নাই!"

মিসেসদের লজ্জা ধর্ম্ম থাক বা নাই থাক, বাক বিতণ্ডা করিবার ক্ষমতা বেশ আছে। আমরা এই সকল মিসেসদের জিজ্ঞাসা করি, যদি উপরোক্ত গর্হিত ও পাপ কর্ম্ম না করিয়া কেহ ২।৩ বৎসর গর্ভ নিবারণ উপায় অবলম্বন করিয়া সন্তানোৎপাদন স্থগিত রাখেন, তাহাতে কি দোষ হয়? যদি ইহার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির অপকার হয়, তাহা হইলে ইহাকে গর্হিত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। আমরা বলি, যদি তুমি সন্তান উৎপাদন করিয়া তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি গর্হিত কর্ম্ম করিবে। যদি তোমার স্ত্রী রুগ্ন হয়, এবং তোমার অনুরোধে, তোমাকে তাহার নিকট যাইতে দেওয়ায়, গর্ভ সঞ্চার হয় এবং তজ্জন্য তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, অথবা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমার কার্য্য গর্হিত, নিন্দনীয় ও মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিব। এ রকম ঘটনা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। স্ত্রী অত্যন্ত রুগ্ন, সেই অবস্থায় গর্ভ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে—এরূপ ঘটনাও বিরল নহে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রাড্‌ল সাহেব এবং শ্রীমতী আনি বেশাণ্ট অশ্লীল পুস্তক প্রকাশ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিচার ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড কোবর্ণের নিকট (জুরির সাহায্যে) হইয়াছিল। এই মোকদ্দমায় লর্ড কোবর্ণ (Cockburn) জুরির প্রতি যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"I come to the plain issue before you. Knowlton goes into the physiological details connected with the functions of the generation and procreation of children. The principles of this pamphlet, with its details, are to be found in greater abundance and distinctness in numerous works to which your attention has been directed; and having these details before you, you must judge for yourselves whether there is anything in them which is calculated to excite the passions of man and debase the public morals. If so, every medical work is open to the same imputation. * * Knowlton points out as a physiological fact established by long experience, and consistent with the present scientific theory of the subject of procreation—that if conjugal intercourse is avoided at a particular period, and within a certain time of menstruation, conception cannot take place—in fact, it becomes physically or all but physically impossible. Now, suppose a married man and woman with limited means and having as many children as they can maintain, were to come to the resolution to avoid conjugal intercourse at the particular period, at which the conjugal intercourse mainly produces its natural result, would that be an immoral course of proceeding? If it would be an immoral course of proceeding,

the man who recommends an immoral course of proceeding in an open publication is guilty of an offence againt the law. Another artificial check is suggested. (His Lordship here referred to the practice "of withdrawal immediately before emisson" Knowlton page 39.) These are very unpleasant details in a public court, but we must deal with them. Is that inconsistent with morality? There may be a certain degree of indelicacy in the suggestion; but the question for your dicision and for your dicision only is, whether it would have the effect of corrupting the morals of those persons who resort to the practice. A man and woman say: 'We have more children than we can supply with the common necessaries of life; what are we do? Let us have recourse to this contrivance.' Then gentlemen, you should consider whether that particular course of proceeding is inconsistent with morality—whether it would have a tendency to degrade and deprave the man or woman."

এখন আমরা বিচারপতি উইণ্ডেয়ারের (Justice Windeyer) মত উদ্ধৃত করিব। Law of Population অশ্লীল কি না, এই সম্বন্ধে ১৮৮৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি রায় দিয়াছিলেন। "How could it be urged by any reasonable being that the wish of married people to bring no more children into

the world than they could support, and the adoption of the necessary precautions to effect that wish, would be immoral? Instead of poor, let a case of consumptive parents be taken, or of parents one of whom has developed symptoms of insanity. Who can suppose that any jury would regard any means adopted by them to prevent the procreation of a number of children diseased and rickety, or certain to inherit a trace of insanity, would be otherwise than natural and right, and the adoption of any means that medical science could suggest to prevent it, not only not immoral, but laudable in the highest degree? If it is not immoral to do what the pamphlet advocates, it seems to me impossible to argue that the mere advocacy itself is a penal offence. The question is, Where does the immorality come in? Wrongs can only be regarded as such in their relation to others, or as self-regarding. Is there in the adoption of preventive intercourse, any invasion of the right of others? Certainly none. The use of the preventive checks can only be viewed as a possible wrong in the light of a self-regarding one. How can it be urged with any show of sound reason, that the use of preventive checks (adopted, perhaps, from the determination not to bring into the world children that

cannot be even fed) can be morally injurious to persons animated by a sense of duty founded upon the noblest altruism? * * * Take the case of a woman married to a drunken husband, steadily ruining his constitution and hastening to the drunkard's doom, loss of employment for himself, semi-starvation for his family, and finally death without a shilling to leave those whom he has brought into the world, but armed with the authority of the law to treat his wife as his slave, ever brutally insisting on the indulgence of his marital rights. Where is the immorality, if already broken in health from unresting maternity, already having a larger family than she can support when the miserable bread winner has drunk himself to death, the woman avails herself of the information given in this book, and so averts the consequences of yielding, perhaps under threats o violence, to her husband's brutal insistence on his marital rights. Already weighted with a family that she is unable decently to bring up, the immorality, it seems to me, would be in the reckless and criminal disregard of precautions, which would prevent her bringing into the world daughters, whose future out-look as a career would be prostitution; or sons whose inherited taint of alcoholism would soon drag them down with their

sisters to herd with the seething mass of degenerate and criminal humanity that constitutes the dangerous classes of great cities."

সংক্ষিপ্ত মর্ম্মার্থ :—যদি কোন পিতামাতা বলেন,—আমরা যতগুলি সন্তান ভরণপোষণ করিতে পারি, তদপেক্ষা অধিক সন্তান উৎপাদন করিব না, এবং আমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করিব, তাহা হইলে কি কোন বিবেচক ব্যক্তি বলিতে পারেন যে তাঁহাদের কার্য্য নীতি বিগর্হিত? আচ্ছা, এখন দরিদ্র ব্যক্তিদিগের কথা ছাড়িয়া দিয়া যক্ষা রোগাক্রান্ত অথবা উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত পিতামাতার বিষয় বিবেচনা করা যাক্। তাঁহাদের যদি সন্তান হয়, তাহা হইলে ঐ সন্তানেরা যে খুব সম্ভবতঃ রুগ্ন অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় যদি উক্ত পিতামাতা গর্ভ নিবারক দ্রব্যের দ্বারা সন্তান উৎপাদন না করেন, তাহা হইলে, পৃথিবীতে এমন কোন জুরি আছে, যাঁহারা বলিতে পারেন যে উক্ত পিতা মাতা যুক্তিসঙ্গত, ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত ও অত্যন্ত প্রশংসাজনক কর্ম্ম করেন নাই? যদি উক্ত প্রকারে গর্ভ নিবারণ করা গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য না করা হয়, তাহা হইলে যাঁহারা গর্ভ নিবারক উপায় অবলম্বন করিতে সুপরামর্শ দেন, তাঁহাদের কর্ম্ম কোন প্রকারে গর্হিত অথবা দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না। মনে করুন কোন স্ত্রীলোকের মাতাল স্বামী অতিরিক্ত নেশা করিয়া প্রত্যহ উপার্জ্জন করিতে পারে

না, এবং যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহার অধিকাংশ নেশাতেই নষ্ট করে, সুতরাং সপরিবারে অর্দ্ধাশনে থাকে এবং মৃত্যুকালে স্ত্রীপুত্রাদির জন্য এক কপর্দ্দকও সম্বল রাখিয়া যাইতে পারিবে না : এদিকে প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং সন্তানেরা শিক্ষা ও যত্ন অভাবে অসৎ সঙ্গে মিশিয়া দুশ্চরিত্র হইতেছে। স্ত্রী স্বয়ং প্রায় অৰ্দ্ধাহারে থাকে এবং সন্তানগুলিকেও পেট ভরিয়া খাওয়াইতে পারে না, সুতরাং তাহার স্বামীকে যদি সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে নিষেধ করে অথবা ব্যাঘাত দেয়, তজ্জন্য তাহাকে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়! এমন অবস্থায় ঐ স্ত্রী যদি গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহা হইলে কি তাহার কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে? বরং গর্ভ নিবারণের উপায় জানিয়াও, যদি সে ইহা ব্যবহার না করে, আমার মতে, তাহার কার্য্য অতি গর্হিত ও নিন্দনীয়, এবং তাহাকে পাতকী ও অপরাধী বলিয়া গণ্য করা উচিত।

এইরূপ অনেক মত আমরা উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে করিলাম না। কেবল আরও একটী সত্য ঘটনার উল্লেখ করিব। একজন স্ত্রীলোকের স্বামী সামান্য উপার্জ্জন করেন। ২বৎসরের মধ্যে ২টী সন্তান হইয়াছে। দ্বিতীয় সন্তানটী হইবার পর হইতে স্ত্রী শরীরে বল পান নাই, সর্ব্বদাই দুর্ব্বল এবং মধ্যে মধ্যে অসুস্থ থাকেন, সাংসারিক কার্য্য করিতে বড়ই কষ্ট হয়, সন্তান দুইটীও যথোচিত আহার ও যত্নাভাবে রুগ্ন থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বামীর বেতন সামান্য সুতরাং

অর্থাভাব বশতঃ স্ত্রী কিম্বা সন্তানগুলির চিকিৎসা হয় না. এমন কি পুষ্টিকর আহারও পান না। এই সকল কারণ বশতঃ স্ত্রী একবার আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প অথবা চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন যদি ঐ স্ত্রী গর্ভ নিবারক দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহা হইলে কি কেহ তাঁহাকে দূষিতে পারে?

এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জন ষ্টুয়ার্ট মিল মহোদয়ের (John Stuart Mill) মত পরিশিষ্ট সি (C) তে বিশদ ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বন্ধ্যাত্বের কারণ ও আরোগ্যের উপায়।

গর্ভ নিবারণের বিষয় সবিস্তারেই বোধ হয় লেখা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনের বিষয় কিছু বলিব।

রমণী সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্র স্বরূপ যেমন শস্যবিহীন ক্ষেত্র, ভীষণ প্রান্তর, বালুকাময় মরু, পত্র ও ফল শূন্য বৃক্ষ, পুষ্পশূন্য তরু, প্রভৃতি নয়ন রঞ্জক হয় না, যেমন বৎসহীনা গাভী গৃহস্থের যত্নের বস্তু হয় না, তেমনি সন্তানহীনা রমণী ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় আদরণীয়া হন না।

বন্ধ্যাদোষ নানা কারণে হয়, তন্মধ্যে যন্ত্রগত দোষই ইহার একটী প্রধান কারণ। অতিরিক্ত সহবাস করিলে, গর্ভাশয়

ও ডিম্বকোষের নানা প্রকার পীড়া থাকিলে, শ্বেতপ্রদর অথবা রক্তপ্রদর রোগ থাকিলে, অধিকদিন পীড়ায় ভুগিয়া শরীর ক্ষীণ হইলে, অধিক মানসিক পরিশ্রম করিলে, অথবা বিলাসী হইলে, এই দোষ উৎপন্ন হয়। যাহারা অধিক পরিশ্রম করে তাহাদের এই দোষ প্রায়ই দেখা যায় না। বন্ধ্যাতা কখন পৈতৃক, কখন বা নিজ শরীরজাত, কখন বা অল্পকালস্থায়ী, কখন বা দুরারোগ্য হইতে দেখা যায়। স্বামীর দোষেও স্ত্রী কখন কখন নিঃসন্তান হয়। সুতরাং কোন স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হইলে প্রথমে অনুসন্ধান করিতে হইবে তাঁহার স্বামীর কোন দোষ আছে কি না : দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ঋতু, ডিম্বকোষ অথবা জরায়ুসংক্রান্ত কোন দোষ আছে কিনা। যদি এই সকল দোষ না থাকে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, নতুবা ঐ সকল রোগের চিকিৎসা প্রথমে করা উচিত। কি কি প্রধান কারণে স্ত্রীলোক নিঃসন্তান হয় এবং কি উপায়েই বা সেই সকল কারণ দূর করিতে পারা যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সঙ্গমশক্তি সত্ত্বেও পুরুষ বন্ধ্যা হইতে পারে, পুরুষের জননশক্তি, শুক্রকীটের পূর্ণতা ও সুস্থতার উপর নির্ভর করে। পুরুষ মেহ অথবা অন্য কোন রোগগ্রস্ত হইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, বীর্য্যে শুক্রকীটের অল্পতা অথবা অপরিপুষ্টতা বা সম্পূর্ণ অভাব হয় ; এরূপ শুক্রে সন্তান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দোষটা সাধারণতঃ স্ত্রীর স্কন্ধেই পড়ে, সুতরাং দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাঁহাকেই গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা

সন্তানের জন্য পুনরায় বিবাহ করিতে চাহেন. তাঁহাদের ঐ বিষয়টী বিশেষ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তদ্ব্যতীত ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিয়া সকলেই সফল মনোরথ হইতে পারেন না। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর প্রথম স্ত্রীর সন্তান হইতেও দেখা যায়। পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারে অশান্তির বীজ বপন করিবার এবং স্ত্রীর মনে যাবজ্জীবন কষ্ট দিবার পূর্ব্বে এ বিষয়টী ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। যে স্বামী সন্তান কামনায় ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন তাঁহাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব :—যদি আপনার কোন রোগ বশতঃ আপনার স্ত্রীর সন্তান না হয় এবং তজ্জন্য যদি আপনার স্ত্রী অন্য পুরুষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আপনার মনে কষ্ট হয় কিনা? যদি হয়, আপনার ভার্য্যান্তর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে।

"অপ্রিয় নিজের নিকট কিরূপ লাগে, ইহা জানিয়া শুনিয়া মনুষ্য কখনও সেরূপ আচরণ করিবে না যেরূপ আচরণ সে অন্যের নিকট পাইতে চায় না।" [মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব]

খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্মেও তাহাই লেখা আছে।

নিম্নলিখিত কারণে ও পুরুষ বন্ধ্যা হইতে পারে :—

অণ্ডকোষের কোন দোষ অথবা রোগ বশতঃ বীর্য্য নিঃসারক মার্গের কোন অবরোধ অথবা মূত্রনালীর সঙ্কোচ প্রভৃতি থাকিলে সন্তান হয় না।

ভ্রূণ দেহে অণ্ডকোষ উদরগহ্বরে থাকে : ৮ মাসে উহারা নিম্নের কোষে নামিয়া আইসে। কোন কারণে অণ্ডকোষদ্বয় উদর বা কটিদেশের কোন স্থানে থাকিয়া যাইলে, তাহারা তথায় পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হইবার সুবিধা পায় না, সুতরাং উহা পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট শুক্রকীট উৎপাদন করিতে না পারায় এ প্রকার ব্যক্তি প্রায় বন্ধ্যা হয়।

লিঙ্গমুণ্ড, মুদো বা চর্ম্মদ্বারা আবৃত থাকিলে, শুক্র নির্গমনের ব্যাঘাত বশতঃ শুক্র ও সঙ্গমশক্তি সত্ত্বেও পুরুষ বন্ধ্যা হইতে পারে।

যেমন বহু পুরুষগামিনী স্ত্রীলোকদিগের সন্তান সহজে হয় না তদ্রূপ বহু স্ত্রীলোকগামী পুরুষদিগেরও সন্তান সহজে হয় না। ইহা যে নিশ্চয় বন্ধ্যাত্ব উৎপাদন করে, তাহা নহে, তবে বন্ধ্যা হইবার ইহাও একটী কারণ। বেশ্যাদিগের মধ্যে অনেকেই যে বন্ধ্যা হয়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। বেশ্যা যদি পরে একজনের দ্বারা রক্ষিতা হয় তখন তাহার সন্তান হইতে দেখা যায়। কি প্রাকৃতিক নিয়মে এইরূপ ঘটে এ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চয়রূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (২৪ পৃষ্ঠা দেখুন) যে স্ত্রীলোকের ঋতুসংক্রান্ত কোন দোষ না থাকিলে বন্ধ্যা হইবার বড় ভয় থাকে না। যে সকল স্ত্রীলোক দেখিতে রুগ্ন বা নিস্তেজ, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই ঋতুদোষ থাকে। ঋতুদোষ না থাকিলে জরায়ু সাধারণতঃ নীরোগ ও সুস্থ হয়, এবং জরায়ু নীরোগ হইলে গর্ভধারণ ক্ষমতা এবং সুস্থ সবল ও নীরোগ

সন্তান হইবার বড় ব্যাঘাত থাকে না। যদি ঋতু বা জরায়ু সংক্রান্ত কোন রোগ থাকে, ঐ রোগ আরোগ্য হইলে সন্তান হয়। কোন কোন স্ত্রীলোক বিবাহের পর ১০।১২ বৎসর বন্ধ্যা থাকিয়া পরে অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। কোন কোন স্ত্রীলোক বিবাহের পর ২।১টী সন্তান প্রসব করিয়া বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইয়া আর সন্তান প্রসব করেন নাই। কোন ২ স্ত্রীলোক, ২।৩টী সন্তান হইবার পর ৭।৮ বৎসর বন্ধ্যা থাকিয়া, পুনরায় সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া যদি স্ত্রীলোকের স্থূলতা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। ইহার উপর আবার যদি নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়ামাদি না করা হয়, তাহা হইলে বন্ধ্যাত্ব সুনিশ্চিত। (স্ত্রীলোকের ব্যায়ামাদির বিষয় পুনরায় উল্লেখ করিব।) আমাদের দেশের বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা যাঁহারা আলস্যপরবশ ও ভোজন বিলাসিনী হইয়া, ক্রমাগত বসিয়া বা শুইয়া দিন কাটান, তাহারা যে প্রায় সন্তানলাভে বঞ্চিতা হন, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। গরিব স্ত্রীলোকেরা নিয়মিত পরিশ্রম ও সামান্য খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া প্রায়ই অধিক সন্তানবতী হইয়া থাকেন; কখনও বা ৪।৫টী সন্তান এককালে গর্ভে ধারণ করেন।* বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এই বিষয়ে

---

* Dr. Loudon, an English physician, had a theory that under-feeding encoursged procreation, and cites in defence of this idea, how that a lady, who had possessed ample

অনবধানবশতঃ ধনাঢ্যগণকে পুত্ররত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অনেকস্থলে দেখা যায় যে, কোন কোন স্ত্রীলোক ২।১টী সন্তান প্রসবের পর অত্যন্ত মোটা হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সন্তান হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু পীড়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ যদি সেই স্ত্রীলোক পুনরায় রোগা হইয়া যান, তবে তাঁহার পুনরায় সন্তান হইয়া থাকে। মোটা হইলেই যে বন্ধ্যা হয় তাহা নহে, অনেক স্ত্রীলোক মোটা হইয়াও পুত্রবতী হন; স্ত্রীলোকের মেদাধিক্য হইলে তাঁহাদের আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়াদি ভালরূপ হয় না এবং ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া সহজেই হয়, সুতরাং তাঁহারা প্রায় বন্ধ্যা হন।

স্থূলতাবশতঃ বন্ধ্যা হইলে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিলে সন্তান হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে। যদি যথানিয়মে শারীরিক পরিশ্রম অথবা ব্যায়ামাদি এবং লঘু, সুপাচ্য ও সামান্য ভোজন করিতে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই ফলবতী হইতে পারিবেন; নিম্নে যে গুটিকতক নিয়মের

---

means and remained sterile, became fertile as soon as she had lost her fortune; and theorists of this school say that in Selogne, France, it is found that the carps, . which are abundantly fed in certain ponds, do not breed until they are put into other ponds where they are half-starved. They seem to admit however that whilst the female sex is likely to engender more rapidly when not highly fed, poor living tends to make the male sex less prolific. [*"Population Question" by Dr. C. R. Drysdale p 7 of 1892 Edition.*]

উল্লেখ করিতেছি তাহা পালন করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন। সন্ধ্যার পর অর্থাৎ অন্ধকার হইবার পর, জৈন-দিগের ন্যায় আহারাদি করিবেন না ; কেবল মাত্র জল পান করিতে পারেন। ভোজন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিবেন। অতিভোজন করিবেন না ; আহার করিবার পর যদি আলস্য বোধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অতি ভোজন হইয়াছে। এরূপ ভোজন করিবেন যাহাতে আহারের পর বেড়াইতে কষ্ট বোধ না হয়। প্রাতঃকালে ক্ষুধা বোধ করিলে আহার করিতে পারেন, কিন্তু সন্ধ্যাভোজন যেন গুরুতর না হয়। সহবাস সাধ্যমত কম করিবেন। ইচ্ছা প্রবল হইলে রাত্রির শেষ প্রহরে দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিবার পর জানুদ্বয় একত্রিত করিয়া যতক্ষণ সম্ভব স্ত্রীজননেন্দ্রিয় মধ্যে বীর্য্য ধারণ করিবার চেষ্টা করিবেন। কোন দিন একবারের অধিক সঙ্গম করিবেন না। ঔষধের উপর অধিক নির্ভর করিবেন না এবং কোন তেজস্কর ঔষধ খাইবেন না, তবে সামান্য কোন ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন। কে, এম, দাস এণ্ড কোং নাগেশ্বর, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রভৃতির দ্বারা সন্তান উৎপাদনের জন্য যে ঔষধ প্রস্তুত করেন, মন্দ নয়। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া অনাবৃত স্থানে বেড়াইবেন। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া অনাবৃত স্থানে বেড়ান, বন্ধ্যা দোষ নিবারণের একটী প্রধান উপায়। * প্রাতঃস্নান করিবেন, অথবা স্রোতের

* Let a young wife, if she be anxious to have a family and healthy progeny, be in bed betimes. It is impossible

জলে স্নান অভ্যাস করিবেন। পুষ্পবৃক্ষ রোপন ও তাহাতে জল সেচন বা পুষ্পচয়ন প্রভৃতিতে বেশ আমোদ ও পরিশ্রম উভয়ই হইতে পারে। বাটনা বাটিতে অভ্যাস করিলে, হস্ত, পৃষ্ঠ, জানু, কোমর প্রভৃতির পেশীসকল দৃঢ় হয়।

শ্রমদ্বারা সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিতিস্থাপক, দৃঢ় ও পূর্ণাকার প্রাপ্ত হয়। শ্রম কালে রক্তস্রোত সকল স্থানে পরিচালিত হইয়া রক্তসঞ্চালনের সমতা রক্ষা করে, তাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রসকলের ক্রিয়াদি উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়। সকলেই জানেন শ্রমজীবীরা ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অনিদ্রা ইত্যাদি পীড়া প্রায় ভোগ করে না, শ্রম করিলে ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া হয় না। যাহারা নিয়মিতরূপে দৈহিক শ্রম করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত

---

that she can rise early in the morning unless she retires early at night. * * If you are desirous of having family, if you wish to be strong, if you desire to retain, your good looks and your youthful appearance, rise betimes in the morning: if you are anxious to lay the foundation of a long life, jump out of bed the moment you are awake Let there be no dallying, no parleying with the enemy or the battle is lost, and you will never after become an early riser. The early risers make the healthy, bright, long-lived wives and mothers. But if a wife is to be an early riser she must have a little courage and determination; great advantages in this world are never gained without, but what is either man or woman good for, if they have not those qualities. [*Dr. Chavasse's Advice to a Wife.*]

স্থিতিস্থাপক থাকাতে সন্তান প্রসব তাহাদের পক্ষে অতি সহজেই হইয়া থাকে। পল্লিবাসী অবলাদের মধ্যে যাঁহারা বিশুদ্ধ বায়ুতে পর্য্যাপ্ত দৈহিক শ্রম করেন, মাসিক ঋতু তাঁহাদের অতি সহজে হইয়া থাকে, ঋতু ও জরায়ু সম্বন্ধীয় পীড়া তাঁহাদের মধ্যে অতি বিরল। হিষ্টিরিয়া বা গুল্মবায়ু পীড়া তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দেখা যায় না এবং প্রসবাদি জননকার্য্য এত সহজে হয় যে, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হয় না। কষ্টরজঃ, রজোলোপ, রজোধিক্য, শ্বেতপ্রদর, জরায়ুর স্থানচ্যুতি পীড়া তাঁহারা জানেন না। শ্রম জন্য তাঁহাদের বস্তিগহ্বর প্রশস্ত, মাংসপেশী বলবান, দৃঢ় ও পূর্ণ এবং জননেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলির গঠন পূর্ণাকার ও উহাদের বন্ধনি দৃঢ় হওয়াতে স্থানচ্যুত হইতে পারে না। বিলাসিনী নারীগণের অবস্থা স্বতন্ত্র, গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমনই, তাঁহাদের শ্রমের সীমা; তাঁহাদের বস্তিদেশের পেশীসকল ক্ষুদ্র ও শিথিল হয়। *

* Rich and luxurious ladies are less likely to be blessed with a family than poor and hard-worked women. But if the hard-worked be poor in this world's goods, they are often rich in children, and "children are a poor man's riches." Here is, with a vengeance, compensation! Compensation usually deals very justly both to man and woman-kind. For instance, riches and childlessness, poverty and children, laziness, and disease, hard work and health, a hard-earned crust and contentment, a gilded chamber and discontentment—

"These are ofttimes wedded as man and wife,
And linked together, hand in hand, through life."

যৌবনোদয় হইলে স্তন ও অন্যান্য বাহ্য জননেন্দ্রিয়গুলি পূর্ণাকার প্রাপ্ত হইতে থাকে, কিন্তু দৈহিক শ্রমাভাবে জরায়ু,

Riches seldom bring health, contentment, many children, or happiness; they more frequently cause disease, discontent, childlessness, and misery. The indulgences and vices of prosperity are far more fatal than the privations entailed by any English form of distress. Riches and indolence are often as closely united as the Siamese twins: disease and death frequently follow in their train. "Give me neither poverty nor riches" was a glorious saying of the wisest of men. It has been thought by some that a diet, principally consisting of milk, butter-milk, and vegetables, is more conducive to fecundity than a diet almost exclusively of meat. In illustration of this view, the poor Irish, who have usually such enormous families, live almost exclusively on butter-milk and potatoes; they scarcely eat meat from year's end to year's end. Riches, if they prevent a lady from having children, are an evil and a curse, rather than a good and a blessing; for, after all, the greatest treasures in this world are "household treasures"—healthy children! If a wife be ever so rich, and she be childless, she is, as a rule, discontented and miserable. Many a married lady would gladly give up half her worldly possessions to be a mother; and well she might—children are far more valuable. I have heard a wife exclaim with Rachael, "Give me children, or else I die." Truly the love of children is planted deeply in woman's heart. "The love of children is woman's instinct." [*Dr. Chavasse's Advice to a Wife.*]

ডিম্বকোষ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি বালিকাবস্থার ন্যায় অপূর্ণ থাকে, ক্ষুদ্রাকার গর্ভাশয়টী শিথিল ভাবে অবস্থিতি করে। যতদিন না সহবাস হয়, এই সকল শোচনীয় অবস্থা গুপ্ত থাকে। কিন্তু সহবাস আরম্ভ হইলেই তাহাতে উত্তরোত্তর বস্তিগহ্বরের তলদেশ শিথিল হওয়াতে জরায়ুকোষ স্থানচ্যুত হয়, ইহা বাম, দক্ষিণ, অগ্র বা পশ্চাৎদিকে বক্র হইয়া যায় এবং নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে ; এই অবস্থায় সহবাস হেতু সংঘর্ষনে জরায়ু মুখে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বিলাসিনী কামিনীগণের অনেকেরই কষ্টরজঃ, রজোধিক্য, রজোলোপ, তলপেটে বেদনা, হিষ্টিরিয়া, বন্ধ্যাতা ইত্যাদি পীড়ার মধ্যে একটী বা একাধিক বিদ্যমান থাকে। বিলাসী নারীর প্রসব ক্রিয়া অতিশয় কষ্টকর, প্রায়ই ধাত্রী, চিকিৎসক ও ঔষধের আবশ্যক হয়।

অনিয়মিত সঙ্গম। ইহাও বন্ধ্যাতার একটী বিশেষ কারণ। অতিরিক্ত রমণ এবং তৎসঙ্গে স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা অধিক কাল রমণ করা উভয়ই বন্ধ্যাতার কারণ। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে এবং বারম্বার এইরূপ সঙ্গম হইলে বন্ধ্যাতা নিশ্চয়ই ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। কোন কোন স্ত্রীলোকের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা এত প্রবল যে রমণ আরম্ভ করিলেই তাঁহারা সহজে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে রেতঃক্ষরণ হইয়া থাকে। এরূপ স্ত্রীলোকের রোগ যতদিন আরোগ্য না হয়, ততদিন সন্তান হইবার সম্ভাবনা কম। স্ত্রী পুরুষ

উভয়ের এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত। চিকিৎসা করিলে এ রোগ আরোগ্য হইতে পারে। অতিশয় রমণ হইতে নিরস্ত থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষেরও যদি এই রকম রোগ হয়, তাহা হইলে উহা আরোগ্য করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক।

রক্তহীনতা (Chlorosis)। ইহাও বন্ধ্যতার একটী কারণ। রোগ আরোগ্য হইলে এবং পুষ্টিকর আহার করিয়া দেহ সবল হইলে বন্ধ্যতা নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনরায় গর্ভ হয়। প্রবল রক্তাল্পতা রোগে নানাবিধ আনুসঙ্গিক পীড়া উপস্থিত হয়। এই রোগ হইলে শরীরের বর্ণ ফেকাশে, চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি ও হস্ত পদের নখদেশ পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত সার্ব্বাঙ্গিক লক্ষণও প্রকাশ পায়, যথা,—আলস্য, দৌর্ব্বল্য, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকার, শরীরের শীতলতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, পরিপাক বৈলক্ষণ্য, শিরঃপীড়া, মস্তক ঘূর্ণন, স্নায়ুশূল, শোথ ইত্যাদি। শরীরের পুষ্টিসাধন ও রক্তের অবস্থা উন্নত করাই চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ পুষ্টিকর পথ্যাদি এবং রক্তকারক ঔষধ ব্যবহার্য্য। রক্তহীনতা পীড়ায় লৌহ ঘটিত ঔষধই একমাত্র উপযোগী।

ডিম্বকোষের ব্যাধি। ডিম্বকোষ প্রদাহ বশতঃ নষ্ট হইলে, সন্তান সম্ভাবনা থাকে না।

ডিম্বকোষের অপূর্ণবিকাশ। ভ্রূণাবস্থায় ডিম্বকোষ যদি দোষস্থ হয়, তাহা হইলে তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। চিকিৎসা দ্বারা এই দোষ আরোগ্য করা দুঃসাধ্য।

ডিম্বকোষ বিহীনতা। কোন কোন স্ত্রীলোককে জন্মাবধি ডিম্বকোষ বিহীন দেখা যায়। তাহাদের ঋতু হইতে পারে, কিন্তু গর্ভাধান হইতে পারে না। এই সকল স্ত্রীলোকের আকৃতি প্রায়ই পুরুষদিগের মতন হইয়া থাকে, কাহারও কাহারও দাড়ি, গোঁপও বাহির হয়। ইহারা জন্মবন্ধ্যা, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে না।

উপদংশ ও পারদ প্রয়োগ। ইহা বন্ধ্যতার একটী বিশেষ কারণ। আরোগ্য হইবার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উপদংশ বিষ শরীরে থাকিলে সহজে গর্ভ হয় না, এবং যদি হয়, গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অথবা রুগ্ন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। উপদংশ বিষজনিত বন্ধ্যতা আইওডাইড্ অব্ পটাশের দ্বারা আরোগ্য হইতে পারে।

মেহ। যদি স্বামীর দোষে স্ত্রীর মেহ হয়, এবং ইহার বিষ জরায়ু, ডিম্বকোষ প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে স্ত্রী জন্মের মতন বন্ধ্যা হইয়া যায়।

শ্বেতপ্রদর। এ রোগ থাকিলে সহজে গর্ভ হয় না। একটু চেষ্টা ও যত্ন করিলে এ রোগ আরোগ্য হইতে পারে। আরোগ্য হইবার উপায় পরে বুঝাইব।

রমণ ইচ্ছার অভাব। জননেন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক গঠন অথবা কোন রোগ বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। শারীরিক দৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, দুশ্চিন্তা, অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম বশতঃও কামাভাব হয়। কারণানুযায়ী চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে, লঘু ও পুষ্টিকর আহার এবং লৌহঘটিত ঔষধ ও কড লিভার অয়েল উপকারী। জরায়ু প্রভৃতির কোন রোগ থাকিলে তাহার প্রতিকার আবশ্যক।

গণ্ডমালা। গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকদিগকে প্রায়ই অধিক পুত্রবতী হইতে দেখা যায়; কিন্তু যখন জরায়ু ও ডিম্বকোষ উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। গণ্ডমালা রোগ থাকিলে ডিম্বকোষ শুখাইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় গণ্ডমালার নিয়মিত চিকিৎসা করিলে বন্ধ্যাদোষের শান্তি হইতে পারে। গণ্ডমালা কাহাকে বলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুষ্ট মেদঃ ও কফদ্বারা কক্ষ (বগল), স্কন্ধ, মন্যা (গ্রীবাদেশস্থ স্থূল শিরাদ্বয়) গল ও বঙ্ক্ষণদেশে (কুঁচকিতে) শেয়াকুল, কুল অথবা আমলকীর ন্যায় আকার বিশিষ্ট বহু-সংখ্যক যে গণ্ড (ফোড়া) উৎপন্ন হয়, তাহাকে গণ্ডমালা কহে। এই গণ্ডমালা দীর্ঘকালান্তে সামান্যরূপ থাকে।"

গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত। বার বার গর্ভপাত বা গর্ভস্রাব হইলে, কখন ২ বন্ধ্যতা ঘটে।

স্থান পরিবর্ত্তন। কোন কোন স্ত্রীলোক স্থানান্তরে যাইলে বন্ধ্যতা প্রাপ্ত হয়, আবার কোন কোন স্ত্রীলোককে স্থান পরিবর্ত্তন করাইলে তাহার বন্ধ্যতা আরাম হইয়া যায়।

সতীচ্ছদ অবরোধ। অত্যন্ত পাতলা চর্ম্মের আবরণ সচরাচর যোনিমুখের নিম্ন বা পশ্চাৎ অংশ আবৃত রাখে।

ইহাকে ইংরাজিতে হাইমেন (Hymen) বলে। ইহা সাধারণতঃ এরূপ পাতলা ও ভঙ্গুর হয় যে, প্রথম সঙ্গমেই, এমন কি রজঃশোণিতবেগে ছিন্ন হইয়া যায়। কদাচিৎ এরূপ সুদৃঢ় হয় যে অস্ত্র চিকিৎসা ভিন্ন কোন মতে ছিন্ন হয় না। পূর্ব্বে ডাক্তারদিগের বিশ্বাস ছিল যে সঙ্গম ব্যতীত এই আবরণ নষ্ট হয় না, তজ্জন্য এই আবরণ অক্ষুণ্ণ থাকিলে নারীকে কুমারী বলিয়া জানা যাইত ; কিন্তু ইদানিং জানা গিয়াছে যে, সঙ্গম ব্যতীত অন্য কারণেও এই আবরণ নষ্ট হইতে পারে এবং সঙ্গম সত্ত্বেও ইহা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। যাহা হউক, এই আবরণের দ্বারা কখন কখন স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তর অবরুদ্ধ থাকে এবং এরূপ অবরোধ বর্ত্তমান থাকিলে গর্ভ হয় না।

মানসিক কারণ। স্ত্রী পুরুষের মনের মিল না থাকিলে গর্ভ হইবার ব্যাঘাত ঘটে। এ নিয়মটী সকল সময়ে সকল স্থানে খাটে না। তবে অন্যান্য কারণের মধ্যে ইহাও একটী কারণ। অন্য সময়ে মনের মিল না থাকিলেও রতিকালে অনেকেরই মনের মিল হয়, অর্থাৎ পরস্পারের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

যদি উপরোক্ত কোন কারণ বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে জরায়ু গ্রীবার অস্বাভাবিক গঠন, অপর কোন অবরোধ প্রভৃতি আছে কি না নিরুপণ করিবার জন্য চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা উচিত।

বন্ধ্যাদোষ আরোগ্য হইবার জন্য ২।১টী সহজ ঔষধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"পিপুল (ছোট) শুঁঠ, মরিচ ও নাগকেশর এই সমুদায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী ও পুত্র প্রসব করে।"

"বেড়েলা (শ্বেত), চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটের শুঙ্গ, নাগকেশর, এই সমুদায় মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃত সহ সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীদেরও পুত্র হইয়া থাকে।"

"যোনিদোষরহিতা নারী ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান ও উপবাস করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে স্নানান্তে সূর্য্যের পূজা ও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শ্বেতবেড়েলা মূল দুই তোলা, যষ্টিমধু দুই তোলা ও চিনি আট তোলা, একবর্ণা ও জীবিত বৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃতের সহিত তাহা পান করিবেন, অন্য কিছু আহার করিবেন না। পরে স্বামী সহবাসের দিবস পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণে কেবল দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবেন; পরে প্রশস্ত যুগ্ম দিবসে পবিত্রাচার ও শুক্রবান্ স্বামীর সহিত সঙ্গম হইলে গর্ভোৎপত্তি হইবে।"

আমার বিবেচনায় উপরোক্ত ঔষধের মাত্রা বলিষ্ঠা স্ত্রীলোকদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান কালের দুর্ব্বল ও বিলাসিনী রমণীদিগের জন্য মাত্রা, অবস্থা বিশেষে প্রথমে কম হওয়া উচিত; পরে সহ্য মত মাত্রা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

১২৩ পৃষ্ঠায় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মনের অমিলের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে স্ত্রী রূপবতী, কিন্তু স্বামী কোন কুরূপা স্ত্রীলোকের প্রণয়ে আবদ্ধ। এরূপ হইবার কারণ কি? * লর্ড বিকনস্ফিল্ড (Lord Beaconsfield) ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী একবার বলিয়াছিলেন যে, যেমন

* The charm of a handsome exterior, especially, if it be supported by youth and a pleasant demeanour, may cause even a highly-gifted man who otherwise is capable of sharp discrimination, to overlook the defects of intelligence and character in a woman. One finds not infrequently, especially in artistic circles (in the widest sense of the word) that the fascination exerted by exterior appearance is the determining factor in the selection of a partner for life. Such marriages are not happy in the great majority of cases and discord is the more rapidly caused, if a considerable difference in the standard of culture of the two consorts is superadded to the difference in intellect. The charm due to the beautiful exterior is lessened more and more after marriage under the influence of habit, unless it be kept alive by qualities of soul, and then the intellectual cliff between the consorts that had been bridged by imagination and sensuality widens. The man finds himself fettered to a woman who cannot appreciate his ideas, his aspirations and his worth, a woman who is separated from him by a wide intellectual chasm. [*On Conjugal Happiness, by Hofrat Dr. L. Loewenfeld, Munich, translated into English by Ronald E. S. Krohn, M.D.*]

মৎস্য ধরিবার জন্য লোকে চার ফেলে এবং মৎস্য চার খাইতে আসিয়া বড়শীসমেত টোপ্ গিলিয়া আবদ্ধ হয়, নতুবা কেবল চার খাইয়া পলাইয়া যায়, তদ্রূপ মানুষ প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার বড়শীরূপ গুণ না থাকিলে সে তাহার নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়ে না। লর্ড বিকন্সফিল্ড এক ধনশালিনী বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ বিধবা, লর্ড বিকন্সফিল্ড অপেক্ষা ১৫ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন এবং সুশ্রী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রণয় বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর লর্ড বিকন্সফিল্ড বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট যতক্ষণ থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার মনে কোন প্রকার কষ্ট বা অশান্তি থাকিত না।

বিবাহ করিবার অনেকদিন পরে, একবার তিনি উপহাস করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন "তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করি নাই, তোমার অর্থ আছে বলিয়াই বিবাহ করিয়াছিলাম", স্ত্রী উত্তর দিয়াছিলেন: "এখন যদি পুনরায় বিবাহ কর তাহা হইলে বলিবে প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ করিয়াছি।" যাহা হউক উভয়ের মধ্যে যে গাঢ় প্রণয় ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।† যদি সৌন্দর্য্য না থাকিলে প্রণয় হয়, সৌন্দর্য্য থাকিলে যে সহজে প্রণয় হইবে, সকলেই স্বীকার করিবেন। কি উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করিতে পারা যায়, মহাভারত প্রণেতা মহর্ষি

† **Lady Beaconsfield was so much his kindred spirit and life's companion that after her death he said, "During thirty years I never passed a tedious moment at her side."**

ব্যাসদেব সত্যভামা প্রমুখাৎ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইহাই এক্ষণে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাহাত্মা পাণ্ডবগণ ও ব্রাহ্মণসকল আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন হইয়াছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। সেই কামিনীদ্বয় বহুদিবসের পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম প্রফুল্ল চিত্তে উপবেশন পূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশ সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া দ্রৌপদীরে

Lord Beaconsfield married the widow of his friend Wyndham Lewis; she was neither young nor handsome, but she possessed an advantage in calling an income of several thousand pounds a year her own. Disraeli had always made up his mind not to allow himself to be deluded by love. Hence one need not be surprised that he married a woman fifteen years his senior. He often told how he had married her for her money. "Very possibly," she would remark, "but if you married me again you would do so for love." And indeed there can be no doubt that a heartfelt affection existed between the two that lasted for thirty years and increased in depth as age advanced. Mrs. Disraeli was in the strictest sense of the word, the companion, confidant and adviser of her husband; the hours he spent in quiet retirement by her side, were according to his own statement, the happiest in his life. [*On Conjugal Happiness, by Hofrat Dr. L. Loewenfeld.*]

কহিলেন, দ্রৌপদী! তুমি মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে, কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না। তাঁহারা এরূপ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না। মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ-বিদ্যা, যৌবনাবস্থা, জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃষ বশীভূত হইয়াছেন? এক্ষণে তুমি আমারে এরূপ কোন উপায় বল, যদ্বারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারি।

সত্যভামা এই কথা বলিলে, দ্রৌপদী তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, হে সত্যভামে! তুমি আমারে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। তুমি বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী, এরূপ বিষয়ে প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে। দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে, গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই, অশান্ত লোক কখনই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। স্বামী কদাচ মন্ত্রদ্বারা বশীভূত হন না। হিংসেচ্ছাবিশিষ্ট ব্যক্তিরাই কোন উপায়ে শত্রুর রোগোৎপাদন বা তাহারে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে যে সমস্ত বস্তু সেবন করে তৎসমুদায়ে ঔষধ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায়, তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদর-

গ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা বৃদ্ধত্ব, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ, কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে সত্যভামে! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকি। অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া এক মনে পতিগণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করি। কুবাক্য প্রয়োগ বা কুদৃষ্টিতে কখন দেখি না। কদাপি দ্রুতপদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না, এবং সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সর্ব্বদা সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব, কাহারেও মনে স্থান প্রদান করি না। পাণ্ডবগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। স্বামী ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া বাতাস করি।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহসামগ্রী মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না, তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য করি না, এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে থাকি না। অতিরিক্ত

হাস্য বা রাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বামীগণের সেবা করিয়া থাকি। তাহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিকট বিদেশে যাইলে আমি বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।

আমার মতে পতিরে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর একমাত্র গতি, তজ্জন্য তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি প্রত্যহ বীর প্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীরে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি, কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না।

মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। আমি একাকিনী মহারাজের সমুদায় আয় ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্যবর্গের ভার অর্পন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন, আমি সমুদায় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম এবং ধনপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম।

হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষ ও করি না। সত্যভামা দ্রৌপদীর এইরূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণান্তর তাহারে কহিলেন, আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা কর, সখী-

গণের পরিহাস বাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতির প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়, কোপে সমুদায় বিনষ্ট হয়, তাহা হইতেই সন্তান, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্যলোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় যদি সুখলাভ না হয়, সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হন।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন প্রণয় প্রকাশ পূর্ব্বক রমণীয় বেশভূষা, সুচারু ভোজন দ্রব্য, মনোহর গন্ধ মাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি আপনারে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে, অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীরে নিয়োগ করিলে তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমারে অবশ্যই সাতিশয় পতি পরায়ণা জ্ঞান করিবেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে ; এবং অতিশয় যত্নের সহিত স্বামীরে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে।

সৎকুলজাত পুন্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে : ক্রুর, কলহপ্রিয়, পেটুক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গলাভ হইবে।"

স্ত্রীলোকের ব্যায়াম।

স্ত্রীলোকের ব্যায়ামের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন এবং উপহাসও করিতে পারেন : এবং বলিতে পারেন, যে এ সকল বিবিয়ানার প্রচলন এ দেশের উপযুক্ত নহে ; স্ত্রীলোকদিগের অন্য এক নাম "অবলা", সুতরাং তাহাদের সবলা করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য। কেহ বলিবেন, বৈধব্যাবস্থা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর, সুতরাং স্বামীর পূর্ব্বেই স্ত্রীর মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, কিন্তু স্ত্রীলোক সুস্থ ও সবল হইলে স্বামীর মৃত্যুর পর অনেক দিন জীবিত থাকিবে। স্ত্রীলোকদের দৌড়াদৌড়ি করিতে দেওয়া, তাহাদের সলজ্জ স্ত্রী-প্রকৃতির বিরুদ্ধ

কার্য্য। শ্রমজীবী নারীগণের মতন ভদ্রমহিলারা পরিশ্রম করিলে তাঁহাদের কোমল অঙ্গ দৃঢ় ও কঠিন হইয়া, তাঁহাদের কোমলতা বা সৌন্দর্য্য নষ্ট করিবে, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইবে, এইরূপ শত শত কুতর্ক উত্থাপন করিয়া ধনাঢ্য স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান প্রধান উপায়ের বিরুদ্ধে আপত্তি উপস্থিত করিবেন। পরে এই সকল রমণীগণের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেলে এবং ডাক্তারেরা কেবল ঔষধের দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে অপারক হইলে তাঁহাদের চক্ষু ফুটে।

হস্ত, পদ ও শরীরকে যথোচিত মতে প্রত্যহ চালনা করিবার নাম ব্যায়াম। চালনা বা গতি দ্বিবিধ প্রকার :—

(১) কতকগুলি প্রকৃতি গত অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। (২) কতকগুলি স্বেচ্ছাধীন। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে বক্ষের পেশীর চালনা, হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন, প্রসারণ, শরীরে রক্ত সঞ্চালন, অন্ত্রের চালনা দ্বারা মলত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য প্রকৃতির শাসনানুসারে নির্ব্বাহিত হয়, সুতরাং এ সমস্ত আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে। গমন, উপবেশন দণ্ডায়মান, দৌড়ন, অশ্বারোহন ও হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতির চালনাকে স্বেচ্ছাধীন পেশীর গতি বলে, কারণ ইচ্ছা ব্যতীত এই সকলের চালনা প্রায় হইতে পারে না। এই শেষ প্রকার চালনাকে প্রকৃত ব্যায়াম বলে। ব্যায়াম ব্যতিরেকে শরীরের প্রকৃত পুষ্টি সাধন কোন মতেই হইতে পারে না। কাজে কাজেই পুষ্টিকর আহার এবং বিশুদ্ধ বায়ু সত্ত্বেও

শরীর ক্রমে অসুস্থ ও স্থূল হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিমিত পানাহার যেরূপ আবশ্যক, পরিমিত পরিশ্রম বা ব্যায়ামও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। যথা নিয়মে সমুদায় অঙ্গ-চালনা না করিলে, ক্রমে তাহারা স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহে অক্ষম হইয়া পড়ে।

শ্রমজীবী রমণীদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। জল তোলা, ঘর ঝাট দেওয়া, বাসন মাজা, ছেলে কোলে লওয়া, বাটনা বাটা, এবং গৃহে ঢেঁকী থাকিলে ধান ভানা চাউল কাড়া ইত্যাদিতে তাহাদের বেশ পরিশ্রম হয়; নতুবা তাহারা স্থূল হইয়া পড়িত, কিম্বা কোন না কোন রোগ তাহাদের শরীরে লাগিয়াই থাকিত।

বিনা পরিশ্রমে রমণীরা সর্ব্বদা গৃহে আবদ্ধ থাকিলে, তাহাদের শরীর পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল ও কোমল হয়। প্রকৃতির যে নিয়মে কোন উদ্ভিদের অঙ্কুর বা ফেকড়ী ছায়াতে রাখিলে উহা যেমন পাণ্ডুবর্ণ ও কোমল হয়, তেমনি আমাদের পক্ষেও সেই নিয়ম। তখন রোগের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে শরীর সমর্থ হয় না। বাহিরের শীতল বা স্নিগ্ধ বায়ু ইহাঁদের স্পর্শ করিবামাত্র সর্দ্দি, কাশী বা জ্বর হয়। দেশে হাম, বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক বা স্পর্শাক্রমক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে এ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। শরৎকালে জ্বর, শীতকালে কাস, গ্রীষ্মকালে পেটের অসুখ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন পীড়া তাঁহাদেরই প্রথম হইবে। ধনাঢ্য হইলে বৎসর বৎসর দেশ ও বায়ু পরিবর্ত্তন

করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। কেন না যেখানেই তাঁহারা যাউন না কেন, তাঁহাদের অস্বাস্থ্য-কর রীতি ও চাল চলন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। ফলতঃ রুদ্ধ বায়ুতে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া মুক্ত বায়ুতে শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি করা ভিন্ন প্রকৃত স্বাস্থ্য তাঁহারা অন্য কোন উপায়ে কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারেন না।

প্রাতে ও বৈকালে বাগানে ফুলগাছের সেবা করিলে, এবং বাগান স্বহস্তে পরিষ্কার রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেও অনেক উপকার হইতে পারে। অনাবৃত অথচ রৌদ্র হইতে রক্ষিত স্থানে পরিশ্রম করিলে যেমন উপকার হয়, গৃহের রুদ্ধ বায়ুতে পরিশ্রম করাতে তেমন উপকার হয় না। গৃহ মধ্যে বাটনা বাটিলে বেশ পরিশ্রম হয়, এবং হস্ত, পদ ও পৃষ্ঠের পেশী সকল দৃঢ় হয়।

বিংশ অধ্যায়।

রমণীদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়।

কি মানসিক, কি শারীরিক, যে কোন গুণে স্ত্রীজাতি যত গুণবতী হইবে, মনুষ্য সমাজ ততই উন্নত ও উৎকৃষ্ট হইবে, কারণ এই জগতে প্রায় সকলেই মাতার নিকট প্রথম শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং মনুষ্যসমাজ উন্নত করিবার ক্ষমতা মাতারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মাতা শারীরিক ও মানসিক বলহীন

হইলে সন্তানেরাও শারীরিক ও মানসিক বলহীন হইয়া থাকে। মাতা রোগগ্রস্ত হইলে. সন্তানও যে প্রায় রুগ্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সকল বিষয়ে অনেকেই অমনোযোগী। আবার অনেকে যাঁহারা এ সকল বিষয়ে মনোযোগ দেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবগত না থাকায় অনেক উৎকট রোগে পীড়িত হন। অনেক সুশ্রী ও সুন্দরী স্ত্রী, রোগের তাড়নায় কদাকার ও কুরূপা হইয়া যান। শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে কুৎসিত স্ত্রী-লোককেও সুশ্রী দেখায় এবং তাঁহাদের সন্তানদিগের গঠন ও আকৃতি ভাল হয়। যদি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা জানেন যে কি রকম অনিয়ম করিলে রোগ ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই একটু সাবধানে থাকিতে পারেন। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গুটিকতক কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

স্ত্রীলোকদিগের এরূপ কতকগুলি রোগ আছে, তাহা প্রথম হইবার সময় অত্যন্ত কষ্টকর হয় না, কিন্তু যত পুরাতন হইয়া উঠে ততই কষ্টকর হয়। অনেক সময়ে স্ত্রী-সুলভ লজ্জা বশতঃ অন্যের নিকট, এমন কি স্বামীর নিকটও প্রকাশ না করায়, ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইয়া শরীর দুর্ব্বল হয়, মানসিক বল ও মনের প্রফুল্লতা কমিয়া যায় এবং তাঁহারা অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। এরূপ অবস্থায় সন্তানগুলির উপযুক্ত যত্ন হয় না, সুতরাং তাহারাও দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এরূপ রুগ্ন অবস্থায় যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারাও চিরজীবন রুগ্ন হইয়া থাকে ; এবং

মাতা রুগ্ন দেহে রুগ্ন সন্তানগুলি লইয়া কোন প্রকারে দিন কাটান, অথবা তাহাদিগকে ফেলিয়া চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। শারীরিক যন্ত্রাদির বিষয় না জানায় চিকিৎসক যাহা বলেন বুঝিতে পারেন না। এই সকল কারণে স্ত্রীলোক-দিগের কতকগুলি বিশেষ শারীরিক যন্ত্রের বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছি। ঐ যন্ত্রগুলি সুস্থ ও অবিকৃত থাকিলে স্ত্রীলোকেরা প্রায় চিরজীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারেন, নতুবা ঐ যন্ত্র গুলির কোনটী পীড়াগ্রস্ত হইলে জীবন চিরদিনের জন্য কষ্টকর হইয়া উঠে।

জরায়ু বা গর্ভাশয়। (Womb.)

গর্ভাশয় স্ত্রীলোকদিগের একটা প্রধান যন্ত্র। ইহার গঠন প্রণালী এবং আকুঞ্চন (কোঁকড়াইয়া যাইবার) ও প্রসারণ (বিস্তৃত হইবার) শক্তি অন্য সকল যন্ত্র অপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। ইহার সাধারণ আকার একটী পেয়ারা বা নাসপাতির মতন, কিন্তু ইহার এমনি আশ্চর্য্য প্রসারণ শক্তি যে, একটী পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট নয় মাসের বালক ইহার মধ্যে অনায়াসে অবস্থান করিয়া জীবিত থাকে। ইহার মধ্যেই স্ত্রীবীজ ডিম্বকোষ হইতে আসিয়া অবস্থিতি করে। সুস্থ পুরুষ-শুক্রকীটের সহিত এই স্ত্রীবীজের সম্মিলনেই গর্ভোৎপত্তি হয়। গর্ভসঞ্চারের পর হইতেই গর্ভা-শয়ের আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এবং পূর্ণ গর্ভকালে উহার উর্দ্ধভাগ বিস্তৃত এবং নিম্নভাগ সরু হয়। গর্ভকালে জরায়ু গ্রীবা (১০ পৃষ্ঠায় চিত্র দেখুন) কোমল হইয়া থাকে। এই কোমলত্ব গর্ভ সঞ্চারের একটী প্রধান চিহ্ন। ৫।৬ মাস হইতেই

জরায়ু মুখ উন্মুক্ত হইতে থাকে। ৭ মাসে ইহা এত বিস্তৃত হয় যে, তন্মধ্যে অনায়াসে অঙ্গুলী দেওয়া যাইতে পারে। জরায়ু বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য যন্ত্রগুলির ও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতে থাকে। প্লীহা, যকৃত, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির আকৃতি বিবর্দ্ধিত হয়। জরায়ুর বিবৃদ্ধি বশতঃ শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র যথোচিত ভাবে বিস্তারিত হইতে পারে না। তজ্জন্য গর্ভকালে কতক পরিমাণে শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। মূত্র গ্রন্থির উপর জরায়ুর চাপ বশতঃ ইহার উত্তেজনা ও ক্রিয়া বিকার লক্ষিত হয়। গর্ভকালে পরিপাক যন্ত্রের নানাবিধ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। সামান্য কারণেই এই সময়ে বিবিধ পীড়া বা বিষম অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, সুতরাং গর্ভকালে যথোচিত সুনিয়মে থাকা প্রত্যেক গর্ভিণীরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ একটী সাধারণ লক্ষণ। জরায়ুর চাপে অন্ত্র নিপীড়িত হয়, তজ্জন্যই কোষ্ঠ কাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। কোষ্ঠ বদ্ধ হেতু অজীর্ণ, বমন ও নানাবিধ স্নায়বিক লক্ষণাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। সর্ব্বদা অলসভাবে অবস্থান, অনিয়মিত ভোজন, মানসিক উত্তেজনা, আহারের ব্যতিক্রম, ইত্যাদি কোষ্ঠবদ্ধের আরও কয়েকটী কারণ।

গর্ভাশায় সম্বন্ধীয় যে কোন রোগ হইলে, প্রথম হইতেই ভালরূপ সাবধানপর হইয়া উপশমের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, যে হেতু ঐ রোগগুলি অধিক দিবস স্থায়ী হইলে অতিশয় কষ্টদায়ক হয় এবং আরোগ্য হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে।

মাতার নিকট এ সকল শিক্ষা লাভ করিলে বালিকারা উহা

জ্ঞাত হইয়া; দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও নীরোগ রাখিতে পারে, কিন্তু এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইহার শিক্ষার অভাবে তাহা সংঘটন হয় না, এজন্য প্রায় বালিকারা যৌবন কালে নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হয় এবং যাবজ্জীবন কষ্ট ভোগ করে। স্ত্রী-লোকদিগের শারীরিক সুস্থতা এই যন্ত্রের উপর নির্ভর করে, সুতরাং ইহার বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

হুড়কো।

আমাদের দেশে অনেক বালিকা, বিবাহের পর ২।১ দিন স্বামার নিকট যাইয়া স্বামীগমনে একেবারে অনিচ্ছুক হয়। এইরূপ বালিকাকে আমরা হুড়কো বলি। ইহা অধিকাংশ স্থলে বাল্য বিবাহের ফল। বালিকা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে সচরাচর এই রোগ আরোগ্য হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যদি রোগ আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে কোন প্রকৃত রোগ অথবা অবরোধ আছে অনুমান করিয়া ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে স্ত্রী স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কয়, এবং নিজের অবস্থা প্রকাশ করে, কিন্তু প্রকৃত হুড়কো বালিকা স্বামীর নাম শুনিলেই ভয় পায়, এবং স্বামী হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিতে চেষ্টা করে।

যদি সতীচ্ছদ, কাঠিন্য বশতঃ, অক্ষত থাকে, তাহা হইলে উহা কর্ত্তন করিয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। যোনি মধ্যে কোন ক্ষত বা অন্য কোন পীড়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। যদি যোনি দ্বার অপ্রশস্ত থাকে এবং সহ-

বাসের পূর্ব্বে যোনি মধ্যে তৈল, মাখন, ভেসলিন (Vaseline) অথবা অন্য কোন তৈলাক্ত পদার্থ প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেও উপকার না হয়, ডাক্তারের পরামর্শানুসারে ডাইলেটর (Dilator) নামক যোনি প্রশস্ত কারক যন্ত্র পরাইয়া দিলে, অথবা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা, যোনি প্রশস্ত হয়। এই যন্ত্র সমস্ত দিন অথবা প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া ধারণ করিতে হয়।

কোন কোন স্বামী স্ত্রীর উপরোক্ত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বিবাহ পর্য্যন্ত করেন। এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে। সকল স্ত্রীলোকের যে স্বামী সহবাসের ইচ্ছা থাকে না, তাহা নহে, বরঞ্চ প্রবল ইচ্ছা থাকে, কিন্তু কষ্ট বশতঃ স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইতে পারে না। চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ স্থলে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

রজোহীনতা ও রজল্পতা।

(AMENORRHŒA.)

এ দেশে বালিকাদিগের সচরাচর ১২।১৩ বৎসর বয়ক্রম কালেই রজঃ আরম্ভ হয় ; কাহারও বা ১০।১১ বৎসর বয়সেই হইয়া থাকে। আহার, ব্যবহার, শিক্ষা, বিবাহ, মনোবৃত্তি ইত্যাদি নানা কারণে ঋতু শীঘ্র বা বিলম্বে হইয়া থাকে। বালিকা সুখ সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইলে ঋতু শীঘ্র হয়। যৌবনের প্রারম্ভে কোন উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ঋতু বিলম্বে হয়। যৌবন অবস্থায় অন্যান্য

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলেও যদি রজঃ প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। এরূপ অবস্থায় যন্ত্রের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতে পারে। অতিশয় মানসিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি দ্বারা এই রূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। যদি জরায়ু বা ডিম্বকোষ অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়, তাহা হইলেও ঋতু হয় না।

ঋতু প্রথম আরম্ভ হওয়ার পর ৩৩ হইতে ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সাবধি, হইতে থাকে। কাহারও বা ৫০ বৎসর বয়সের পরও ঋতু নিয়মিতরূপে হয়। কিন্তু ইতি– মধ্যে নানাকারণে উহা বন্ধ হইতে পারে। সাধারণতঃ গর্ভাবস্থায় ও স্তনদান কালে উহা বন্ধ থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন কারণে রজঃ বন্ধ হইলে উহাকে পীড়া কহে। রজঃ বন্ধ সাধারণতঃ তিন প্রকারের দেখা যায়। যদি কাহারও জন্মাবধি রজঃ না হয়, তবে তাহাকে প্রাকৃতিক রজঃহীনতা (Primary Amenorrhoea) কহে। যদি রজঃ হয় কিন্তু জরায়ু বা যোনির ছিদ্রের অভাব প্রযুক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে না, তবে তাহাকে প্রাকৃতিক রজঃহীনতা বলা যায় না এবং বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইলেও উহাকে কোন পীড়া বলা যায় না।

বাল্যকালে স্ত্রীলোকদিগের যোনি প্রণালী, সতীচ্ছদ নামক একপ্রকার পর্দ্দা দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক আবদ্ধ থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে ঋতু হইতে আরম্ভ হইলে. এই পর্দ্দা দূরীভূত হইয়া যোনি প্রণালী পরিষ্কৃত হয়; কিন্তু কখন কখন ঐ পর্দ্দা এরূপ

দৃঢ়রূপে যোনি প্রণালী আবদ্ধ রাখে যে, স্ত্রীলোকের রজঃ আরম্ভ হইলে রক্তস্রাব হইতে পারে না। তখন মাসে মাসে বালিকার তল পেটে বেদনা অনুভব হয়, পেট ফুলিয়া উঠে, শক্ত হয়, বুক ধড়ফড় করে, হাত, পা, মুখ, ফুলিতে পারে এবং আরও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা প্রকাশ পায়, একটুতেই রাগ হয়। এরূপ স্থলে শীঘ্রই সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনেক স্থলে বালিকাদিগের প্রথম ঋতু হইয়া প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, তাহার পর আবার নিয়মিতরূপে ঋতু হইতে দেখা যায়, ইহা পীড়া বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারা যায় না।

ঋতুকালে গায়ে হিম লাগাইলে, অধিক শীতলজলে অবগাহন করিলে, অতি শীতল বায়ু সেবন করিলে, এমন কি স্ত্রীঅঙ্গে অধিক শীতল জল লাগিতে দিলেও হঠাৎ ঋতু বন্ধ হইতে পারে। ঋতুকালে অতিশয় মানসিক কষ্ট বা ক্রোধোদয় হইলে, কলহ, বিবাদ করিলে উহা বন্ধ হইতে পারে। পুরাতন জ্বর নানাবিধ পুরাতন পীড়া, ম্যালেরিয়া, অর্শ, যক্ষা প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর রক্তহীন হইলেও রজঃ বন্ধ হয়। তদ্ব্যতীত অজীর্ণের পীড়া, পুষ্টিকর আহারের অভাব, দুশ্চিন্তা, প্রভৃতি নানা কারণে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও ঋতু বন্ধ হয়।

যদি স্ত্রীলোকের শরীর পরিপুষ্ট ও সবল থাকে, অথচ রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, এবং দিন দিন শরীর স্থূল হইতে থাকে তবে তাহাকে প্লিথোরা (রক্তবাহুল্য) কহে। প্লিথোরা হইলে সমস্ত শরীর ভার বোধ, শিরঃপীড়া, মুখ, চোখ, লাল হওয়া

প্রভৃতি বহুবিধ উপসর্গ উপস্থিত হয়। হিষ্টিরিয়ার পীড়া থাকিলে তাহাও প্রবল হইয়া উঠে।

রক্ত স্বাভাবিক দ্বার দিয়া নির্গত হইতে না পাইলে, নাক, মুখ মলদ্বার প্রভৃতি দিয়া নির্গত হয়, এবং রক্তবমন প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। এইরূপ অবস্থাকে ইংরাজিতে ভাইকারিয়াস্ মেনষ্ট্রুয়েসন (Vicarious Menstruation) বলে। মাসিক ঋতু নিয়মিতরূপে হইলে নারীগণের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে।

যদি মাসিক রজঃস্রাবের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়, তাহা হইলে শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে ভারবোধ, কোমরের বেদনা, তলপেট ভার প্রভৃতি অনেক উপসর্গ হয়। এরূপ অবস্থায় ঘর্ম্মকারক ঔষধ, তলপেটে গরম জলের স্বেদ, এবং পুলটিস উপকারক। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। রোগের কারণ অনুযায়ী চিকিৎসাই সুচিকিৎসা। রোগের প্রকৃত কারণ দূর করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। রোগের কারণ নষ্ট করিতে পারিলেই রোগ নষ্ট হয়, অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া রজোলোপের কারণ নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত রজঃ নিঃসারক ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। ঔষধ আবশ্যক হইলে, এবং কোন ঔষধ না পাওয়া গেলে, প্রত্যহ একটু হিং খাইলে ও উপকার হয়।

কোন কোন স্ত্রীলোকের অতি অল্প পরিমিত রজঃ হয়; ইহার নাম রজল্পতা। ইংরাজিতে ইহাকে Scanty Menstruation বলে। ইহা রজোহীনতার প্রকার ভেদ মাত্র।

দুর্ব্বলতা বা রক্তহীনতা বশতঃ রজঃ প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইলে, যাহাতে বালিকার শরীরে বল বিধান হয়, এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুষ্টিকর আহার, মৃদু ব্যায়াম, মানসিক স্ফূর্ত্তি বিধান, লৌহ ঘটিত অথবা বলকারক ঔষধ, আহারের পর ১০।১৫ ফোঁটা কর্ড লিভার অয়েল, প্রভৃতির দ্বারা উপকার হইতে পারে। লৌহ ঘটিত ঔষধ অধিক মাত্রায় খাওয়া উচিত নহে।

যদি প্লিথোরার জন্য ঋতুবন্ধ থাকে, যদি রোগিনী স্থূলকায় এবং সবল হয়, তাহা হইলে চিনি, ঘৃত, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মেদ বৃদ্ধিকর আহার সাধারণতঃ পরিত্যাগ করা উচিত। সামান্য সুপাচ্য লঘু আহার উপকারী। নিয়মমত পরিশ্রম করা হিতকর।

ডিম্বকোষ বা জরায়ু অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিলে চিকিৎসার দ্বারা বিশেষ কোন ফল হয় না।

ঋতু বন্ধ হইয়া অন্য কোন স্থান দিয়া রক্ত দিয়া নির্গত হইলেই যদি শীঘ্র তাহার প্রতিবিধান না করা যায়, তাহা হইলে প্রতি ঋতুর সময়েই এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, এবং পীড়া বদ্ধমূল হইয়া যায়। এরূপ রোগে সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

রজঃআধিক্য, রক্তপ্রদর, বা রক্তভাঙা।
(MENORRHAGIA.)

ঋতুকালে স্ত্রীলোকের রজঃস্রাব সচরাচর তিন দিন থাকে : কাহারও বা ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত থাকিতে দেখা যায়। যদি ঐ সময়ে এই রজঃস্রাব অধিক হয়, তবে উহাকে রজঃ আধিক্য রোগ বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে উহাকে মেনোরেজিয়া (Menorrhagia) বলে। রক্তস্রাবের পরিমাণ, দেশ, জলবায়ু শৈত্য, তাপ, দৈহিক স্বভাব ও স্বাস্থ্য বিশেষে অল্প বা অধিক হইতে পারে। যাহা হউক. অল্প ইতর বিশেষে, বেশী কিছু জানিতে না পারিলেও পীড়িত অবস্থা জানা কঠিন নহে। কখন কখন রক্তের পরিমাণ অধিক হয় না বটে, কিন্তু ১৪।১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকাতে অনেক রক্তপাত হয়। কখন কখন ঋতু-কালীন রজঃস্রাব স্বাভাবিক হইলেও ঋতু ২।৩ সপ্তাহ অন্তর হইয়া থাকে।

বহুবিধ কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে এই কারণ গুলিই প্রধান,—দেহে রক্তের হীনতা অথবা অতি-বৃদ্ধি, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব বা অতিরিক্ত পরিশ্রম. ভোগ বিলাসে থাকা, ওভারির (ডিম্বকোষের) পীড়া, ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, জরায়ুর পীড়া, অসদুপায়ে গর্ভপাত, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, রজঃস্রাব কালে কিম্বা প্রসবের অল্পদিন পরেই পুরুষ সহবাস ইত্যাদি। কখন কখন পুরুষ সহবাসের প্রবল ইচ্ছার জন্যও এই রোগ হয়।

রোগের সম্যক প্রতিকার করিতে ইহলে, হইার কারণ স্থির করিয়া, ঐ কারণানুসারে চিকিৎসাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাহা হউক, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে সর্ব্বপ্রথম উহা বন্ধ করা উচিত; কারণ, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রোগিণীর প্রাণ নাশও হইতে পারে। রোগিণীকে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। এমন কি তাহার আহারাদি ও মলমূত্র ত্যাগ শায়িত অবস্থায় করাইলে ভাল হয়। লঘু ও পুষ্টিকর আহার বিধেয়। উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিবেচনার সহিত তাহার প্রতিকার করা উচিত। পরে আরোগ্য লাভ করিলে যাহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ চেষ্টা করা, এবং পরবর্ত্তী ২।৩ ঋতুকাল স্থিরভাবে শায়িত অবস্থায় অতিবাহিত করা উচিত। কোন ব্যক্তি এই রোগে একবার আক্রান্ত হইলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত সাবধানে না থাকিলে পুনরায় আক্রান্ত হইবার অধিক আশঙ্কা থাকে।

ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ধাত্রী শিক্ষা নামক সুবিখ্যাত পুস্তকে এই রোগের অতি সহজ ঔষধের উল্লেখ আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

রোগীর অবস্থা দেখে রক্তভাঙ্গা রোগের চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগী যদি দুর্ব্বল হয়, গায়ে বড় একটা রক্ত না থাকে, আর চোক্ মুখ ফ্যাকাসে দেখ, তা হলে তার রোগের চিকিৎসা করিবার আগে, তাহার শরীরটী লঘু ও পুষ্টিকর আহার দ্বারা এবং ধাতু ঘটিত ঔষধ দ্বারা সবল করা চাই।

ধাতু ঘটিত ঔষধ ঃ—এক রতি আন্দাজ হিরাকসের গুড়া, আর আধ রতি আন্দাজ শুঁটের গুড়া, একত্র করিয়া একটু বাবলার আটা দিয়া বড়ি পাকিয়ে রোজ সকালে একটী আর সন্ধ্যাকালে একটী খেতে দেবে। তিন সপ্তাহ খাইলেই উপকার হইতেছে জানিতে পারিবে। তাহার পর বেশী দিন খাইলেও দোষ নাই।

যে রোগীর শরীর তত দুর্ব্বল নয়, তাহার ঋতুর সময় বেশী রক্ত ভাঙ্গিলে, নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ঃ—গাঁজার আরোক (Tincture of hemp) পাঁচ ফোঁটা, আর্গট্ অব্ রাইয়ের গুড়া তিন রতি, আফিঙের আরোক দশ ফোঁটা, আর হিম জল আধ ছটাক, একত্র মিশিয়ে রোজ চারিবার করিয়া খাইতে দিবে। এতেই রক্ত ভাঙ্গা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন রোগীকে নিয়মে রাখিবে; লঘুপাক ও পুষ্টিকর আহার দিবে, সোজা সুজি কাজ কর্ম্ম করিতে দিবে, প্রসবের দ্বার আর তার চারি পাশ, আর কোমর, ঠাণ্ডা জল দিয়া রোজ নিয়ম মত তিন চারিবার বেশ করিয়া ধুইতে বলিবে। যে রোগীর রক্ত ভাঙ্গা রোগ আছে, তাহার গরম জলে স্নান করা নিষেধ। তাহাতে রোগ বাড়ে বৈ কমে না। যে সব বৌ ঝি কাহিল অথবা রক্ত ভাঙ্গা রোগ আছে, ঋতুর সময় তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। তৎপরে আগে যেমন বলিয়াছি, নিয়ম মত ধাতু ঘটিত ঔষধ খাইবে আর খাওয়া দাওয়ার একটু ধরাধর করিবে। এই সময় একটা কথা বলিয়া রাখি। ঋতুর সময় স্বামী সহবাস করিয়া অনেক স্ত্রীর রক্তভাঙ্গা রোগ জন্মিয়াছে।

কষ্টরজঃ বা বাধক।

(DYSMENORRHŒA.)

ঋতুকালে তলপেটে বেদনা হইলে তাহাকে সাধারণতঃ কষ্ট-রজঃ বলে। এই রোগের যাতনা কোন কোন সময় অত্যন্ত অধিক হয়। আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ঋতুকালীন বেদনা ও যন্ত্রণা হয়। ইহার প্রধান কারণ, আহারের অনিয়ম ও অসাবধানতা : ভিজাস্থানে ও মৃত্তিকায় শয়ন ও উপবেশন ; অত্যাধিক শারীরিক কিম্বা মানসিক পরিশ্রম ও উত্তেজনা। এই কালে যাহাতে জননেন্দ্রিয়ের কোন প্রকার উত্তেজনা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত, তজ্জন্য স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করা কোন মতেই উচিত নহে. এমন কি এক শয্যায় বসাও ভাল নহে। এই সময়ে সহবাস করিলে রক্ত প্রদর (রক্তভাঙ্গা) বাধক প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। শাশুড়ী বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকট শয়ন করিলে ভাল হয় ; কারণ ছোট মেয়েরা একলা শুইলে ভয় পাইতে পারে, এবং ভয় পাইলে নানা প্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা। ঋতুকালে স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের গা একটু জ্বালা করে, তজ্জন্য অনেকে ঠাণ্ডা জলে স্নান অথবা ঠাণ্ডা বায়ু সেবন, অথবা বরফ জল পান, অথবা ভিজাস্থান বা মৃত্তিকায় শয়ন করেন। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় ; এরূপ করা কদাচ উচিত নহে। এই সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত বটে, তাই বলিয়া স্নান করা

বা গা ধোয়া উচিত নহে। অতি শীতল বা উষ্ণ বস্তু পান বা ভোজন নিষিদ্ধ। শীতকালে প্রস্রাবের পর গরম জল দিয়া উপর পরিষ্কার করিয়া ফেলিলে ভাল হয়, কিন্তু ইহা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যদি কোন প্রকারে ঠাণ্ডা লাগে অথবা গায়ের কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়, কাপড় বদলাইয়া শুষ্ক গামছা দিয়া ভিজাস্থান বার বার মুছিয়া ফেলিবে, তাহা হইলে সেই স্থান গরম হইবে। তাহার পর এক পেয়ালা গরম চা খাইলে উপকার হইবে। সাধারণ ভাবে আহার করিবে, গরম মসলাযুক্ত অথবা গুরুপাক দ্রব্য যাহাতে অজীর্ণ হইতে পারে, আহার করিবে না। এই সময়ে নিমন্ত্রণ, থিয়েটার, নাচ, তামাসা প্রভৃতি স্থানে যাইবে না। এই সময়ে বিশ্রাম করা উচিত। অনেকে নেকড়া লইতে জানেন না। নেকড়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়া, বাহিরে রাখিয়া তাহার উপর নেংটি বা কাছা পরা উচিত। নেকড়া মধ্যে মধ্যে বদলাইবে এবং পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুখাইবে। এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে, ঋতুর সময় পেটে বেদনা হইবে না, এবং জরায়ু সুস্থ ও নিরোগ থাকিবে। জরায়ু সুস্থ থাকিলে গর্ভ হইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং প্রসবের সময় অধিক কষ্ট হয় না। গর্ভস্থ সন্তানও সুস্থ এবং বলিষ্ঠ হয়।

মনু বলেন ঃ—"নারী ক্ষেত্রস্বরূপা এবং পুরুষ বীজস্বরূপ ; ক্ষেত্র ও বীজ—উভয় সংযোগে যাবতীয় শরীরীর সমুৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন স্থলে বীজের প্রাধান্য ; কোথায় বা

ক্ষেত্রের প্রাধান্য ; কিন্তু যে স্থলে ক্ষেত্র ও বীজ, উভয়েরই সমভাব থাকে, তদুভয় সহযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা অতীব প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত।" (৯ অ: ৩৩।৩৪) সুতরাং জরায়ু ক্ষেত্রস্বরূপ। ইহাকে নীরোগ ও সুস্থ রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মাটি খারাপ হইলে, কখনও সতেজ বৃক্ষ জন্মে না, এবং তাহা সুবৃহৎ, সুন্দর ও সুমিষ্ট ফলও উৎপন্ন করে না।

অনেক স্থলে জরায়ু মধ্যে রজঃস্রাবের অবরোধ বর্ত্তমান থাকিলেও ঋতু শোণিত স্রাব সহজে হয় না। এই কারণেই এই পীড়াকে "বাধক বেদনা" অর্থাৎ বাধা প্রাপ্ত হেতু বেদনা বলে। বেদনা ঋতু প্রকাশ হইবার দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। এই বেদনা, তলপেট, পৃষ্ঠ, মাজা, কুঁচকি এবং উরুদেশে অনুভব হয়। শোণিত ভালরূপে নির্গত হইলে বেদনার লাঘব হয়। কিন্তু উহার পরিমাণ প্রায়ই কম হয় এবং তাহাতে যন্ত্রণা এত অধিক হয়, যে রোগী শয্যাগত থাকে। যন্ত্রণা ও রক্তস্রাব বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। রক্তের পরিমাণ এবং বর্ণেরও পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কি স্থূলকায়, কি ক্ষীণকায়, কি অতিশয় দুর্ব্বল সকল প্রকার স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্য সমাজে বালিকাদিগের মধ্যে প্রথম বয়সেই এই রোগ সাধারণতঃ দেখা যায়। এই পীড়ার সংখ্যা সহরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। পল্লিগ্রামের অশিক্ষিতা, স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি-

পালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা বালিকা অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন উন্নত শিক্ষিত সমাজের সামান্য শিক্ষিতা এবং বিশেষ যত্নে পরিপালিতা বালিকা বা যুবতীগণের মধ্যে এই রোগ, ঋতু হইবার কিছুদিন পরেই দেখা দেয়।

বাধকব্যথা বা কষ্টরজঃ রোগে ওলটকম্বল গাছের কাঁচা মূল, ওজন ৵০ দুই আনা ৫।৭টী গোলমরিচের সহিত জল দিয়া শিলে বাটিয়া, উহার সমুদায়, প্রাতে একবার করিয়া খাইলে বিশেষ উপকার হইবে। যদি ইহাতেও কোন ফল না পাওয়া যায় ঋতুকালের ৭ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিতে হইবে। হিষ্টিরিয়া থাকিলে হিং (হিঙ্গু) খাইতে দিলে উপকার হয় ; মাত্রা ৫ গ্রেণ, [অর্দ্ধ আনা] দিবসে তিনবার। ডাক্তার ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত ধাত্রী শিক্ষা নামক পুস্তকেও এই রোগের কয়েকটী সহজ ঔষধ লেখা আছে।

শ্বেত প্রদর।

(Leucorrhœa).

আমাদের মুখ, নাসিকা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত স্থান সকল যেমন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে এবং উহা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়, যোনি প্রণালীও সকল বয়সেই সেই প্রকার আর্দ্র থাকে এবং উহা হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

এক প্রকার গ্রন্থি হইতে সর্ব্বদা রস নিঃসৃত হইয়া উহাকে আর্দ্র রাখে। এই রসের পরিমাণ এত অধিক হয় না, যে যোনি প্রণালীর বাহিরে আসিতে পারে। এই রসের আধিক্যতা বশতঃ উহা বাহিরে নির্গত হইলে তাহাকে শ্বেত-প্রদর কহে। এই পীড়া সদ্যপ্রসূত শিশু হইতে অতি বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল বয়সেই হইতে পারে। সর্দ্দি যে কোন কারণে উৎপন্ন হয়, ইহাও সেই কারণে উৎপন্ন হইতে পারে,—অর্থাৎ হিম লাগাইলে অথবা হঠাৎ গরমের পর শীতল বাতাস বা শীতল জল গায়ে লাগাইলে ঘর্ম্মরোধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে।

যে সকল স্ত্রীলোকের ভাল করিয়া ঋতু হয় না, তাহা-দিগের রক্তের পরিবর্ত্তে উপরোক্ত রস নিঃসৃত হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে, যাহাতে ভাল করিয়া ঋতু হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে কষায় ঔষধ দিয়া স্রাব বন্ধ করিলে তাহার বিপরীত ফল হয়।

জরায়ুর নানাবিধ রোগ বশতঃও শ্বেত প্রদর হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদাহ অথবা অন্য কোন রোগ থাকিলে শ্বেত প্রদর হইতে পারে। এ স্থলে শ্বেত প্রদর স্বয়ং রোগ না হইয়া জরায়ুর পীড়ার পরিচায়ক মাত্র হয়।

উপরোক্ত রস শাদা কিম্বা হরিদ্রা বর্ণের ন্যায় পাতলা বা ঘন আটাযুক্ত হয়। প্রথমে উহা পরিষ্কার লালার ন্যায় থাকে; কিছুদিন পরে ঘন ও চট্‌চটে হয়। কখন কখন

পাতলা দুধের মত দেখা দিয়া ক্রমে রোগ পাকিয়া আসিলে পুঁজের মত ও হলদে হয়। এই সময় কখন বা সবুজ এবং কখন পাটকিলে রঙের মত হয়। এই রোগ হইলে, প্রথমে কিছুদিন বিশেষ কোন শারীরিক বৈলক্ষণ্য প্রায় হয় না, পরে হজম শক্তি কমিয়া যায়, কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, পেটে বায়ু হয়, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, চেহারা বিবর্ণ হয়, পিঠে, কোমরে বিশেষতঃ বাম দিকে বেদনা হয়, কোন কাজে উৎসাহ থাকে না। কাহারও বা রাত্রিতে জ্বর এবং গুপ্ত-স্থানে চুলকানি হয়। সহবাস ইচ্ছার হ্রাস হয়, অথবা একেবারে থাকে না।

প্রায় প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া স্বাস্থ্যভগ্ন হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে, সুখস্বচ্ছন্দ পরিবৃতা হইয়া আলস্যে দিন কাটাইলে, মাসিক ঋতু সম্বন্ধীয় কোন দোষ থাকিলে, ঋতুবন্ধ থাকিলে, ঋতুর সময় ঠাণ্ডা লাগাইলে, ভিতর অপরিষ্কার রাখিলে, বারম্বার সবহাস করিলে, সহবাসেচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর সন্তোষার্থ তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তীনা হইলে, রক্তহীনতা বা পেটে কৃমি থাকিলে, প্রসব সংক্রান্ত কোন রোগ থাকিলে, যৌবনের পূর্ব্বে বা পরে হাম বসন্ত প্রভৃতি হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়।

ঋতু সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন রোগ থাকিলে, তাহার চিকিৎসা প্রথমে করা আবশ্যক। সাধারণতঃ রোগ হইবামাত্র একটু সাবধান হইয়া সামান্য উপায় অবলম্বন করিলেই প্রায় ভাল

হইয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ঈষদুষ্ণ জলের পিচকারী, অথবা রজার্স পাউডার অথবা ফটকিরীর জলে (৭৯ পৃষ্ঠা দেখুন) ডুস অথবা পিচকারির দ্বারা ধৌত করিলেই আরোগ্য হইতে পারে। প্রথমে কুসুম কুসুম গরম জলে পিচকারির দ্বারা ধুইয়া তৎপরে কুসুম ২ রজার্স পাউডার অথবা ফটকিরীর জল দিয়া ধুইলে বিশেষ উপকার হয়। কে, এম, দাস এণ্ড কোং যে রজার্স পাউডার নামক ঔষধ বিক্রয় করেন, এ রোগের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে ফটকিরী, সলফেট অব জিঙ্ক, সলফেট অব কপর প্রভৃতি দ্রব্য আছে। হরিতকি, বয়ড়া ও আমলকি প্রত্যেক এক ভরি (বিচি বাদ দিয়া) দেড় বোতল জলে মাটির পাত্রে সিদ্ধ করিয়া এক বোতল থাকিতে নামাইয়া ঐ জলে পিচকারী দেওয়াতেও উপকার হয়। গর্ভাবস্থায় পিচকারী ব্যবহার করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে, সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে করা উচিত নহে। সহজে পরিপাক হয় এরূপ পুষ্টিকর আহার, নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম, কোষ্ঠ পরিষ্কার, লঘুপাক দ্রব্য আহার, এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সহজেই আরোগ্য হইতে পারে। সহবাস স্পৃহা না থাকিলে, স্বামী সহবাস একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। গর্ভ যাহাতে না হয় সে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি থাকিলে, নিম্নলিখিত মুখরোচক ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

আলুবোখারা	...	...	২টা।
শুষ্ক আমলকি	...	...	৪ টুকরা।
মনক্কা	...	...	৮।১০টা।

দ্রব্যগুলি ধুইয়া একটু মিছরি অথবা ভাল চিনির সহিত একটু জলে ৫।৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া চট্‌কাইয়া চাট্‌নি করিয়া দিবসে তিনবার খাইবেন। কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক থাকিলে মনক্কার মাত্রা বাড়াইয়া দিতে পারেন। মনক্কা অভাবে কিসমিস্ দিতে পারেন। এই ঔষধটী যেমন উপকারী তেমনি মুখ-রোচক এবং অল্পব্যয়সাধ্য।

ইহাতেও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী পরীক্ষা করিতে পারেন :—

ছোট হরিতকি	...	...	এক পোয়া।
বিট্ লবণ	...	...	দেড় ছটাক।

হরিতকিগুলি ঘৃতে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া বিট্ লবণের সহিত মিশাইতে হইবে। মাত্রা, ৵০ আনা। আবশ্যক মত মাত্রা কম বেশী করিতে পারিবেন।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ঠাণ্ডা জল খাইলে অনেক সময় উপকার হয়। তলপেট আস্তে ২ মালিশ করিলে, অন্ত্র মধ্যে বায়ু চলাচল হইয়া অনেক সময়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। ডাক্তার চ্যাভাস প্রণীত স্ত্রীর প্রতি উপদেশ নামক পুস্তক (Advice to a Wife, by Dr Chavasse) বহুকালাবধি পুরুষানুক্রমে ইংলণ্ডের ভদ্র পরিবার বর্গের মধ্যে আদরের

সহিত মান্য হইয়া আসিতেছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত জানা থাকিলে অনেকের উপকার হইতে পারে।

A young wife is apt to take too much opening medicine; the more she takes, the more she requires, until at length the bowels will not act without an aperient; hence she irritates the nerves of the stomach and bowels, and injures herself beyond measure. If the bowels be costive. and variety of food, and of fruit, and of other articles of diet, which I either have or will recommend in these pages, together with an abundance of air, and of exercise, and of occupation, will not open them, then let her give herself an enema, which she can, without the slightest pain or annoyance, and with very little trouble, readily do, provided she have a proper apparatus, namely, "a self-injecting enema apparatus," one made purposely for the patient, to be used either by herself, or to be administered by another person. A pint of tepid water, with some soap and salad oil, is as good an enema as can be used, and which, if the first should not operate, ought to be repeated The enema does nothing more than wash the bowels out, removing any offending matter, and any depression of spirits arising therefrom and neither interferes with the stomach nor

with the digestion. No family ought to be without a good enema-apparatus to fly to in any emergency. It should always be kept in good order and ready at hand.

ইহার মর্ম্মার্থঃ—অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা সামান্য কারণে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করেন। ইহার ফল এই হয়, যে যতই ঔষধ সেবন করেন ততই আরও আবশ্যক হয়; অবশেষে ঔষধ না খাইলে কোন মতেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। ইহাতে পাকাশয়, অন্ত্র প্রভৃতি উত্তেজিত হইয়া বিশেষ ক্ষতি করে। যদি নানাপ্রকার মলশোধক ফল, মূল ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি দ্বারা এবং বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতির দ্বারা কোষ্ঠবদ্ধতা দূর না হয়, তাহা হইলে পিচকারি ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। সুতরাং ব্যবহারের উপযুক্ত একটী পিচ্‌কারি থাকিলে কোন প্রকার অসুবিধা বা কষ্ট না পাইয়া অনায়াসেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে পারে। অর্দ্ধসের কুসুম কুসুম গরম জলের সহিত একটু সাবান এবং স্যালাড তেল (Salad oil) মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বারা পিচকারি লইলে তৎক্ষণাৎ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যাইবে; যদি প্রথম বারে না হয়, পুনরায় পিচকারি লইলে ক্ষতি নাই। পিচকারি লইলে এই উপকার হয় যে, পাকাশয় কোন রকম উত্তেজিত না হইয়া এবং হজম শক্তির কোন ব্যাঘাত না হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়। সময় অসময়ে ব্যবহার

করিবার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারই যেন একটী পিচকারী সর্ব্বদা ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখেন।

আমারও বিশ্বাস, যদি প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিকট একটী পিচকারি থাকে, ডাক্তার এবং ঔষধ খরচ অনেক বাঁচিয়া যায় এবং স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকার স্ত্রীরোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

যোনিদ্বার কণ্ডুয়ন।

(Pruritis).

যোনিদ্বারের কণ্ডুয়ন অর্থাৎ যোনির মুখে ও পার্শ্বদেশ চুলকান। এই পীড়া গর্ভিণীদের অতিশয় বিরক্তিকর হয়, কারণ এই পীড়া হইলে তাহাদিগের যোনিদ্বার কণ্ডুয়নের ইচ্ছা এত বলবতী হয় যে, তাহারা তাহা হইতে কোন প্রকারে ক্ষান্ত হইতে পারে না। এই রোগ হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই। সময়ে সময়ে জননেন্দ্রিয়ের ঝিল্লি হইতে অম্লরস নির্গত হইয়া এই রোগ জন্মে এবং কোন কোন স্থলে কেবল অপরিচ্ছন্নতা বশতঃ ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রদরের স্রাব লাগিয়া অথবা বহুমুত্র (ডায়েবিটিস) বা বাত রোগাক্রান্ত স্ত্রীরও এরূপ হইতে পারে। এই পীড়া রাত্রিকালে অতি

যন্ত্রণাদায়ক হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে। অতিরিক্ত কণ্ডুয়ন বশতঃ যোনির উপর ক্ষত হয় এবং স্রাব নির্গত হয়।

ঔষধ :—তিন অথবা চারি আনা ওজনের সোহাগা এক পোয়া জলে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। প্রথমে যোনিদ্বার গরম জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। তৎপরে উপ-রোক্ত ঔষধে একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র ভিজাইয়া লাগাইয়া দিবে। দিনের মধ্যে দুই বা ততোধিক বার লাগান ভাল। নিম্ন-লিখিত ঔষধও উপরোক্ত প্রকারে ব্যবহার করিলে উপকার হয় :—

ফটকিরী ... ... দুই আনা ওজন।
জল ... ... এক পোয়া।

অথবা

গ্লিসিরিণ (Glycerine) ... এক ড্রাম বা ৬০ ফোঁটা।
জল ... এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক।

পাঁচড়া।

বঙ্গদেশে কি সহরে, কি পল্লীগ্রামে, বোধ হয় এমন কোন গৃহস্থ নাই যেখানে পাঁচড়া কখন না কখন বালক বালিকা-দিগকে আক্রমণ করে নাই। ইহা একটী যন্ত্রণাদায়ক সংক্রামক রোগ। বৎসরের সকল সময়েই ইহা আক্রমণ করে ; তবে বর্ষার শেষে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। শরীরের সন্ধি স্থানে

পাঁচড়া অধিক হয়। উহা মুখমণ্ডলকে প্রায় আক্রমণ করে না। বাটীর মধ্যে এক জনের হইলে অন্যান্য লোকেরও হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের পাঁচড়া হইলে, তাহার সহ পাঠীরাও তাহার সংসর্গে ইহার হাত হইতে প্রায় অব্যাহতি পায় না। শরীর অপরিষ্কৃত রাখিলে এই রোগ অধিক আক্রমণ করে।

পাঁচড়া হইলে ক্ষতস্থান গরম জল এবং সাবান দিয়া ধৌত করিয়া ঔষধ লাগান উচিত। পরিষ্কার রাখাই উহার প্রধান চিকিৎসা। ইহার ঔষধ অনেকেই জানেন। কাহারও ঔষধে একদিন, কাহারও বা দুই তিন দিনে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে. এরূপ আশা অনেকে দেন। অধিকাংশ স্থলে এই সকল ঔষধের উপাদান হরিতাল, মোমছাল প্রভৃতি। কেহ কেহ এমন উগ্র বিষদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করেন যে তাহাতে রোগীর জীবন লইয়া টানাটানি পড়ে। কাহারও পাঁচড়া আরোগ্য হইলে শরীরে শোথ দেখা দেয়। রোগ আরোগ্য হইবার আশায়, ঔষধের উপাদান না জানিয়া, যাহার তাহার ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। গন্ধক সংযুক্ত অথবা নিমপাতার রসযুক্ত কোন মলম কিছু দিন পাঁচড়ার উপর এবং চারিধারে উত্তম রূপে মালিশ করিলে অল্পদিনেই সম্পূর্ণরূপে উহার প্রতিকার হইতে পারে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাঁহারা সহজে চিকিৎসকের সাহায্য পাইতে না পারেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন।

উপাদান ঃ—নারিকেল তৈল, মোম ও গন্ধক।

প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমতঃ এক ছটাক নারিকেল তৈল, এক তোলা বিশুদ্ধ মোমের সহিত মিশাইয়া গরম করিলে যখন ফুটিয়া ফেনা মরিয়া যাইবে, তখন এক তোলা গন্ধক চূর্ণ, তাহাতে ফেলিয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত করিলেই মলম প্রস্তুত হইবে।

/ কিছুদিন হইতে আমরা একটী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। উহা প্রত্যেক ঘরে সহজে প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। নিমতৈল অর্থাৎ নিমফল পেষণ করিলে যে তৈল বাহির হয় তাহা ১ সের, নিম-পাতা একপোয়া ও একটী তাম্র পাত্র সংগ্রহ করিবেন। অত্যন্ত মৃদু অগ্নির উপর পাত্রটী রাখিয়া তৈল ঢালিয়া দিবেন, তৎপরে তাহাতে নিমপাতা গুলি দিয়া, এমন মৃদু মন্দ জ্বাল দিবেন, যাহাতে ৭।০ ঘণ্টা পরে নিমপাতার সমস্ত রস বাহির হইয়া তেলের সহিত মিশাইয়া যায়। তখন নূতন কাপড় বা গামছা দ্বারা ইহা ছাঁকিলে তৈল বাহির হইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ক্ষত পাঁচড়া প্রভৃতির অব্যর্থ ঔষধ। মলম প্রস্তুত করিতে হইলে ইহাতে বিশুদ্ধ মোম বা ভেসলিন (pure white vaseline) মিশ্রিত করিবেন ; আবশ্যক মত মোম ও ভেসলিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কে, এম, দাস, এণ্ড কোং যে নিমের মলম বিক্রয় করেন, তাহা উপরোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত হয় ; পাতার সহিত নিমপুষ্প ও নিম ছাল অল্প পরিমাণে দেওয়া হয়।

ভেস্‌লিন মিশ্রিত মলমে কোঁচদাদও আরোগ্য হয়। ইহা বড়ই কদর্য্য রোগ। উরুদেশে ও অণ্ডকোষের উপর

যে চুলকনা বা দক্র হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ কোঁচদাদ্ বলে। এ পীড়া বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হয়, এবং পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সভ্যতা ও লজ্জাশীলতা সকল সময় রক্ষা করিতে পারেন না। বর্ষা ও গরমের সময় রোগের বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ যৌবনের প্রারম্ভে এই রোগ আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন স্বপ্ন বিকার হইবার পর, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুক্র ধুইয়া না ফেলিলে অথবা উরু-দ্বয়ের সন্ধি স্থান, ঘাম হইবার পর, ভাল করিয়া না ধুইলে, এই রোগের সূত্রপাত হয়। যাহা হউক যে স্থানে চুলকনা হয়, সে স্থান ভাল করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে অনেকটা ভাল থাকা যায়। যদি উপরোক্ত নিমের মলমে বিশেষ উপকার না হয় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেন।

ক্রাইসোফানিক এসিড (Crysophanic acid) ১ ড্রাম।
ভেসলিন (vaseline) ১ আউন্স।
অলিভ্ অয়েল (Olive oil) ১ ড্রাম।

এই দ্রব্য গুলিকে ভাল করিয়া মিশ্রিত করিলেই মলম প্রস্তুত হইবে।

একটু হিরাকশ পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া এবং কয়েক ফোঁটা কার্ব্বলিক এসিড্ উপরোক্ত ভেসলিন মিশ্রিত নিমের মলমে, (যেন দাদের মলমে মিশাইবেন না) মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পুরাতন ঘা, নালি ঘা, এমন কি কঠিন উপদংশ রোগও দুই তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এত শীঘ্র আরোগ্য হওয়ায় জনৈক রোগী ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয় ইহাতে পারা নাইত?" এই মলমও কে, এম, দাস, এণ্ড কোংর নিকট পাওয়া যায়।

Appendix A.

History of the Persecution of Neo-Malthusians.

Extracts from the Autobiography of Mrs. Annie Besant.

THE KNOWLTON PAMPHLET.

The year 1877 dawned, and in its early days began a struggle which, ending in victory all along the line, brought with it pain and anguish that I scarcely care to recall. An American Physician, Dr. Charles Knowlton convinced of the truth of the teaching of the Rev. Mr. Malthus, and seeing that, that teaching had either no practical value or tended to the great increase of prostitution unless married people were taught to limit their families, within their means of livelihood, wrote a pamphlet on the voluntary limitation of the family. It was published somewhere in the Thirties—about 1835, I think—and was sold unchallenged in England as well as in America for some forty years. Philosophers of the Bentham school, like John Stuart Mill, endorsed its teachings, and the bearing of population

on poverty was an axiom in economic literature. Dr. Knowlton's work was a physiological treatise, advocating conjugal prudence and parental responsibility; it argued in favour of early marriage, with a view to the purity of social life; but as early marriage between persons of small means generally implies a large family leading either to pauperism or to lack of necessary food, clothing, education, and fair start in life for the children, Dr. Knowlton advocated the restriction of the number of the family within the means of subsistence, and stated the methods by which this restriction could be carried out. The book was never challenged till a disreputable Bristol bookseller put some copies on sale to which he added some improper pictures, and he was prosecuted and convicted. The publisher of the National Reformer and of Mr. Bradlaugh's and my books and pamphlets had taken over a stock of Knowlton's pamphlets among other literature he bought, and he was prosecuted and, to our great dismay, pleaded guilty. We at once removed our publishing from his hands, and after careful deliberation we decided to publish the incriminated pamphlet in order to test the right of discussion on the population question, when with the advice to limit the family, information was given as to how that advice could be followed. We took

a little shop, printed the pamphlet, and sent notice to the police that we would commence the sale at a certain day and hour, and ourselves sell the pamphlet, so that no one else might be endangered by our action. We resigned our offices in the National Secular Society, that we might not injure the society, but the executive first, and then the Annual Conferenee, refused to accept the resignations. Our position as regarded the pamphlet was simple and definite; had it been brought to us for publication, we stated, we should not have published it, for it was not a treatise of high merit; but prosecuted as immoral because it advised the limitation of the family, it at once embodied the right of publication. In a preface to the republished edition, we wrote :—

"We republished this pamphlet, honestly believing that on all questions affecting the happiness of the people, whether they be theological, political, or social, fullest right of free discussion ought to be maintained at all hazards. We do not personally endorse all that Knowlton says : his 'Philosophical Proem' seems to us full of philosophical mistakes and—as we are neither of us doctors—we are not prepared to endorse his medical views; but since progress can only be made throgh discussion, and no discussion is possible where differing opinions are suppressed,

we claim the right to publish all opinions, so that the public, enabled to see all sides of a question, may have the materials for forming a sound judgment."

We were not blind to the danger to which this defiance of the authorities exposed us, but it was not the danger of failure, with the prison as penalty that gave us pause. It was the horrible misconceptions that we saw might arise; the odious imputations on honour and purity that would follow. Could we, the teachers of a lofty morality, venture to face a prosecution for publishing what would be technically described as an obscene book, and risk the ruin of our future, dependent as that was on our fair fame? To Mr. Bradlaugh it meant, as he felt, the almost certain destruction of his Parliamentary position, the forging, by his own hands, of a weapon that in the hands of his foes, would be well-nigh fatal. To me, it meant the loss of the pure reputation I prized, the good name I had guarded—scandal the most terrible a woman could face. But I had seen the misery of the poor, of my sister-women, with children crying for bread; the wages of the workmen were often sufficient for four, but eight or ten they could not maintain. Should I set my own safety, my own good name against the helping of these? Did it matter that

my reputation should be ruined, if its ruin helped to bring remedy to this otherwise hopeless wretchedness of thousands? What was worth all my talk about self-sacrifice and self-surrender, if brought to the test, I failed? So, with heart aching but steady, I came to my resolution; and though I know now that I was wrong intellectually, and blundered in the remedy, I was right morally in the will to sacrifice all to help the poor and I can rejoice that I faced a storm of obloquy fiercer and harder to bear than any other which can ever touch me again. I learned a lesson of stern indifference to all judgments from without that were not endorsed by condemnation from within. The long suffering that followed was splendid school for the teaching of endurance.

The day before the pamphlet was put on sale, we ourselves delivered copies to the Chief Clerk of the Magistrates at Guildhall, to the officer in charge at the City Police Office in Old Jewry, and to the Solicitor for the City of London. With each pamphlet was a notice that we would attend and sell the book from 4 to 5 P.M. on the following day Saturday, March 24th. This we accordingly did, and in order to save trouble we offered to attend daily at the shop from 10 to 11 A.M. to facilitate our arrest, should the authorities determine to prosecute. The offer was readily accepted,

after some little delay—during which a deputation from the Christian Evidence Society waited upon Mr. Cross to urge the Tory Government to prosecute us—warrants were issued against us and we were arrested on April 6th. Letters of approval and encouragement came from the most diverse quarters, including among their writers General Garibaldi, the well known economist, Yoes Guyot, the great French Constitutional lawyer Emile Acallas, together with letters literally by the hundred from poor men and women thanking and blessing us for the stand taken. Noticeable were the numbers of letters from clergymen's wives, and wives of ministers of all denominations.

After our arrest we were taken to the Police station in Bridewell Place, and thence to the Guildhall, where Alderman Figgins was sitting, before whom we duly appeared, while in the back of the court waited what an official described as "a regular wagon load of bail." We were quickly released, the preliminary investigation being fixed for ten days later—April 17th. At the close of the day, the magistrate released us on our own recognisances, without bail; and it was so fully seen on all sides that we were fighting for a principle, that no bail was asked for during the various stages of the trial. Two days later,

we were committed for trial at the Central Criminal Court, but Mr. Bradlaugh moved for a writ of *certiorari* to remove the trial to the court of Queen's Bench; Lord Chief Justice Cockburn said, he would grant the writ if "upon looking at it (the book), we think its object is the legitimate one of promoting knowledge on a matter of human interest," but not if the science were only a cover for impurity, and he directed that copies of the book should be handed in for perusal by himself and Mr. Justice Mellor. Having read the book they granted the writ.

The trial commenced on June 18th before the Lord Chief Justice of England and a special jury, Sir Hardinge Giffard, the Solicitor General of the Tory Government, leading against us and we defending ourselves. The Lord Chief Justice "summed up strongly for an acquittal," as a morning paper said; he declared that "a more ill-advised and more injudicious proceeding in the way of a prosecution was probably never brought into a court of Justice," and described us as, "two enthusiasts who have been actuated by a desire to do good in a particular department of society." He then went on to a splendid statement of the law of population, and ended by praising our straightforwardness and asserting Knowlton's honesty of intention. Every

one in Court thought that we had won our case, but they had not taken into account the religious and political hatred against us and the presence on the jury of such men as Mr. Walter of the *Times*. After an hour and thirty five minutes of delay the verdict was a compromise: "We are unanimously of opinion that the book in question is calculated to deprave public morals, but at the same time, we entirely exonerate the defendants from any corrupt motive in publishing it." The Lord Chief Justice looked troubled, and said that he should have to translate the verdict into one of guilty, and on that, some of the jury turned to leave the box, it having been agreed—we heard later from one of them—that if the verdict were not accepted in that form they should retire again, as six of the jury were against convicting us; but the foreman, who was bitterly hostile, jumped at the chance of snatching a conviction, and none of those in our favour had the courage to contradict him on the spur of the moment, so the foreman's "Guilty" passed, and the judge set us free, on Mr. Bradlaugh's recognisances to come up for judgment that day week.

On that day we moved to quash the indictment and for a new trial, partly on a technical

ground and partly on the ground that the verdict having acquitted us of wrong motive, was in our favour, not against us. On this the Court did not agree with us, holding that the part of the indictment alleging corrupt motive was superfluous. Then came the question of sentence, and on this, the Lord Chief Justice did his best to save us; we were acquitted of any intent to violate the law; would we submit to the verdict of the jury and promise not to sell the book? No, we would not; we claimed the right to sell, and meant to vindicate it. The Judge pleaded, argued, finally got angry with us, and, at last, compelled to pass sentence, he stated that if we had yielded he would have let us go free without penalty, but that, as we would set ourselves against the law, break it and defy it—a sore offence from the judge's point of view—he could only pass a heavy sentence on each, of six months imprisonment, a fine of £200, and recognisances of £500 for two years, and this, as he again repeated, upon the assumption "that they do intend to set the law at defiance." Even despite this, he made us first-class misdemeanants. Then as Mr. Bradlaugh stated that we should move for a writ of error, he liberated us, on Mr. Bradlaugh's re-

cognisance for £100, the queerest comment on his view of the case, and of our characters, since we were liable jointly to £1,400 under the sentence, to say nothing of the imprisonment. But prison and money penalties vanished into thin air, for the writ of error was granted, proved successful, and the verdict was quashed.

Then ensued a somewhat anxious time. We were resolute to continue selling; were our opponents equally resolved to prosecute us? We could not tell. I wrote a pamphlet entitled, "The Law of Population," giving arguments which had convinced me of its truth, the terrible distress and degradation entailed on families by overcrowding and the lack of the necessaries of life, pleading for early marriages, that prostitution might be destroyed and limitation of the family, that pauperism might be avoided; finally giving the information which rendered early marriage, without these evils, possible. This pamphlet was put in circulation as representing our view of the subject, and we again took up the sale of Knowlton's. Mr. Bradlaugh carried the war into the enemy's country, and commenced an action against the police for recovery of some pamphlets they had seized; he carried

the action to a successful issue, recovered the pamphlets, bore them off in triumph, and we sold them all with an inscription across them "Recovered from the police." We continued the sale of Knowlton's tract for some time until we received an intimation that no further prosecution would be attempted, and on this we at once dropped its publication, substituting for it, my "Law of Population."

* * * *

As far as regards this whole struggle over the Knowlton pamphlet, victory was finally won all along the line. Not only did we, as related, recover all our seized pamphlets and continue the sale till all prosecution and threat of prosecution were definitely surrendered; but my own tract had an enormous sale, so that when I withdrew it from sale in June 1891, I was offered a large sum for the copyright, an offer which I, of course, refused. Since that time not a copy has been sold with my knowledge or permission, but long ere that, the pamphlet had received a very complete legal vindication. For while it circulated untouched in England, a prosecution was attempted against it in New South Wales, but was put an end to, by an eloquent and luminous judgment by the senior puisne Judge of the Supreme

Court, Mr. Justice Windeyer, in December, 1888. This judge, the most respected in the great Australian colony, spoke out plainly and strongly on the morality of such teaching.

The judge forcibly refused to be any party to the prohibition of such a pamphlet, regarding it as of high service to the community. He said : "So strong is the dread of the world's censure upon this topic that few have the courage openly to express their views upon it ; and its nature is such that it is only amongst thinkers who discuss all subjects, or amongst intimate acquaintances, that community of thought upon the question is discovered. But let any one inquire amongst those who have sufficient education and ability to think for themselves, and who do not idly float, slaves to current of conventional opinion, and he will discover that numbers of men and women of purest lives, of noblest aspirations, pious, cultivated, and refined, see no wrong in teaching the ignorant that it is wrong to bring into the world children to whom they cannot do justice, and who think it folly to stop short in telling them simply and plainly how to prevent it. A more robust views of morals teaches that it is puerile to ignore human passions and human physiology. A clearer perception of truth and

the safety of trusting to it teaches that in law as in religion, it is useless trying to limit the knowledge of mankind by any inquisitorial attempts, to place upon a judicial Index Expurgatorius, works written with an earnest purpose, and commending themselves to thinkers of well-balanced minds. I will be no party to any such attempt. I do not believe that it was ever meant that the Obscene Publication Act should apply to cases of this kind, but only to the publication of such matter as all good men would regard as lewd and filthy, to lewd and bawdy novels, pictures and exhibitions, evidently published and given for lucre's sake It could never have been intended to stifle the expression of thought by the earnest minded on a subject of transcendent national importance like the present, and I will not strain it for that purpose. As pointed out by Lord Cockburn in the case of the Queen V. Bradlaugh and Besant, all prosecutions of this kind should be regarded as mischievous, even by those who disapprove the opinions sought to be stifled, inasmuch as they only tend more widely to diffuse the teaching objected to. To those, on the other hand, who desire its promulgation, it must be a matter of congratulation that this, like all attempted persecutions

of thinkers, will defeat its own object, and that truth, like a torch, 'the more it's shook it shines'."

The argument of Mr. Justice Windeyer for the Neo-Malthusian position was (as any one may see who reads the full text of the judgment) one of the most luminous and cogent I have ever read. The judgment was spoken of at the time in the English press as a "brilliant triumph for Mrs. Besant," and so I suppose it was; but no legal judgment could undo the harm wrought on the public mind in England, by malignant and persistent misrepresentation. What that trial and its results cost me in pain no one but myself will ever know; on the other hand, there was the passionate gratitude evidenced by letters from thousands of poor, married women—many from the wives of country clergymen and curates—thankful and blessing me for showing them how to escape from the veritable hell in which they lived. The "upper classes" of society know nothing about the way in which the poor live; how their overcrowding destroys all sense of personal dignity, of modesty, of outward decency, till human life, as Bishop Fraser justly said, is "degraded below the level of the swine." To such, and among such, I went,

and I could not grudge the price that then seemed to me as the ransom for their redemption. To me, indeed, it meant the losing of all that made life dear, but for them it seemed to be the gaining of all that gave hope of a better future. So how could I hesitate—I whose heart had been fired by devotion to an ideal Humanity, inspired by that materialism that is of love and not of hate ?

And now, in August, 1893, we find the *Christian World*, the representative organ of orthodox Christian Protestantism, proclaiming, the right and the duty of voluntary limitation of the family. In a leading article, after a number of letters had been inserted, it said:

"The conditions are assuredly wrong which bring one member of the married partnership into a bondage so cruel. It is no less evident that the cause of the bondage in such cases lies in the too rapid multiplication of the family. There was a time when any idea of voluntary limitation was regarded by pious people as interfering with Providence. We are beyond that now, and have become capable of recognising that Providence works through the common sense of individual brains. We limit population just as much by deferring marriage from

restriction is adopted as one of the necessary means to attain them. Even in the conservative and far less sophisticated Southern States, I found the same revolt. For the last four years, my lot has been cast in South Africa—the least urban and the least advanced of British Colonies—and I must own to a feeling of great surprise when I found that not only in the long-settled districts but even among the white women resident in the native reserve, the same feeling, and the contingent precautions are widespread. * * *

In the confidence of speech between woman and woman, one hears the same ideal expressed—the restriction of the number of children within a limit consistent with the health and vigour of the women who bear them, and with the means of giving each child the best possible start in life. * * *

No man, with a spark of imagination or chivalry, would wish to force upon the woman dearest to him unwilling motherhood. * * * If child-bearing costs more, child-rearing costs infinitely more. * * * What opportunity for wise upbringing had a woman I know, on whom fell the housework and a fair share of shop-work and stock-tending, and who for twenty years was either carrying or nursing a babe?

hours in considering their verdict and returned into court and stated that they were unable to agree. The majority of the jury were ready to convict, if they felt sure that Mr. Truelove would not be punished, but one of them boldly declared in Court: "as to the book, it is written in plain language for plain people, and I think that many more persons ought to know what the contents of the book are." The jury was discharged, in consequence of this one man's courage, but Mr. Truelove's persecutors—the Vice Society—were determined not to let their victim free. They proceeded to trial a second time, and wisely endeavoured to secure a special jury, feeling that as prudential restraint would raise wages by limiting the supply of labour, they would be more likely to obtain a verdict from a jury of "gentlemen" than from one composed of workers. This attempt was circumvented by Mr. Truelove's legal advisers, who let a *procedendo* go which sent back the trial to the Old Bailey. The second trial was held on May 16th, at the Central Criminal Court before Baron Pollock and a common jury, Professor and Mr. J. M. Davidson appearing for the defence. The jury convicted and the brave old man, sixty-eight years of age, was condemned to four month's

imprisonment and £50 fine for selling a pamphlet which had been sold unchallenged, during a a period of forty-five years. * * * A persistent attempt was made to obtain a writ of error in Mr. Truelove's case, but the Tory Attorney-General Sir John Halker, refused it, although the ground on which it was asked was one of the grounds on which a similar writ had been granted to Mr. Bradlaugh and myself. Mr. Truelove was therefore compelled to suffer his sentence, but memorials, signed by 11,000 persons, asking for his release, were sent to the Home Secretary from every part of the country and a crowded meeting in St. James's Hall, London, demanded his liberation with only six dissentients. The whole agitation did not shorten Mr. Truelove's sentence by a single day, and he was not released from Coldbath Fields prison until September 5th. On the 12th of the same month, the Hall of Science was crowded with enthusiastic friends who assembled to do him honour, and he was presented with a beautifully illuminated address and a purse containing £177 (subsequent subscriptions raised the amount to £197. 16s. 6d.,)

It is scarcely necessary to say that one of the results of the prosecution was a great agitation throughout the country and a wide popu-

larisation of Malthusian views. Some huge demonstrations were held in favour of free discussion; on one occasion the Free Trade Hall, Manchester, was crowded to the doors; on another, the Star Music Hall Bradford, was crammed in every corner; on another the Town Hall Birmingham had not a seat or a bit of standing room unoccupied. Wherever we went, separately or together, it was the same story, and not only were Malthusian lectures eagerly attended, and Malthusian literature eagerly bought, but curiousity brought many to listen to our Radical and Freethought lectures and thousands heard for the first time, what Secularism really meant.

The Press. both London and Provincial, agreed in branding the prosecution as foolish, and it was generally remarked that it resulted only in the wider circulation of the indicted book, and the increased popularity of those who had stood for the right of publication.* * *

During the last few years public opinion has been gradually coming round to our side, in consequence of the pressure of poverty resulting from widespread depression of trade and during the sensation caused in 1884, by "The Bitter Cry of Outcast London," many writers in the Daily News—notably Mr. G. R. Sims—

boldly alleged that the distress was to a great extent due to the large families of the poor, and mentioned that we had been prosecuted for giving the very knowledge which would bring salvation to the sufferers in our great cities.

Among the useful results of the prosecution was the establishment of the Malthusian League, to agitate for the abolition of all penalties on the public discussion of the population question" and "to spread among the people by all practicable means, a knowledge of the law of population, of its consequences, and of its bearing upon human conduct and morals" * * *

Since 1877 the League has worked hard to carry out its objects; it has issued a large number of leaflets and tracts; it supports a monthly Journal, *Malthusian*, numerous lectures have been delivered under its auspices in all parts of the country; and it has now a medical branch into which none but duly qualified medical men and women are admitted, with members in all European countries. * * *

The amount of money subscribed by the public during the Knowlton and succeeding prosecutions gives some idea of the interest felt in the struggle. The Defence Fund Committee in March 1878, presented a balance sheet,

showing subscriptions amounting to £1,292. 5s. 4d. and total expenditure in the Queen. V. Bradlaugh and Besant, the Queen. V. Truelove and the appeal against Mr. Vaughan's order (the last two upto date) of £1,274-10s. This account was then closed and the balance of £17-15s-4d. passed on to a new fund for the defence of Mr. Truelove, the carrying on of the appeal against the destruction of the Knowlton pamphlet, and the bearing of the costs incident on the petition lodged against myself. In July this new fund had reached £196 16s. 7d. and after paying the remainder of the costs in Mr. Truelove's case, a balance of £26 15s. 2d. was carried on. This again rose to £247 15s. 2½d., and the fund bore the expenses of Mr. Bradlaugh's successful appeal on the Knowlton pamphlet, the petition and the subsequent proceedings in which I was concerned in the Court of Chancery, and an appeal on Mr. Truelove's behalf, unfortunately unsuccessful, against an order for the destruction of the Dale Owen pamphlet. This last decision was given on February 21, 1880 and on this the defence fund was closed.' On Mr. Truelove's release, as mentioned above, a testimonial to the amount of £197 16s. 6d was presented to him, and after the close of the struggle some anonymous friend sent to me personally

£200 as "thanks for the courage and ability shown." In addition to all this, the Malthusian League received no less than £455 11s 9d. during the first year of its life, and started on its second year with a balance in hand of £77 5s. 8d.

——:0:——

APPENDIX B.

Widespread Adoption of Preventive Measures in Europe, the United States of America, and the British Colonies against Bearing too many Children.

Extracts from an Article entitled—"The Birth Rate and the Mother," by Mrs. Macfyden published in the Nineteenth Century for March 1907.

There is no question which has received more attention or been the subject of more heated discussion recently than that known as "The Decline of the Birth—Rate." Clergymen, economists and statisticians have made eloquent and learned pronouncements upon it. Amid the hubbub there has been one not unimportant person whose point of view has been ignored—the mother.

It is a moral platitude that those who do what they believe to be wrong, are self-condemned. What our spiritual mentors

appear not to have grasped is that they are face to face with a new development of the mother's conscience,• and the heart of the question is not touched by those who impute selfish motives as the only or the general, or the chief cause of this almost universal development. I can say from personal experience that a desire for limitation of family is at work through all classes of the English speaking peoples, certainly among the more provident of all classes. * * * * * *

Wanderings in Europe, the United States of America, and the British Colonies, have made it impossible for me to doubt that there is a real revolt amongst women against bearing as many children as their mothers and grandmothers bore. In the United States especially scarcely a stratum of society is unaffected by this sentiment. Mrs. Lydia K. Commandar, writing in the *American Independent* about a year ago, showed as the result of exhaustive enquiries among Medical practitioners and school officials that even the lowest classes of emigrants fresh from the slums and hovels of Eastern Europe begin to put a limit to their child-bearing as one of the first results of their new environment. As soon as it is realised that better social conditions are within reach,

prudential motives as by any action that may be taken after it. ** Apart from certain methods of limitation, the morality of which is gravely questioned by many, there are certain easily understood physiological laws of the subject; the failure to know and to observe which is inexcusable on the part either of men or women in these circumstances. It is worth noting in this connection that Dr. Billings, in his article in this month's *Forum*, on the diminishing birth-rate of the United States, gives as one of the reasons the greater diffusion of intelligence, by means of popular and school treatise on physiology, than formerly prevailed."

Thus has opinion changed in sixteen years and all the obloquy poured on us is seen to have been the outcome of ignorance and bigotry.

The struggle on the right, to discuss the prudential restraint of population did not however, conclude without a martyr. Mr. Edward Truelove, alluded to above, was prosecuted for selling a treatise by Robert Dale Owen on "Moral Physiology," and a pamphlet entitled, "Individual, Family, and National Poverty.". He was tried on February 1st, 1878, before the Lord Chief Justice in the Court of Queen's Bench and was most ably defended by Professor W. A. Hunter. The jury spent two

'Do you think' she asked me one day, 'that if I had known how to prevent it, I would have had fifteen children ?'

* * * *

A short while ago, *Pearson's Magazine* contained some striking articles on the enormous number of needless deaths among infants in the British Isles. It is practically certain that with a smaller number of births, the proportion of deaths would be less. The mother of too many children, whether in the richer classes or more particularly in the working classes and among colonists, has neither the strength nor the ability, to attend properly to them all. The race of good nurses, other than the mother herself, is almost extinct. No mother who does not supervise the nursery herself, however rich she may be, can be certain that her children are properly cared for.

* * * *

Though possibly the power of nursing has decreased, the potential fertility of women in civilised society, seems to increase. It is certain that it far exceeds the capacity for wise and careful rearing. In hot countries such as that of India, or South Africa, a mother could bear ten children in as many years, if she survived so long. Yet Father Bernard Vaughan un-

sparingly condemns even the regulation of the interval between births. He can never have realised the mother's anguish, who knows that her little ones have come too closely on each other's heels to have the vitality they require for a healthy life. He who speaks lightly of the hand that rocks the cradle emptying it of one baby for a fresh one, can never have heard the wailing of the dispossessed babe, deprived of its mother's first care and attention, or seen the mother's tears drop on the ailing and puling babe who has taken all her strength and yet has so little for itself.

It is significant of much of the truth of this matter that the men, who most readily recognise the necessity of regulation, are those who are most attached to wife and weans. * *

Nothing but the regulation of the number of children can make early marriage possible. Here we come upon the fact that under a system of restriction, the increase of the marriage rate will help to balance the decline of the birth-rate per mother. If ten women marry and each has three children, there will be as many births as if five marry and each has six.

* * * *

It is quite unlikely that in this matter the

conscience of the race will reject as evil, means advisedly adopted to attain an aim which commends itself as good.

——:o:——

APPENDIX C.

THE REMEDY FOR NON-EMPLOYMENT, AND LOW WAGES.

Extracts from the Principles of Political Economy, Book II. Ch. XI. and XII., by John Stuart Mill.

Wages depend on the proportion between the number of the labouring population, and the capital. * * The condition of the class can be bettered in no other way than by altering that proportion to their advantage: and every scheme for their benefit, which does not proceed on this as its foundation, is for all permanent purposes a delusion. * * It is impossible that population should increase at its utmost rate without lowering wages. * * Where a labouring class who have no property but their daily wages and no hope of acquiring it, refrain from over rapid multiplication, the cause I believe, has always hitherto been, either actual legal restraint, or a custom of some sort which, without intention on their part, insensibly moulds their conduct, or affords immediate inducements not to marry.

* * Unhappily sentimentality rather than common sense usually presides over the discussion of these subjects; and while there is a growing sensitiveness to the hardships of the poor and a ready disposition to admit claims in them upon the good offices of other people, there is an all but universal unwillingness to face the real difficulty of their position or advert at all to the conditions which nature has made indispensable to the improvement of their physical lot. Discussions on the condition of the labourers, lamentations over its wretchedness, denunciations of all who are supposed to be indifferent to it, projects of one kind or another for improving it, were in no country and in no time of the world so rife as in the present generation; but there is a tacit agreement to ignore totally the law of wages, or to dismiss it in a parenthesis, with such terms as "hard-hearted Malthusianism;" as if it were not a thousand times more hard-hearted to tell human beings that they may, than they may not, call into existence swarms of creatures who are sure to be miserable, and most likely to be depraved. It is not, however, against reason, that the argument on this subject has to struggle; but against a feeling of dislike, which will only reconcile

itself to the unwelcome truth; when every device is exhausted by which the recognition of that truth can be evaded. It is necessary, therefore, to enter into a detailed examination of these devices, and to force every position which is taken up by the enemies of the population principle, in their determination to find some refuge for the labourers, some plausible means of improving their condition, without requiring the exercise, either enforced or voluntary, of any self-restraint, or any greater control than at present over the animal power of multiplication. The check to population either by death or prudence, could not then be staved off any longer, but must come into operation suddenly and at once. * *

These consequences have been so often and so clearly pointed out by authors of reputation in writings known and accessible, that ignorance of them on the part of educated persons is no longer pardonable. It is doubly discreditable in any person setting up for a public teacher, to ignore these considerations, to dismiss them silently, and discuss or declaim on wages and poor-laws, not as if these arguments could be refuted, but as if they did not exist.

Every one has a right to live. We will suppose this granted. But no one has a right to

bring creatures into life, to be supported by other people. Whoever means to stand upon the first of these rights must renounce all pretension to the last. If a man cannot support even himself unless others help him, those others are entitled to say that they do not also undertake the support of any offspring which it is physically possible for him to summon into the world. Yet there are abundance of writers and public speakers, including many of most ostentatious pretensions to high feeling, whose views of life are so truly brutish, that they see hardship in preventing paupers from breeding hereditary paupers in the workhouse itself. Posterity will one day ask with astonishment, what sort of people it could be, among whom such preachers could find proselytes.

It would be possible for the state to guarantee employment at ample wages to all who are born. But if it does this, it is bound in self-protection and for the sake of every purpose for which government exists to provide that no person shall be born without its consent. If the ordinary and spontaneous motives to self-restraint are removed, others must be substituted. Restrictions on marriage, at least equivalent to those existing in some of the German States, or severe penalties on those

who have children when unable to support them, would then be indispensable. ***

No remedies for low wages have the smallest chance of being efficacious, which do not operate on and through the minds and habits of the people. ***

By what means, then, is poverty to be contended against? How is the evil of low wages to be remedied? If expedients usually recommended for the purpose are not adapted to it, can no others be thought of? Is the problem incapable of solution? Can political economy do nothing, but only object to everything, and demonstrate that nothing can be done?

If this were so, political economy might have a needful, but would have a melancholy, and thankless task. If the bulk of the human race are always to remain as at present slaves to toil in which they have no interest, and therefore feel no interest—drudging from early morning till late at night for bare necessaries, and with all the intellectual and moral deficiencies which that implies—without resources either in mind or feelings—untaught, for they cannot be better taught than fed; selfish, for all their thoughts are required for themselves without interests or sentiments as citizens and

members of society, and with a sense of injustice rankling in their minds, equally for what they have not, and for what others have; I know not what there is which should make a person with any capacity of reason, concern himself about the destinies of the human race.**

There is still in many minds a strong religious prejudice against the true doctrine. The rich, provided the consequences do not touch themselves, think it impugns the wisdom of Providence to suppose that misery can result from the operation of a natural propensity: the poor think that "God never sends mouths but He sends meat." No one would guess from the language of either, that man had any voice or choice in the matter. So complete is the confusion of ideas on the whole subject: owing in a great degree to the mystery in which it is shrouded by a spurious delicacy, which prefers that right and wrong should be mismeasured and confounded on one of the subjects most momentous to human welfare, rather than that the subject, should be freely spoken of and discussed. People are little aware of the cost to mankind of this scrupulosity of speech. The diseases of society can, no more than corporal maladies, be

prevented or cured without being spoken about in plain language. * *

Those who think it hopeless that the labouring classes should be induced to practise a sufficient degree of prudence in regard to the increase of their families, because they have hitherto stopt short of that point, show an inability to estimate the ordinary principles of human action. Nothing more would probably be necessay to secure that result, than an opinion generally diffused that it was desirable. * *

But let us try to imagine what would happen if the idea became general among the labouring class, that the competition of too great numbers was the principal cause of their poverty so that every labourer looked upon every other who had more than than the number of children which the circumstances of society allowed to each, as doing him a wrong—as filling up the place which he was entitled to share. Any one who supposes that this state of opinion would not have a great effect on conduct, must be profoundly ignorant of human nature; can never have considered how large a portion of the motives which induce the generality of men to take care even of their own interests, is derived from regard for opinion—from the

expectation of being disliked or despised for not doing it. * * If the opinion were once generally established among the labouring class that their welfare required a due regulation of the numbers of families, the respectable and well-conducted of the body would conform to the prescription, and only those would exempt themselves from it who were in the habit of making light of social obligations generally; and there would be then all evident justification for converting the moral obligation against bringing children into the world who are a burthen to the community, into a legal one; just as in many other cases of the progress of opinion, the law ends by enforcing against recalcitrant minorities, obligations which to be useful must be general, and which from a sense of their [illegible], a large majority have voluntarily consented to take upon themselves.

Extract from the Inaugural Lecture Delivered at the Senate House on the 18th February 1915 by Mr. H. Stanley Jevons, University Professor of Economics at Allahabad.

A more difficult and serious problem confronts us, however, in the mere growth of the

numbers of the people. This is caused mainly by the establishment of internal quietude and of transit facilities, which have removed the positive checks to increase of population formerly caused by deaths of violence and the ravages of famine—or by diseases following in its train.

Every measure of reform—social, educational, sanitary and political—is bound up with rescuing the mass of the people from the condition of poverty bordering upon destitution in which they are kept remorselessly pressed down by their increasing numbers. Yet the population is almost sure to go on increasing faster than the means of subsistence, if present conditions are maintained.

We are now brought face to face with an ethical question, an excellent example of ethical economics. There stand clearly before us two alternative goals. We may, on the one hand, aim at such measures as will increase the wealth of the country, and hand that wealth over almost completely to the landowning commercial and capitalist classes—a hierarchy of wealth built and resting upon the labour of a vast proletariat, sunk in poverty and destitution. On the other hand we may aim at giving the actual cultivators and the manual workers

a larger share of the national income. We may aim at securing them a rate of wages sufficient to keep them in decent comfort and normally free from destitution like the working classes of Western Europe, this enhanced wage being earned in hours which leave them leisure for self-improvement and the enjoyment of life. At the same time the intention would be to allow the landowners, merchants and manufacturers a perfectly satisfactory return for the services they would render.

Contrasted in this way, there can be little doubt as to which alternative should be chosen. For myself I may as well state quite clearly, once and for all, that I shall always assume the second ideal. If I make any proposals or suggestions as to reforms, I shall take it that the aim throughout India should be to raise the remuneration of all grades of manual workers to such a level as will give them independence, permit a higher standard of living, procure freedom from grinding care, from sickness, and from those long hours of labour which allow no respite for self-realisation.

A numerous population is never in itself an ideal worth aiming at. In so far as it is possible to control the number of children born into the world, it is far better that they should be few, and

grow up to live comparatively happy, humane lives than that they should be many and be consigned to bestial degradation.

APPENDIX D.

The Law of Population Explained.

Extract from the "Principle of Population," the well-known old work first published in 1798, by the Rev. T. R. Malthus, M.A., F.R.S., Book I, Chapter I, p 4-7, Edition of 1890.

"It may safely be pronounced, therefore, that population, when unchecked, goes on doubling itself every twentyfive-years, or increases in a geometrical ratio.** A thousand millions

are just as easily doubled every twenty-five years by the power of population as a thousand. But the food to support the increase from the greater number will by no means be obtained with the same facility.** When acre has been added to acre, till all the fertile land is occupied, the yearly increase of food must depend upon the amelioration of the land already in possession. This is a fund, which, from the nature of all soils, instead of increasing, must be gradually diminishing. * *

"If it be allowed that by the best possible policy, and great encouragements to agriculture, the average produce of this island could be doubled in the first twenty five years, it will be allowing, probably, a greater increase than could with reason be expected. In the next twenty-five years, [illegible] le to suppose that the produce could [illegible] pled. It would be contrary to all our knowledge of the properties of land. The improvement of the barren parts would be a work of time and labour; and it must be evident to those who have the slightest acquaintance with agricultural subjects, that in proportion as cultivation extended, the additions that could yearly be made to the former average produce must be gradually

and regularly diminishing. That we may be the better able to compare the increase of population and food, let us make a supposition which, without pretending to accuracy, is clearly more favourable to the power of production in the earth, than any experience that we have had of its qualities will warrant.

"Let us suppose that the yearly additions which might be made to the former average produce, instead of decreasing, which they certainly would do, were to remain the same; and that the produce of this island might be increased every twenty-five years, by a quantity equal to what it at present produces. The most enthusiastic speculator cannot suppose a greater increase than this. In a few centuries it would make every acre in the island like a garden.

"If this supposition be applied to the whole earth, and if it be allowed that the subsistence for man, which the earth affords, might be increased every twenty-five years by a quantity equal to what it at present produces, this will be supposing a rate of increase much greater than we can imagine that any possible exertions of mankind could make it.

"It may fairly be pronounced, therefore,

that considering the present average state of the earth, the means of subsistence under circumstances the most favourable to human industry, could not possibly be made to increase faster than in an arithmetical ratio.

"The necessary effects of these two different rates of increase, when brought together, will be very striking. Let us call the population of this island eleven millions (Mr. Malthus writes in 1803), and suppose the present produce equal to the easy support of such a number. In the first twenty-five years the population would be twenty-two millions, and the food being also doubled, the means of subsistance would be equal to this increase. In the next twenty-five years, the population would be forty-four millions and the means of subsistance only equal to the support of thirty-three millions. In the next period the population would be eighty-eight millions and the means of subsistance just equal to the support of half that number. And, at the conclusion of the first century, the population would be a hundred and seventy-six millions, and the means of subsistence only equal to the support of fifty-five millions, leaving a population of a hundred and twenty-one millions totally unprovided for.

Extract from the Population Quesion, by Dr. C. R. Drysdale, p. 88-91, Edition of 1892.

In an admirable essay on "Overpopulation and the Madras Famine" reprinted from a journal entitled the "Indian Representative," in 1877, the author who is evidently well acquainted with Indian Society remarks :—

We feel that we have drawn out a terrible indictment against over-population. Let us see how our arguments tell in India. There are but two classes in India to whom the doctrines of over-population should be taught. One is the East Indian class—the other is the class composed of Mahommedans and Hindoos. The Indian class is, undoubtedly, the victim of over-population; indeed it is now a pauperised class. The general labour market is fearfully overstocked in this country, and the East Indian class is unable to compete in that market, because, from its habits of living, labour is dearer. A small section of it, therefore—the fittest to survive, according to the Darwinian idéa—can live and thrive, without being dependent upon others. But the larger section, made up somewhat, as we know, from those who are Eurasian only in name, goes on multiplying

recklessly, and the end is that we see pauperism, crime, and worse, going on around our eyes. The State is facing a famine now. A good portion of Eurasian population is famine-stricken. Is not the State going to take the lesson to heart? The fiat has gone forth 'Famines must be prevented.'

"Turning next to the Mahomedan [illegible], we undoubtedly find the mischief of over population at work. General poverty is enough to indicate this, and the case is worse than that of the East Indian, because, in very numerous instances, the Mahomedan is able to compete in the labour-market with the Hindoo, and yet he finds little or no labour. Like the East Indian, the Mahomedan is often kept alive by special means---dependency on those with an income being the chief. Had it not been for this and had it not been for the stipends which certain Mahomedans of historical family receive, we should soon see the Mahomedans dying [illegible], or becoming paupers or criminals in greater numbers. Superficially, the decadence of Mahomedans may be traced to idleness, pride, and other sources; but the true source is the population difficulty. They are a surplus in the labour-market and their peculiar social institution of the harem enables them

to overpopulate in such a way as to make Political Economy look on aghast.

We come, finally, to the Hindu population, and it is in them that the mischief of overpopulation is exemplified to its most alarming extent. Among the Hindus, increase has been going on in a manner the most reckless that can be imagined. Indeed we may say that the Hindoos have strained to their very utmost the power of a population to support itself at a minimum of expense. In the terrific efforts which a Hindoo makes to live, he has given up clothing, his children go about naked, his wife wears a single strip of cloth till it falls from her body in rags; he lives on nothing but boiled rice (Malthus gives the same account of the poor Chinese labourers) and, if necessary, he goes with one meal a day or even starves utterly for a day or two at a time. He works for wages equivalent to four or six shillings a month.

Indeed there is truth in the observation that the Hindu is always on the borderland of famine. It is pitiful, indeed, to see how the lower classes live. To the day of their death there is a struggle for food. Why should not this be? Is it not clear that mouths are abundant, and the food is scarce? And yet, in spite of the fearful lessons of nature, the Hindoo goes on

multifiying exceedingly. It is a religious duty with him to get children, as many as he can, by one wife or more, or, at all events, a son, for if he does not, he must go, on his death, into everlasting damnation. He firmly believes in the patriarchal system, and keeps all his people around him, thus making his little bit of land less and less capable of maintaing him."

Mr. John Bright, in a speech at Manchester in December, 1877, also mentioned that in our Indian Empire there are some 250,000,000 of population, * and that the cost of living of a great portion of the labouring class is estimated at not more than two pounds sterling a head per annum. This is quite in accordance with the above citation, and at once discloses the main cause of Indian famines—i. e. the low standard of comfort of the poorest classes in that ancient civilisation.

* 315 000 000 according to the Census of 1911.